দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৫৮ ॥ ০৫ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৪ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

## মাজারে হামলা করা মানে গুন্ডামি: মান্না

**স্টাফ রিপোর্টার :** গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতা ও নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না বলেছেন, মাজারে হামলা করা মানে গুন্ডামি করা। আর গুন্ডারা তো ভালো মানুষ হতে পারে না। শনিবার (৪ জানুয়ারি) জাতীয় প্রেসক্লাবের আবদুস সালাম হলে বাংলাদেশ তরিকত পরিষদের (বিটিপি) উদ্যোগে আয়োজিত দেশব্যাপী বিভিন্ন মাজার খানকায় সন্ত্রাসী হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ বিভিন্ন মাহফিলে বাধা প্রদানের প্রতিবাদ এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

# পরিবেশবান্ধব হবে রেলপথ চাপ কমবে সড়কে

**স্টাফ রিপোর্টার :** পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে বাংলাদেশ এখনো সড়কপথনির্ভর। বন্দরগুলো থেকে ৯৬ শতাংশ মালামাল দেশের বিভিন্ন জেলায় যায় সড়কপথে। রেল ও নৌপথে যায় মাত্র ৪ শতাংশ পণ্য। এতে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। সড়কে চাপ কমিয়ে পরিবেশ দূষণ রোধে 'গ্রিন রেলওয়ের' উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। সড়কে পণ্য পরিবহনের চাপ কমাতে দেশের রেলপথগুলো নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর মহাপরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই মহাপরিকল্পনায় বিনিয়োগ করবে বাংলাদেশের অন্যতম উন্নয়ন সহযোগী বিশ্বব্যাংক। বর্তমানে রেলপথের ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ডিজেল। এতে বাড়ছে পরিবেশ দূষণ। এই দূষণ রোধে কিছু রুটে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানোর উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। নেওয়া হবে কয়েকটি মেগা প্রকল্প : রেলওয়ে জানায়, গ্রিন রেলওয়ে রূপ দেওয়ার জন্য কয়েকটি মেগা প্রকল্প নেওয়া হবে। মেগা প্রকল্পের রুট নির্ণয় ও সম্পূর্ণ বাস্তবায়নে কি পরিমাণে ব্যয় হবে সেটা নির্ণয় করার জন্য টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (টিএপিপি) হাতে নিতে যাচ্ছে সরকার। গ্রিন রেলওয়ে রূপ দিতে প্রকল্পগুলোর মোট ব্যয় কত হবে, ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা) কবে নাগাদ সম্পন্ন করতে হবে, বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য ও কী ধরনের কার্যক্রম থাকবে তা বিশ্লেষণ করা হবে। টিএপিপি 'গ্রিন রেলওয়ে পরিবহন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা' প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হবে ৯৩ কোটি ৫১ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ২৮ কোটি ৩৭ লাখ এবং বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প ঋণ ৬৫ কোটি ১৪ লাখ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত। সড়কে চাপ কমাতে একগুচ্ছ প্রকল্প : সড়কের চাপ কমাতে নানান ধরনের উন্নয়ন কাজে গুরুত্ব দেবে বাংলাদেশ রেলওয়ে। কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে কমলাপুর মাল্টিমোডাল (পণ্যগুলো একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার জন্য একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার) পরিবহন হাব নির্মাণের সুবিধার্থে বিদ্যমান অপারেশনাল এবং রক্ষণাবেক্ষণ সুবিধা স্থানান্তরসহ স্টেশন বিল্ডিং ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হবে। বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশন মাল্টিমোডাল পরিবহন হাব নির্মাণে স্টেশন ভবন ও সুবিধা পুনঃনির্মাণের জন্য ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হবে। ফৌজদারহাট থেকে চট্টগ্রাম গুডস পোর্ট ইয়ার্ড রেল সংযোগ এবং ইয়ার্ডের উন্নয়ন, ইয়ার্ড থেকে স্থাপন করা হবে বে টার্মিনাল লিংক। মালবাহী লোকোমোটিভ, রিলিফ ট্রেন ও হুইল লেদ কেনা, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে রেল সংযোগকারী অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য করা হবে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও হালনাগাদ। এই কারিগরি প্রকল্পসহ মূল অবকাঠামো বিনিয়োগ প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করতে প্রাথমিকভাবে সম্মতি জানিয়েছে। পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন : বাংলাদেশ রেলওয়ে জানায়, পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

# বৈরী আবহাওয়ায় বাণিজ্যমেলায় ক্রেতা সমাগম কম

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর পূর্বাচলে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে চলছে মাসব্যাপী ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যমেলা। শনিবার (৪ জানুয়ারি) ছুটির দিনে মেলা প্রাঙ্গন ঘুরে দেখা যায় অনেক স্টলের কাজ এখনও চলছে। কিছু স্টলে ক্রেতা আসছেন। তবে আজ ছুটির দিনে বৈরী আবহাওয়ার কারণে এখনও আশানুরূপ ক্রেতা সমাগম হয়নি। ব্যবসায়ীদের মতে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, চলমান মূল্যস্ফীতি, বৈরী আবহাওয়ার কারণে এ বছর এখনও বাণিজ্যমেলা জমে উঠেনি। নতুন বছরের প্রথম দিন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বাণিজ্যমেলা উদ্বোধন করেন। এরপর সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত হয় মেলা। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলা চলছে। শুধু সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা থাকছে রাত ১০টা পর্যন্ত। এবার ফার্নিচার পণ্যকে ২০২৫ সালের 'বর্ষপণ্য' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। হল 'এ' এর ডান দিকে রয়েছে ফার্নিচার এবং বামদিকে রয়েছে ইলেকট্রনিকসের প্যাভিলিয়ন। মেলায় একটু পর পর পণ্য নিয়ে ট্রাক আসছে। কিছু স্টলে এখনও পণ্য ওঠানো হয়নি। তারা ট্রাকে পণ্য এনে এখনো স্টল সাজাচ্ছেন। কেউ আবার বাহারি স্লোগানে ক্রেতা আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। হল 'এ' এর প্রবেশ মুখেই রয়েছে প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের রিগ্যাল ফার্নিচারের প্যাভিলিয়ন। ২-এর পাতায় দেখুন

## কুয়াশার মাঝেও রোদের দেখা রাজধানীতে

**স্টাফ রিপোর্টার :** পৌষের শুরু থেকেই রাজধানীতে সেভাবে শীত আঁচ করা যায়নি। তবে নতুন বছরের প্রথম দিন থেকে শীত বেশি অনুভূত হচ্ছিল। টানা দুদিন পর শনিবার (৪ জানুয়ারি) সকাল ৮টার পর রাজধানীতে সূর্যের দেখা মিলেছে। তবে হালকা কুয়াশাও রয়েছে। এদিকে, রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, নওগাঁ এবং কুষ্টিয়া জেলাসহ রংপুর বিভাগের ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। সেটি আজ সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। শনিবারের পূর্বাভাসে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারা দেশের কোথাও কোথাও দিনের বেলা শীতের অনুভূতি বিরাজ করতে পারে। রবিবারের পূর্বাভাসে বলা হয়, অস্থায়ীভাবে আংশিক ২-এর পাতায় দেখুন

## আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন উদ্বোধন মঙ্গলবার

**স্টাফ রিপোর্টার :** জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারের জন্য সংস্কার করা আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন ও এজলাস কক্ষের উদ্বোধন হতে যাচ্ছে আগামী মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি)। ভবনটির উদ্বোধন করবেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। শনিবার (৪ জানুয়ারি) ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার এস এম মইনুল করিম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারকে উপলক্ষ করে নতুন করে সাজানো হয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। উদ্বোধনের পর নান্দনিক এ ভবনেই চলবে জুলাই-আগস্ট গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারকাজ। উল্লেখ্য, ১৯০৫ সালে 'গভর্নর হাউজ' হিসেবে যাত্রা করা 'পুরাতন হাইকোর্ট ভবন'টি পাকিস্তান আমল থেকে 'ঢাকা হাইকোর্ট' এবং ২০১০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ২-এর পাতায় দেখুন

# নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহনীয় চাপে রাখবে বিএনপি

**স্টাফ রিপোর্টার :** অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে দ্রুততম সময়ে নির্বাচনে জন্য সহনীয় চাপ প্রয়োগ করাই হচ্ছে নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৫ সাল বিএনপির প্রধান লক্ষ্য। পাশাপাশি দল ও অঙ্গ-সংগঠনকে সুসংগঠিত করা এবং রাষ্ট্র সংস্কারে ঘোষিত ৩১ দফা ব্র্যান্ডিংয়ে মনোযোগ দেবে দলটি। বিএনপির নেতারা বলছেন, ২০২৫ সাল বিএনপির বেশি কিছু করা নেই। অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম ও তাদের নীতি কি হয় সেটা পর্যবেক্ষণ রাখা। এক্ষেত্রে সরকার যদি নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করে, সেটার সঙ্গে যুক্ত হবে বিএনপির। আর সরকার যদি নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণা না করে, তাহলে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখে দ্রুত নির্বাচনের দাবিতে সহনীয় চাপ প্রয়োগ করা হবে। তবে, সেক্ষেত্রে সরকার সঙ্গে কোনো দ্বন্দ্বে জড়াবে না দলটি। অর্থাৎ বক্তব্য, বিবৃতি এবং মাঠ পর্যায়ে সভা-সমাবেশ করে বারবার ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচনে দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরা হবে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, আমাদের চাওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশের মানুষ ভোট দিতে চায়। তারা ভোট দিয়ে তাদের নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতায় দেখতে চায়, যে সরকার তাদের (জনগণের) কাছে দায়বদ্ধ থাকবে, তাদের কাছে জবাবদিহি করবে। তিনি আরও বলেন, বিএনপির লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের মালিকানা জনগণের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। সেটার একমাত্র পথ হচ্ছে নির্বাচন। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে আগামী দিনের বাংলাদেশ কোন পথে যাবে বা কীভাবে চলবে। এটার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে, খুন, গুম হয়েছে। এরআগে নির্বাচনের দাবিতে সরকারের ওপর চাপ তৈরিতে বিএনপির কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নামবে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু বলেছিলেন, আমরা ২-এর পাতায় দেখুন

## উত্তরা ও তুরাগ নদী সংলগ্ন এলাকায় সভা-সমাবেশের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিশ্ব ইজতেমার ময়দান দখল করা নিয়ে মাওলানা সাদ ও জুবায়েরপন্থীদের সংঘর্ষের ঘটনার পর উত্তরা ও তুরাগ নদী সংলগ্ন এলাকায় সভা-সমাবেশের ওপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। গণবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমান পরিস্থিত বিবেচনা পূর্বক গত বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) দুপুর ২টা থেকে কামরপাড়া, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা সেক্টর ১০ এবং তৎসংলগ্ন তুরাগ নদীর দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ ইত্যাদি সংক্রান্তে জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা শুক্রবার (৩ জানুয়ারি) থেকে প্রত্যাহার করা হলো। এর ২-এর পাতায় দেখুন

## ফের নতুন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ফের নতুন এক ভাইরাসের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে চীনে। পাঁচ বছর আগে বৈশ্বিক আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কোভিডের প্রকোপের পর চীনের এই নতুন ভাইরাসের নাম দেওয়া হয়েছে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)। উল্লেখ্য, কোভিড-পরবর্তীতে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদল করে একাধিক ভাইরাস হানা দিলেও সেগুলো বৈশ্বিক মহামারির কারণ হয় নি। তবে, নতুন এই ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে ধাবিত হয়, সে সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে আগাম কোনও মন্তব্য বা সতর্কতা এখনই পাওয়া যায় নি। আন্তর্জাতিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স নতুন বছরের শুরুতে এই নতুন ভাইরাসের খবর সর্বপ্রথম সামনে আনে। কোভিডের মতো এইচএমপিভিও হাঁচি-কাশির মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যক্তির থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। রোগীর ব্যবহৃত জিনিসের সংস্পর্শে এলেও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সর্দি, জ্বর, নাকবন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়। চীনে সম্প্রতি শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর এই নতুন ভাইরাস এইচএমপিভি'র ২-এর পাতায় দেখুন

## দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদসহ যেসব প্রস্তাবনা দিতে যাচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন

**স্টাফ রিপোর্টার :** ১৯৭২ সালের সংবিধানে প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ১৭ বার পরিবর্তন করে একদলীয় ব্যবস্থা কিংবা সমরিক শাসনকে বৈধতা দিতে ব্যবহার করা হয়েছে সংবিধানকে। এসব ঠেকাতে নানা প্রস্তাবনা দিতে যাচ্ছে সংবিধান সংস্কার কমিশন। জানুয়ারির মাঝামাঝিতে প্রধান উপদেষ্টার কাছে এসব প্রস্তাবনা জমা দেবে ড. আলী রীয়াজের নেতৃত্বাধীন কমিশন। সংবিধান বিষয়ে ৫৪ হাজার মতামত ও ১২০টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে যেসব সুপারিশ করবে সেগুলো হচ্ছে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনা, টানা দুইবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না, প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান এক ব্যক্তি হবেন না, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে পরিবর্তন আনা, ডেপুটি স্পিকার বিরোধী দল থেকে নেওয়ার বিধান, ২-এর পাতায় দেখুন

শনিবার দুপুরে ঢাকার কাকরাইল মসজিদ প্রাঙ্গণে সংবাদ সম্মেলন খেলাফত মজলিসের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বলেছেন, আগামী ৩১ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়ে বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হবে।

## রাজধানীতে বাসা থেকে স্বর্ণ লুট: ৩২ ভরি উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর মোহাম্মাদপুরের আদাবরে একটি বাসার লকার ভেঙে ৪৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুট হয়। লুট হওয়া এসব স্বর্ণালংকারের মধ্যে ৩২ ভরি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারা হলো- মাহিন ও রেহান। গতকাল শনিবার আদাবর থানার ওসি এস এম জাকারিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গত শুক্রবার দিবাগত রাতে আদাবর ১৬ নম্বর রোডের একটি বাসার লকার ভেঙে ৪৫ ভরি স্বর্ণালংকার লুট হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেন। ওসি আরও জানান, মামলার পর থানা পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ জড়িত দুই জনকে গ্রেপ্তার করে। লুট হওয়া ৪৫ ভরি স্বর্ণালংকারের মধ্যে ৩২ ভরি উদ্ধার করা হয়েছে। বাকি স্বর্ণালংকার উদ্ধারে চেষ্টা চলছে বলেও জানান তিনি।

# সারা দেশে প্লাস্টিক বর্জ্যে নদ-নদীর বেহাল দশা

**স্টাফ রিপোর্টার :** নদীতে কী পরিমাণ প্লাস্টিক যাচ্ছে তার অন্যতম পরিমাপক হলো প্রতি কেজি পানিতে কী পরিমাণ মাইক্রোপ্লাস্টিকের (এমপি) কণা রয়েছে। চীনের ইয়ং চিঙ নদীর প্রতি ঘনমিটার পানিতে ৮০২টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। আর ইউরোপের দেশ পর্তুগালের অন্তুয়া নদীতে এর মাত্রা ৫৮ থেকে ১৯৭টি। অথচ বাংলাদেশের টঙ্গী খালের প্রতি ঘনমিটার পানিতে ৬০ হাজারের বেশি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে। রাজধানীর নদী ও জলাশয়গুলোয় কী পরিমাণ প্লাস্টিক কণা রয়েছে তার একটি ধারণা পাওয়া যায় বিশ্বখ্যাত গবেষণা জার্নাল এলসেভিয়ারের এক প্রবন্ধে। 'বাংলাদেশের ঢাকা শহরের হ্রদ এবং আশপাশের নদীতে মাইক্রোপ্লাস্টিকদূষণের ঝুঁকি মূল্যায়ন' শীর্ষক ওই গবেষণা প্রবন্ধে উঠে এসেছে ভয়ংকর সব তথ্য। ওই গবেষণায় ১৯টি স্থান থেকে পানি ও পলির তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে তুরাগ নদ, বুড়িগঙ্গা নদী, শীতলক্ষ্যা নদী, বালু নদ, ডেমরা খাল, টঙ্গী খাল ছাড়াও হাতিরঝিল, ধানমণ্ডি ও গুলশান লেক। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক কণা রয়েছে টঙ্গী খালের পানিতে। এরপর বালু নদ, বুড়িগঙ্গা নদী ও ধানমণ্ডি লেকের পানিতে। শহরের জলাশয়গুলোয় প্রতি ঘনমিটার পানিতে গড়ে ৩৬ হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে, যা বিশ্বের অনেক নদীর চেয়ে বহুগুণ বেশি। বিশ্বে যেসব দেশের নদীতে প্লাস্টিকদূষণ সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভারত, সার্বিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ। তবে বাংলাদেশের শহর এলাকার নদীগুলোর তুলনায় গ্রামীণ এলাকার নদীর পানিতে কিছুটা কম প্লাস্টিকের দূষণ রয়েছে। দিনাজপুরের গ্রামাঞ্চল ঘেঁষে যাওয়া আত্রাই ও করতোয়া নদীতে মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার পরিমাণ যেখানে ১০০ থেকে ১৫০টি, সেখানে এই দুই নদী যখন কোনো শহর ঘেঁষে বয়ে গেছে তখন মাইক্রোপ্লাস্টিক কণার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩০০ থেকে ৪০০।

আর রাজধানীর নদী ও লেকে গড়ে পাওয়া গেছে ৩৬ হাজার মাইক্রোপ্লাস্টিকের কণা। এই হিসাবে গ্রামীণ এলাকার নদীর তুলনায় শহর এলাকার নদীতে শতগুণ বেশি প্লাস্টিক ও পলিথিনের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ কারণে এনভায়রনমেন্টাল পারফরম্যান্স ইনডেক্স (ইপিআই) সূচকে ১৮০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৭৭তম। বৈশ্বিক প্লাস্টিকদূষণের প্রায় আড়াই শতাংশ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে। বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ১০ মিলিয়ন টন পলিথিন প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে। যদিও এসব প্লাস্টিকের মাত্র ৩৭ শতাংশ রিসাইক্লিং করা সম্ভব হচ্ছে। নদীর পানিতে যেসব মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা পাওয়া গেছে সেগুলোতে নানা ধরনের এবং নানা মানের পলিথিন ও প্লাস্টিক কণা রয়েছে। এর মধ্যে পলিপ্রপিলিন (পিপি), পলিস্টাইরিন (পিএস), নাইলন (এনওয়াই), নিম্ন ঘনত্বের পলিথিন (এলডিপিই), ইথিলিন-ভিনাইল অ্যাসিটেট (ইভিএ), অ্যাক্রিলোনিট্রাইল বিউটাডাইন স্টাইরিন ৭-এর পাতায় দেখুন

## ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু হচ্ছে 'জনতার বাজার'

**স্টাফ রিপোর্টার :** নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের বাজারমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ এবং জনজীবনে স্বস্তি আনয়নের লক্ষ্যে ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে 'জনতার বাজার' নামে ন্যায্যমূল্যের বাজার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গতকাল শনিবার মোহাম্মদপুর বেড়িবাঁধ এলাকার জাকের ডেইরি ফার্ম সংলগ্ন সরকারি মাঠে এ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভায় ওই ঘোষণা দেন ঢাকার জেলা প্রশাসক তানভীর আহাম্মেদ। তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথম দিন থেকেই সরাসরি কৃষক ও ভোক্তাদের সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি বিশেষ বাজার চালু করা হবে। এ বাজারে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও সবজিসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সাশ্রয়ী মূল্যে সরবরাহ করা হবে। এ উদ্যোগের লক্ষ্য সম্পর্কে জেলা প্রশাসক বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের প্রভাব এড়িয়ে কৃষক ও ভোক্তাদের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা। এতে পণ্যের দামও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমরা প্রাথমিকভাবে ঢাকার ছয়টি স্থানে এ ধরনের বাজার চিহ্নিত ২-এর পাতায় দেখুন

# গাজায় দুদিনে ইসরায়েলি হামলায় ১৫০ ফিলিস্তিনি নিহত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় গত দুদিনে ইসরায়েলি বাহিনীর বিমান হামলায় কমপক্ষে ১৫০ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। সেখানে আরও তীব্র হামলা চালানো হচ্ছে। গত শুক্রবার কমপক্ষে ৭৩ ফিলিস্তিনি এবং বৃহস্পতিবার আরও ৭৭ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রধান ভলকার তুর্ক বলেছেন, গাজার ২৭টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ১৩৬টি ইসরায়েলি হামলা রেকর্ড করা হয়েছে। এর ফলে সেখানে ধ্বংসস্তূপ তৈরি হয়েছে এবং বহু মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। এর আগে গাজার খান ইউনুসের কাছে আল-মাওয়াসি নামক এক তথাকথিত 'মানবিক অঞ্চল'-এ ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে ইউনিসেফ। নিহতদের মধ্যে তিনজন ছেলে ও দুইজন মেয়ে ছিল। তাদের বয়স সাত থেকে ১৩ বছরের মধ্যে। এই ঘটনায় আরও অনেকে আহত হয়েছেন। এক বিবৃতিতে ইউনিসেফ বলেছে, শিশুদের জন্য এখন কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়-না বোমা থেকে, না ঠান্ডা, রোগ বা ক্ষুধা থেকে। এই ধ্বংসযজ্ঞ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। গত বছরের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলের সীমান্তে প্রবেশ করে হামলা চালায় ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপরেই গাজায় পাল্টা আক্রমণ চালায় ইসরায়েল। এক ২-এর পাতায় দেখুন

## প্রশিক্ষণের জন্য ভারত যাচ্ছেন আরও ৫০ বিচারক

**স্টাফ রিপোর্টার :** ভারতের ভূপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি এবং স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য অধস্তন আদালতের ৫০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের প্রেক্ষিতে এ অনুমতি দেয় আইন মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণের জন্য সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। এসব বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা আগামী ১০ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রশিক্ষণে অংশ নেবেন। সম্প্রতি এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের প্রেক্ষিতে আগামী ১০ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমি ভূপাল এবং একটি স্টেট জুডিসিয়াল একাডেমিতে অনুষ্ঠিতব্য প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়ার জন্য বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের ৫০ জন ২-এর পাতায় দেখুন

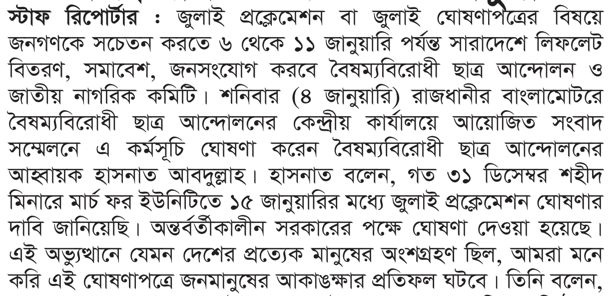

## 'জুলাই ঘোষণাপত্র' নিয়ে দেশব্যাপী জনসংযোগ ৬ থেকে ১১ জানুয়ারি

**স্টাফ রিপোর্টার :** জুলাই প্রক্লেমেশন বা জুলাই ঘোষণাপত্রের বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে ৬ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে লিফলেট বিতরণ, সমাবেশ, জনসংযোগ করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। শনিবার (৪ জানুয়ারি) রাজধানীর বাংলামোটরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। হাসনাত বলেন, গত ৩১ ডিসেম্বর শহীদ মিনারে মার্চ ফর ইউনিটিতে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জুলাই প্রক্লেমেশন ঘোষণার দাবি জানিয়েছি। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই অভ্যুত্থানে যেমন দেশের প্রত্যেক মানুষের অংশগ্রহণ ছিল, আমরা মনে করি এই ঘোষণাপত্রে জনমানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফল ঘটবে। তিনি বলেন, আমরা মানুষের কাছে ছুটে যেতে চাই। দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পেশাজীবী মানুষের মাঝে জনসংযোগ চালাবো। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি যৌথভাবে এই কাজটি করবে। হাসনাত বলেন, সরকার ঘোষণাপত্র নিয়ে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেয়নি। অভ্যুত্থানে সব অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা প্রয়োজন। আমাদের আহ্বান থাকবে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকার শিগগির কাজ শুরু করবে ২-এর পাতায় দেখুন

## রমজানকে সামনে রেখে ঢাকার ১০০ পয়েন্টে ন্যায্যমূল্যে ডিম-মুরগি বেচবে বিপিএ

**স্টাফ রিপোর্টার :** সদ্য বিদায়ী বছরের বেশিরভাগ সময়েই অস্থিতিশীল ছিল ডিমের বাজার। ডজন প্রতি ডিমের দাম উঠে গিয়েছিল ১৮০ টাকা। দাম বেঁধে দেওয়ার পরও নিয়ন্ত্রণে আসেনি বাজার। তবে নভেম্বরে ১৮ কোটি ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হলে বাজার কিছুটা স্থিতিশীল হয়। নতুন বছরের শুরুতেই আবারও ডজনে পাঁচ টাকা বেড়েছে ডিমের দাম। বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দামও। এমন পরিস্থিতিতে রমজানকে সামনে রেখে ঢাকার ১০০টি পয়েন্টে ন্যায্যমূল্যে ডিম, মুরগি ও কৃষিজাত পণ্য বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএ)। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান বিপিএর সভাপতি সুমন হাওলাদার। তিনি বলেন, আসন্ন রমজান উপলক্ষে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে ঢাকা শহরের ২০ পয়েন্টে এবং পরবর্তী সময়ে পর্যায়ক্রমে ১০০ পয়েন্টে সীমিত ২-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক
# মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা রবিবার ॥ ০৫ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২১ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

# সবজির দামে স্বস্তি ফিরলেও মাছের দাম চড়া

**স্টাফ রিপোর্টার :** সবজির দামে স্বস্তি ফিরলেও বাজারে এখনো মাছের দাম চড়া। দুইশ টাকার নিচে নেই কোনো মাছ। সর্বনিম্ন ২০০ টাকা কেজি বিক্রি হচ্ছে পাঙাশ আর তেলাপিয়া। তবে ইলিশের দাম বাড়তি। ৮০০ থেকে শুরু করে ৩ হাজার টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ। শনিবার (৪ জানুয়ারি) রাজধানীর কারওয়ান বাজার, ধানমন্ডি ১৫ নম্বর, রায়ের রাজার ও মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারে ঘুরে এমন চিত্র দেখা যায়। রাজধানীর মাছের বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাছ রয়েছে। সকালে ক্রেতাদের মাছ কিনতে দেখা যায়। কেউ কিনছেন পাঙাশ, কেউ কিনছেন তেলাপিয়া, আবার কেউ কিনছেন ইলিশ। নিজেদের সাধ্য অনুযায়ী সবাইকে তাদের পছন্দের মাছ কিনতে দেখা গেছে। তবে বাজারে সবজির দাম কম হলেও মাছের বাজার অনেকটাই চড়া বলে মনে করছেন ক্রেতারা। বাজার ঘুরে দেখা যায়, পাঙাশ মাছ কেজি ২০০ থেকে ২২০ টাকা করে বিক্রি হচ্ছে। কৈ ২০০ থেকে ২৫০ টাকা, শিং মাছ ৪০০-৪৫০ টাকা, দেশি মাগুর ৮০০ টাকা, বাইম ৮০০ টাকা, রুই মাছ আকৃতি ভেদে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা, বড় কাতল মাছ ৪৫০ টাকা, ছোট কাতল ২৫০ টাকা, কার্প মাছ ২৮০ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে। পাবদা মাছ কেজি ৩০০ টাকা, চিংড়ি ৬০০ থেকে আকার ভেদে ৮০০ টাকা, মলা মাছ ৩৫০ টাকা এবং শোল ৮০০ থেকে ৯০০ টাকা কেজি, টেংরা কেজি ৬০০ টাকা। এদিকে সপ্তাহের ব্যবধানে কেজিতে ২০০-৩০০ টাকা পর্যন্ত বেড়ে এক কেজি ওজনের ইলিশ বিক্রি হচ্ছে ২৪০০ টাকায়। এছাড়া দেড় কেজি ওজনের ইলিশ ৩ হাজার টাকা, ৮০০-৯০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ২০০০ টাকা, আর ৫০০-৬০০ গ্রাম ওজনের ইলিশ ১২০০ টাকা ও ৩০০-৪০০ গ্রাম ওজনের ২-এর পাতায় দেখুন

## বিভিন্ন শ্রেণির নতুন পাঠ্যবইয়ে যেসব পরিবর্তন

**স্টাফ রিপোর্টার :** ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের পরিমার্জিত পাঠ্যবইয়ে বাদ পড়েছে বেশ কয়েকটি গল্প-কবিতা। আর নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে গল্প-কবিতার পাশাপাশি ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থান। অভ্যুত্থান নিয়ে লেখায় স্থান পেয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশত্যাগের কথা। গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ আবু সাইদ ও মুগ্ধ। বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যবই থেকে বাদ পড়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কয়েকটি লেখা। নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের 'আমাদের গৌরব গাঁথা' নামে নতুন গদ্যে যুক্ত করা হয়েছে ২০২৪ সালের ছাত্র আন্দোলন নিয়ে লেখা। এই লেখায় গণভবন দখল এবং শেখ হাসিনার দেশত্যাগের ঘটনা তুলে ধরা হয়। এই লেখায় উল্লেখ আছে‍'সেদিন ৫ই আগস্ট ২০২৪-৩৬শে জুলাই। বাংলাদেশের ক্যালেন্ডার জুলাইতে থেমে গেছে। শুধু দেশ নয় সারা দুনিয়ার মানুষ তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের দিকে। আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতা এক দফা দাবি পেশ করেছে।' এতে আরও উল্লেখ করা হয়, 'সারা দেশ থেকে মানুষ ঢাকায় ছুটছে। ঘেরাও করবে গণভবন। মূলোৎপাটন করবে শাসনক্ষমতা আঁকড়ে থাকা ফ্যাসিবাদী শাসককে। কারফিউ উপেক্ষা করে ঢাকার উত্তরার পথে মানুষের দেখা মিলল। যাত্রাবাড়ীর দিকে মানুষ জড়ো হতে থাকল ধীরে ধীরে। নামল মানুষের ঢল। জনতা গণভবনে পৌঁছে যায় দুপুর নাগাদ। পতন অত্যাসন্ন টের পেয়ে স্বৈরাচার সরকারপ্রধান পালিয়ে যান দেশ ছেড়ে।

নবম ও দশম শ্রেণি: নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্য বইয়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

## আগামী নির্বাচন নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরির নির্বাচন: সাকি

**স্টাফ রিপোর্টার :** আগামী নির্বাচন একটি নতুন গণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরির নির্বাচন হবে বলে মন্তব্য করেছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। তিনি বলেন, সংবিধানসহ মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত করতে হলে নির্বাচন লাগবে। আগামী সংসদে কী কী মৌলিক পরিবর্তন হবে, সেগুলো আমাদের আলোচনা করতে হবে। শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের অডিটোরিয়ামে 'নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে' শীর্ষক গণসংলাপে তিনি এসব কথা বলেন। সংলাপের আয়োজন করে গণসংহতি আন্দোলন ঢাকা মহানগর উত্তর-দক্ষিণ। গণসংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জোনায়েদ সাকি বলেন, আগামী নির্বাচন হবে নতুন গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বন্দোবস্ত তৈরির নির্বাচন। কাজেই সেই নির্বাচনের জন্য সংস্কার হতে হবে। সংস্কার সভা তৈরির জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্য তৈরি করতে হবে। আমরা দেশের জনগণকে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাই। তিনি আরও বলেন, অভ্যুত্থানে আহত যোদ্ধাদের অবিলম্বে চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে, সরকারকে শহীদ পরিবারের দায়িত্ব নিতে হবে ও শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে হবে। একই সাথে বলব, মানুষ দ্রব্যমূল্যে নাকাল। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নানাভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নানাভাবে অবনতি হচ্ছে। কোনো আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মানুষের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, সেই জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। জোনায়েদ সাকি বলেন, একাত্তরে আমাদের পূর্ব প্রজন্ম যে স্বপ্ন দেখেছিল, সেই স্বপ্ন প্রতিষ্ঠা করেছে তরুণরা। আজ একাত্তরের স্বপ্নের ধারাবাহিকতায় তরুণরা চব্বিশের বাস্তবায়ন করেছে। '২৪ সালকে হাজির করা হচ্ছে '৭১ সালের বিপরীতে। একাত্তরে রক্ত দিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। ২৪ সালে একাত্তরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

একাত্তরের ধারাবাহিকতা চলছে, তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ চলবে। গণসংলাপে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাহী সমন্বয়কারী আবুল হাসান রুবেল, রাজনৈতিক পরিষদ সদস্য তাসলিমা আখতার, দেওয়ান আবদুর রশিদ নিলু, হাসান মারুফ রুমী, মনির উদ্দীন পাপ্পু, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বাচ্চু ভূইয়া, দীপক রায়, তরিকুল সুজন, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক মনিরুল হুদা বাবন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আহ্বায়ক আলিফ দেওয়ান, উত্তরের সদস্য সচিব মাহবুব রতন, দক্ষিণের সদস্য সচিব সেলিমুজ্জামানসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

## দেশের অর্থনীতি ধ্বংস করেছে হাসিনা ও তার পরিবার: জামায়াত আমির

**কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :** বাংলাদেশ জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, শেখ হাসিনা সরকার ও তার আত্মীয় স্বজন মিলে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করেছে। ব্যাংকের টাকা লোপাট করেছে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে শেষ করে দিয়েছে। মানবিক দেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই করতে হবে। শনিবার (০৪ জানুয়ারি) সকালে কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে জামায়াতের কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবুল হাশেমের সভাপতিত্বে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান এ সময় বলেন, দেশের আপামর জনগণের জনপ্রিয় ইসলামী ব্যাংক ধ্বংস করেছে শেখ হাসিনা পরিবার। ডাকাত এস আলমকে লেলিয়ে দিয়ে পরিবার মিলে টাকা লোপাট করেছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রকল্প থেকে নিজ দলের ঠিকাদার নিয়োগ করে আমি আর মামু মিলে দেশটাকে পুটলা করেছে হাসিনা পরিবার। এ সময় দুর্নীতির দায়ে শেখ হাসিনার বোনের মেয়েকে লন্ডনে দুর্নীতি দমন কমিশন জিজ্ঞাসাবাদ করছে বলেও জানান তিনি। কর্মী সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা ছাড়াও জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে কয়েক হাজার নেতাকর্মী অংশ নেন।

## বিগত তিন নির্বাচনের অনিয়ম ত্রুটি খুঁজে বের করবে ইসি

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিগত তিন নির্বাচনের অনিয়ম ও ত্রুটি খুঁজে বের করতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এজন্য মাঠ কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন দিতে বলেছে সংস্থাটি। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১০ আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে কারণ খুঁজে বের করে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে দেশের ইতিহাসে ব্যাপক বিতর্কিত নির্বাচন হিসেবে মনে করা হয়। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো অংশ না নেওয়ায় একতরফা ভোট হয়, যে নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ১৫৩ জন নির্বাচিত হন। নির্বাচনী ইতিহাসে যা বিরল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে সবগুলো দল অংশ নিলেও রাতের ভোট বলে অভিহিত করা হয়। ওই নির্বাচনে বিএনপি ও শরিকরা সাতটি আসন পায়, যা নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগের সন্দেহকে দৃঢ় করে তোলে। এ ছাড়া দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোকে বাইরে রেখে আওয়ামী লীগের ডামি প্রার্থীদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখানো হয়। এতে টানা চারবারের মতো ক্ষমতায় আসে দলটি। অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন সংস্কারের পর এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন কমিশন গঠন হলে বিভিন্ন মহল থেকে ওই তিন নির্বাচনে অনিয়মের কারণ খুঁজে বের করার দাবি ওঠে। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সঙ্গে সংলাপে বসেও সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তা খুঁজে বের করার দাবি তোলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনসহ অন্য নির্বাচন কমিশনাররা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে তারই ধারাবাকিতায় কর্মকর্তাদের ওই নির্দেশনা দেন। এরপর লিখিত নির্দেশনায় বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আঞ্চলিক কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেন সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন। এতে উল্লেখ করা হয়, ৭-এর পাতায় দেখুন

## দেশীয় অস্ত্রসহ ২ পেশাদার ছিনতাইকারী গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর দারুস সালাম এলাকা থেকে দেশীয় অস্ত্রসহ দুই পেশাদার ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তাররা হলেন- মো. সিদ্দিকুর রহমান (৩৫) ও মো. মনির হোসেন (৪০)। গতকাল শনিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর আগে গত শুক্রবার দারুস সালাম টাওয়ারের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে একটি সুইচ গিয়ার চাকু ও একটি প্লাস্টিকের বাটযুক্ত চাকু উদ্ধার করা হয়। দারুস সালাম থানা সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দারুস সালাম টাওয়ারের সামনে অভিযান পরিচালনা করে ছিনতাইয়ের প্রস্তুতিকালে চাকুসহ ওই দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেপ্তার করে থানার একটি টিম। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে ডিএমপির দারুস সালাম থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেপ্তারদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে থানা সূত্রে আরও জানা যায়, তারা সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্রের সক্রিয় ৭-এর পাতায় দেখুন

## কনকনের শীতের মাঝেই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির আভাস

**স্টাফ রিপোর্টার :** কনকনের শীতের মাঝেই গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির আভাস দেখছে আবহাওয়া অফিস। এ সময় কমবে রাত ও দিনের তাপমাত্রা। শনিবার (৪ জানুয়ারি) এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, বর্ধিত পাঁচদিনের আবহাওয়ার শুরুর দিকে দেশের উত্তরাংশে হালকা বৃষ্টি ও গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হতে পারে। এ সময়ের শেষের দিকে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পারে। তিনি জানান, বর্তমানে উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তরপূর্ব বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ অবস্থায় রোববার (৫ জানুয়ারি) সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও ৭-এর পাতায় দেখুন

## স্টেডিয়ামের গেট থেকে ৫০ চোরাই মোবাইলসহ গ্রেপ্তার ২

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর পল্টন মডেল থানার গুলিস্তানের জাতীয় স্টেডিয়ামের গেটে অভিযান চালিয়ে ৫০টি চোরাই মোবাইল ফোনসেটসহ চোর চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে পল্টন মডেল থানাধীন জাতীয় স্টেডিয়ামের ১ নম্বর গেটের দক্ষিণ পাশের ফুটপাত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পল্টন মডেল থানা সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি জানান, গ্রেপ্তাররা হলেন,মো. নাদিম (৩৫) ও মো. সুজন প্রকাশ বাবু (২৪)। এ সময় তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ৫০ টি পুরাতন মোবাইল ফোন সেট উদ্ধার করা হয়। আসামিরা মোবাইল ছিনতাই, চুরি ও চোরাই মোবাইল ফোন বেচা-কেনা চক্রের সক্রিয় সদস্য। এ ঘটনায় তাদের বিরুদ্ধে পল্টন মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের ৭-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম আনোয়ারা পার্কটি সমুদ্র সৈকত সংলগ্ন এলাকায় গত একমাসে আড়াই কিলোমিটার স্থানজুড়ে ঝাউবনের ৫০ হাজার গাছ কেটে সাবাড় করে সংবদ্ধ চক্র।

## ঢাবির চারুকলা ইউনিটের ভর্তিপরীক্ষা অনুষ্ঠিত

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে চারুকলা ইউনিটের আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামে ভর্তিপরীক্ষা (সাধারণ জ্ঞান ও অঙ্কন) অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে মোট ১৩০টি আসনের বিপরীতে ৬ হাজার ৯৩জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান চারুকলা অনুষদ পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, চারুকলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন ৭-এর পাতায় দেখুন

## পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে ৫ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে (২৯ ডিসেম্বর, ২০২৪ থেকে ২ জানুয়ারি, ২০২৫) সূচকের উত্থানের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এ সময়ে ডিএসইতে টাকার পরিমাণে লেনদেন বেড়লেও সিএসইতে কমেছে। একই সঙ্গে বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসই ও সিএসইতে বাজার মূলধন বেড়েছে ৫ হাজার ৭৮০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা। শনিবার (৪ জানুয়ারি) ডিএসই ও সিএসইর সাপ্তাহিক বাজার পর্যালোচনা সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স ১৫.১৭ পয়েন্ট বা ০.২৯ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১৯৯ পয়েন্টে। অপর সূচকগুলোর মধ্যে ডিএসই-৩০ সূচক ৩.৬৯ পয়েন্ট বা ০.১৯ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ৯৩০ ৭-এর পাতায় দেখুন

## আ. লীগ নেতাকে ছাড়িয়ে নিতে থানার সামনে জামায়াতের বিক্ষোভ

**গাজীপুর প্রতিনিধি :** গাজীপুর সদর উপজেলায় আটকের পর আওয়ামী লীগের এক নেতাকে থানা থেকে ছাড়িয়ে নিতে বিক্ষোভ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা। গত শুক্রবার রাত ৮টার পর জেলার জয়দেবপুর থানার সামনে বিক্ষোভ করেন তারা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল শিকদারকে (৩৮) গত শুক্রবার আটক করে পুলিশ। এর পরপরই জামায়াতে ইসলামীর শতাধিক নেতাকর্মী থানার মূল ফটকের সামনে অবস্থান নেন। থানা ঘেরাও করে তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন। তবে থানা ঘেরাওয়ের কথা অস্বীকার করেন পুলিশ ও জামায়াতের নেতারা। সদর ৭-এর পাতায় দেখুন

## নারায়ণগঞ্জে গণপিটুনিতে ডাকাত নিহত

**নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি :** নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে গণপিটুনিতে মুকুল (৪৫) নামে এক আন্তঃজেলা ডাকাত দলের সদস্য নিহত হয়েছেন। গত শুক্রবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের জোগারদিয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, গত শুক্রবার মধ্যরাতে সংঘবদ্ধ একটি ডাকাত দল জোগারদিয়া চকে স্থানীয় এক সেচ পাম্পের ড্রেনের ওপর বসে ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। টের পেয়ে আশপাশ থেকে চারশ' থেকে পাঁচশ' স্থানীয় লোকজন বের ডাকাত দলকে ঘেরাও দেয়। ৭ থেকে ৮ জন ডাকাত পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ডাকাত মুকুলকে ধরে ফেলে এলাকাবাসী। পরে সেখানে বিক্ষুব্ধ জনতা তাকে গণপিটুনি দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। পরে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতাল ৭-এর পাতায় দেখুন

## ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৮৫৪৩: যাত্রী কল্যাণ সমিতি

**স্টাফ রিপোর্টার :** বিগত ২০২৪ সালে ৬৩৫৯টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৮৫৪৩ জন নিহত ও ১২৬০৮ জন আহত হয়েছে। এবং রেলপথে ৪৯৭টি দুর্ঘটনায় ৫১২ জন নিহত ও ৩১৫ জন আহত হয়েছে। এছাড়া নৌ-পথে ১১৮টি দুর্ঘটনায় ১৮২ জন নিহত, ২৬৭ জন আহত এবং ১৫৫ জন নিখোঁজ রয়েছে। গতকাল শনিবার সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী এই প্রতিবেদন তুলে ধরেন। এতে জানানো হয়, ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে সড়কে দুর্ঘটনা ১.৫৪ শতাংশ, নিহত ৭.৫০ শতাংশ এবং আহত ১৭.৭৩ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিবেদনে আরও তুলে ধরা হয়, এ বছর ২৩২৯টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় ২৫৭০ জন নিহত ও ৩১৫১ জন আহত হয়েছে। যা মোট দুর্ঘটনার ৩৬.৬২ শতাংশ, নিহতের ৩০.০৮ শতাংশ ও আহতের ২৪.৯৯ শতাংশ। সড়ক, রেল ও নৌ-পথে সর্বমোট ৬৯৭৪টি দুর্ঘটনায় ৯২৩৭ জন নিহত এবং ১৩১৯০ জন আহত হয়েছে। প্রতিবেদনে গত বছরের সংগঠিত দুর্ঘটনায় সর্বমোট ৯৭১৭টি যানবাহনের পরিচয় তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে ১৩.৪৫ শতাংশ বাস, ২৩.৩৩ শতাংশ ট্রাক-পিকাপ-কাভার্ডভ্যান ও লরি, ৬.২১ শতাংশ কার-জিপ-মাইক্রোবাস, ৫.৫৭ শতাংশ ৭-এর পাতায় দেখুন

## ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে ৩১৬৪ মামলা

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনে গত দুদিনে ৩ হাজার ১৬৪টি মামলা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) ট্রাফিক বিভাগ। গতকাল শনিবার বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত বৃহস্পতিবার ও গত শুক্রবার ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযানে এসব মামলা করা হয়। এছাড়া অভিযানে ৫৮টি গাড়ি ডাম্পিং ও ৮৭টি গাড়ি রেকার করা হয়েছে। ঢাকা মহানগর এলাকায় ট্রাফিক শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

## নতুন পেঁয়াজের কেজি ৩৫ টাকা চাষির মাথায় হাত

**মেহেরপুর প্রতিনিধি :** জ্বালানি তেল, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও কৃষি শ্রমিকের দাম বেড়েছে। সে অনুপাতে দাম বাড়েনি কৃষকের উৎপাদিত পেঁয়াজের। হঠাৎ পেঁয়াজের দামপতনে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন জেলার কৃষক। বর্তমানে মেহেরপুরের বাজারগুলোতে নতুন পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫ টাকা কেজি দরে। গত কয়েক বছর ধরে পেঁয়াজের দাম ভালো পাওয়ায় এ বছর মেহেরপুরের প্রান্তিক কৃষকেরা গত এক যুগের মধ্যে এ প্রথম লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুণ পেঁয়াজ চাষ করেছেন। নতুন পেঁয়াজ ওঠার পর জেলার বাজারগুলোতে দাম অর্ধেকের নিচে নেমে এসেছে। ফলে, নায্যমূল্যে না পাওয়ায় আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন ৭-এর পাতায় দেখুন

## রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ১৩

**স্টাফ রিপোর্টার :** রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য বহন ও সেবনের অপরাধে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)। গত শুক্রবার সকাল ছয়টা থেকে গতকাল শনিবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হয়। ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা মাদক বিরোধী অভিযানে ১৩ জনকে গ্রেপ্তার হয়েছে। এসময় সময় তাদের কাছ থেকে ২০ কেজি ৮৫০ গ্রাম গাঁজা, ১২৭ পিস ইয়াবা ও ২.৫৬ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। আসামিদের বিরুদ্ধে ১১ টি মামলা হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার সকাল ৬টা থেকে গত শুক্রবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় এ অভিযান চালিয়ে ১৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে ২০ কেজি ৪৯০ গ্রাম গাঁজা ও ৬০ পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত ৭-এর পাতায় দেখুন

**সম্পাদক ও প্রকাশক :** মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
**ফোন :** ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

## রমজানকে সামনে রেখে ঢাকার ১০০

লাভে ডিম, ফ্রোজেন মুরগি এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য ন্যায্যমূল্যে বিক্রির কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে। এছাড়া বিপিএ'র সাপ্লাই চেইনে যুক্ত হবে দক্ষ যুবক ও উদ্যোক্তা। যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কিছু সংখ্যক স্মার্ট ছাত্র যারা কৃষি খাত এবং ভোক্তা-উৎপাদনকের স্বার্থ নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। তাদের দক্ষতা এবং উদ্যমের মাধ্যমে এই উদ্যোগটি আরও কার্যকরী হবে, যা দেশের কৃষি খাতের উন্নতি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে। অভিযোগ করে বিপিএর সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, বছরে করপোরেট কোম্পানিগুলো ফিড ও মুরগির বাচ্চা বিক্রি করে প্রায় ৬ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত মুনাফা করছে। তাদের হাতে বাজারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় কমছে না ডিম-মুরগির দাম। ভাঙা যাচ্ছে না সিন্ডিকেট। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববাজারে ফিডের দাম কমলেও দেশের বাজারে না কমায় মুরগির দামে প্রভাব পড়ছে। সরকারের নীতিনির্ধারণী বৈঠকে প্রান্তিক খামারিদের রাখার আহ্বান জানাচ্ছি। খামারিদের হাতে সাশ্রয়ী মূল্যে ফিড ও মুরগির বাচ্চার সরবরাহ নিশ্চিত করারও দাবি জানান সুমন হাওলাদার। সংবাদ সম্মেলনে সিন্ডিকেটের হাত থেকে প্রান্তিক খামারিদের টিকিয়ে রাখতে সরকারের কাছে ১০ দফা দাবি তুলে ধরা হয়।

## 'জুলাই ঘোষণাপত্র' নিয়ে দেশব্যাপী

। আমরা চাই, সরকারকে আমরা সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদ সরকার সব মানুষের টুটি চেপে ধরেছিল। আমরা প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের কাছে ছুটে যেতে চাই। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারীও উপস্থিত হন।

## গাজায় দুদিনে ইসরায়েলি হামলায়

বছরের বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৪৫ হাজার ৬৫৮ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছে আরও ১ লাখ ৮ হাজার ৫৮৩ জন।

## প্রশিক্ষণের জন্য ভারত যাচ্ছেন আরও

বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করবে। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই। ২০১৭ সালের এপ্রিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ওই সমঝোতা স্মারকের পর একই বছরের ২৯ জুলাই এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে একটি জুডিসিয়ারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে উচ্চ আদালতের বিচারকদের ট্রেনিংয়ের জন্য। ভুপালে ভারতের জাতীয় জুডিসিয়ারি একাডেমি আছে। সেখানে আমাদের ১৫-১৬শ বিচারকের ট্রেনিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। এরপর প্রথমবারের মতো ওই বছরের ১০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা। পর্যায়ক্রমে ইতোমধ্যে অনেক বিচারক প্রশিক্ষণ নেন।

## সবজির দামে স্বস্তি ফিরলেও মাছের

ইলিশের জন্য গুনতে হচ্ছে ৮০০-১০০০ টাকা পর্যন্ত। মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটে বাজার করতে আসা শামীম মিয়া জানান, এক কেজি পাঙাশ বিক্রি হচ্ছে ২০০ টাকা। তেলাপিয়াও ২০০ টাকা। বাজারের সবচেয়ে কম দামি মাছ এই দুইটাই। রুই, কাতলা কিংবা টেংরার দিকে হাত দেওয়াই যায় না। সেগুলো নিলে ৩৫০ থেকে ৬০০ টাকার বাজেট লাগবে। আমরা নিম্ন আয়ের মানুষেরা এত টাকা দিয়ে মাছ কিনে খেতে পারব না। কারওয়ান বাজারের মাছ বিক্রেতা সবুজ আলী বলেন, মাছের বাজার আগের তুলনায় একই আছে। তবে ইলিশের দাম বাড়ছে। অন্যান্য মাছের দাম আগের মতোই রয়েছে।

## সাদপন্থিদের বিচারের দাবিতে ১০

আলেমরা ঘোষণা করবেন। তিনি বলেন, দেশের আলেম সমাজ ও দায়িত্বশীলরা সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গড়িমসি দেখে যারপরনাই হতাশ হয়েছেন। হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্বকারীদের মধ্যে প্রথম সারির অপরাধীরা নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়ালেও তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। তাবলিগের এই মুখপাত্র বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে ২০১৮ সালের ডিসেম্বরে একবার এমনই অতর্কিত হামলা চালিয়ে সাদপন্থিরা ইজতেমার মাঠে হত্যাকাণ্ডসহ প্রায় ৫ হাজার সাথীকে আহত করেছিল। কিন্তু সেই সরকারের প্রশ্রয়ে এত বড় অপরাধ করেও তারা নির্বিঘ্নে ছাড় পেয়ে যায়। আমরা মনে করি, যদি ২০১৮ সালে তাদের সেই হত্যা ও হামলার বিচার হতো, তাহলে ২০২৪ এর ডিসেম্বরে এই ন্যাক্কারজনক হত্যাকাণ্ড ঘটতো না। এবারও যদি তারা ছাড় পেয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আরও বড় দুর্ঘটনার জন্ম দিতে পারে। সাদপন্থিদের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অপশক্তির যোগসাজশ রয়েছে অভিযোগ করে মাওলানা নাজমুল বলেন, সাদপন্থিদের বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া হলে শুধু তাবলিগের কাজই নয়, বাংলাদেশ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সরকারের কাছে ১৭ ডিসেম্বরের হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছি। সংবাদ সম্মেলনে আরও ছিলেন শুরায়ে নেজামের অন্যান্য আলেম।

## ঢাকা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চালু

করেছি। পর্যায়ক্রমে এর পরিসর বাড়ানো হবে। বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারি জায়গায় অবকাঠামো নির্মাণ করে স্থানীয় উদ্যোক্তা, শিক্ষার্থী এবং বেকার যুবকদের সম্পৃক্ত করা হবে। শুধুমাত্র খুচরা বিক্রির ব্যবস্থা থাকবে এবং পণ্য ক্রয়ের জন্য একটি নির্ধারিত মূল্য তালিকা অনুসরণ করা হবে। ক্রেতারা ডিজিটাল পদ্ধতিতে টাকা পরিশোধ করে একটি কোড পাবেন, যা দেখিয়ে পণ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। তিনি আরও বলেন, আমরা চাই এই বাজারের মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করে বাজার নিয়ন্ত্রণ করা। সরকারের কৃষি বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এই উদ্যোগে সহযোগিতা করবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সবার মতামত ও সহযোগিতা কামনা করে জেলা প্রশাসক বলেন, এই উদ্যোগ সফল করতে আপনাদের পরামর্শ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসুন, একসঙ্গে কাজ করে এটি বাস্তবায়ন করি। তিনি জানান, ঢাকায় প্রাথমিকভাবে ছয়টি বাজার স্থাপন করা হবে। রমজান মাসে এই বাজারগুলোর মাধ্যমে ভোক্তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। এর পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ উদ্যোগের বিস্তৃতি ঘটানো হবে। প্রস্তাবিত ন্যায্যমূল্যের বাজারের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো- জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর-সংস্থার সহযোগিতায় বাজার পরিচালিত হবে। দেশের যে স্থানে যে পণ্যের দাম তুলনামূলক কম সেখান থেকে পণ্য সংগ্রহ ও পরিবহন করে সরাসরি ঢাকায় নিয়ে এসে বিক্রয় করা হবে। ক্রয়-বিক্রয় ও পরিবহন ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় উদ্যোক্তা/ছাত্র-জনতাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। প্রতিটি পণ্য জেলা প্রশাসন/সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করা হবে। ক্রয়মূল্যের সঙ্গে প্রকৃত পরিবহন খরচ এবং উদ্যোক্তাদের প্রদেয় যৌক্তিক মুনাফা যোগ করে ন্যায্যভাবে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হবে। যে কোনো চাষি, খামারি বা উৎপাদনকারী উৎপাদিত নিজস্ব পণ্য সরাসরি উক্ত বাজারে বিক্রয় করতে পারবেন। হিসাব সংরক্ষণ ও সার্বিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনার জন্য সফটওয়্যার নির্মাণ করা হবে; যাতে প্রতিটি পণ্যের ক্রয় ও বিক্রয়মূল্য অনলাইনে প্রদর্শিত হবে। এ উদ্যোগে স্থানীয় উদ্যোক্তা ও শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া পণ্য পরিবহন ও মান নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নজরদারি থাকবে। এলাকার বাসিন্দারা এ প্রকল্পকে স্বাগত জানিয়েছে এটি বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য একটি বড় সহায়ক হবে বলে মতামত প্রকাশ করেছেন। তবে তারা ভিড় নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। সভায় আশা প্রকাশ করা হয় যে, সব পক্ষের সমন্বয়ে এ উদ্যোগটি টেকসইভাবে পরিচালিত হবে এবং রাজধানীর মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে বড় ভূমিকা রাখবে। আলোচনায় আরও অংশ নেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপ-পরিচালক মো. ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পারভেজ চৌধুরী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (উন্নয়ন ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা) মো. শামীম হুসাইন। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। ছাত্র প্রতিনিধি এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সভায় তাদের মতামত ও প্রস্তাবনা তুলে ধরেন।

## ফের নতুন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব

প্রাদুর্ভাবের বিষয়টি সবার নজরে আসে। তারপরই চীনের হাসপাতালে রোগীদের ভিড়ের একাধিক ভিডিও প্রকাশ্যে দেখা যায়। আক্রান্তদের মধ্যে শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা সর্বাধিক বলে জানানো হয়েছে। এইচএমপিভি ভাইরাস নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এখনই কোনও সতর্কবার্তা জারি করে নি। তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই ভাইরাসের লক্ষণ ও গতিবিধি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। তাছাড়া, আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়ে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যগতভাবে সংক্রমিত করে এমন যে কোনও ভাইরাসের মতোই এইচএমপিভি। ছোট থেকে বড়, যে কেউ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারেন। তখন সর্দি-জ্বরের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। সর্দি-জ্বর ঘটায় এমন যে কোনও স্বাস্থ্যসমস্যাকারী ভাইরাসের মতোই কাজ করে এইচএমপিভি। ছোট থেকে বয়স্ক, যে কেউ এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে জ্বরে ভুগতে পারেন। যদিও শীতকালে শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যাগুলো বৃদ্ধি পায়, সেজন্য শ্বাসনালীর সব ধরনের সংক্রমণের নিয়েই সাবধান হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এমনিতে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। বরং এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যবিধি ও ব্যক্তিগত সাবধানতা বজায় রাখা যেতে পারে। তবে, শ্বাসকষ্টের রোগী শীতকালে সাধারণত বৃদ্ধি পায় বলে অনেক দেশেই হাসপাতালগুলো প্রস্তুত রাখা এবং সাধারণ মানুষজনকে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, শ্বাসযন্ত্রের যে কোনও সংক্রমণ নিয়ে যে ভাবে সতর্ক হওয়া দরকার, এ ক্ষেত্রেও তা-ই হতে হবে। তার অর্থ, কারও সর্দি বা কাশি হলে বহু মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত নয়। এতে সংক্রমণ ছড়াতে পারে। হাঁচি, কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করতে হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

## দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদসহ যেসব

স্পিকারের একক ক্ষমতা নয় ও ২১ বছরেই নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. আলী রীয়াজ বলেন, 'বিভিন্ন পক্ষের প্রস্তাবনা এবং ১২০টি দেশের সংবিধান পর্যালোচনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে সংস্কার প্রস্তাবনা। পুনর্লিখন না হলেও কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে জন-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করা সম্ভব।' তিনি বলেন, 'গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে অংশীজনদের একটা বড় অংশ কথা বলেছেন। তাদের আকাঙ্ক্ষা ও চিন্তাগুলোকে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি। সেই আলোকেই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রস্তাবনার প্রবর্তন, দুবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়াসহ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য আনার প্রস্তাবনা আনা হয়েছে।' ড. আলী রীয়াজ বলেন, 'অনেক ধরনের মতের প্রতিনিধিত্বের জন্য দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের একটা ভূমিকা থাকে। তাই এটাকে একটা ইতিবাচক হিসেবে আমরা বিবেচনা করেছি। প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় একটা জবাবদিহি তৈরি করতে হবে।' সংস্কার কমিশন প্রধান বলেন, 'সংসদ সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে বর্তমান বয়স ২৫ আছে। সেটি কমিয়ে ২১ বিবেচনা করেছি। সংবিধান ১৯৭২ সাল থেকে যে ১৭টি সংশোধন হয়েছে, সেগুলো বিবেচনায় রেখেছি যে এগুলোর শেষ পর্যন্ত কী লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।' এ বিষয়ে সংবিধান বিশেষজ্ঞ আহসানুল করিম বলেন, 'এসব সংস্কার প্রস্তাবনাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখলেও তা কার্যকর হওয়া নিয়ে সংশয় রয়েছে। এসব বাস্তবায়নে বড় ধরনের রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজন। দেশের মানুষের কথা চিন্তা করে প্রতিটি দলকে এমনভাবে একমত হতে হবে, যাতে সংস্কারের বিষয়ে পরবর্তী বাংলাদেশে যে সরকারই থাকুক না কেন, তাদের যেন একটা দায়বদ্ধতা থাকে।

## উত্তরা ও তুরাগ নদী সংলগ্ন এলাকায়

আগে গত ১৭ ডিসেম্বর মধ্যরাতে গাজীপুরের টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমার মাঠ দখল নিয়ে মাওলানা সাদ ও জুবায়েরপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে তিনজন নিহত ও শতাধিক মুসল্লি আহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ওই এলাকায় চার প্লাটুন বিজিবিমোতায়েন করা হয়। এ ঘটনায় গত ১৮ ডিসেম্বর দুপুর ২টা থেকে কামারপাড়া, আব্দুল্লাহপুর, উত্তরা সেক্টর ১০ এবং তৎসংলগ্ন তুরাগ নদীর দক্ষিণ পশ্চিম এলাকায় সভা-সমাবেশ, মিছিল, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করেছিল ডিএমপি। সেটিই এখন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

## নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দেশ উত্তরণ গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে চাই। অনেক সংঘর্ষ হয়েছে, দেশের মানুষ অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই সাংঘর্ষিক রাজনীতি বাংলাদেশে আর যেন ফিরে না আসে, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সেটা সফল হবে, একমাত্র দ্রুত একটা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, জনগণের প্রত্যাশা হচ্ছে, সরকার নির্বাচন কেন্দ্রীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার শেষ করে দ্রুততম সময়ে নির্বাচন দেবে। জনগণের রাজনৈতিক দল হিসেবে বিএনপির একই প্রত্যাশা। তিনি বলেন, আমাদের সব সময় ৩০০ আসনে ভোটের প্রস্তুতি থাকে। বিগত নির্বাচনগুলোতেও আমরা আমাদের জোট সঙ্গীদের কিছু আসনে সমঝোতা হয়েছিল, সেইসব আসনে আমরা প্রার্থী দেইনি। এবার এখন পর্যন্ত আমরা ৩০০ আসনের ভোটের প্রস্তুতি নিচ্ছি। নির্বাচনের সময় যারা আমাদের সঙ্গে থাকবে তাদের বিষয়ে তখন সিদ্ধান্ত হবে। রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপি ৩১ দফা দিয়েছে বলে উল্লেখ করে স্থায়ী কমিটির এই নেতা বলেন, সেটা তো আমাদের কর্মপরিকল্পনার থাকবেই। এছাড়া বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম চলমান আছে। দলের যেসব জায়গার কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে, সেইগুলো গঠন করা হচ্ছে। পাশাপাশি আমাদের যেসব অঙ্গসংগঠনের কমিটির শেষ হয়ে গেছে সেইগুলো করা হচ্ছে। সেটা নতুন বছরেও চলমান থাকবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলটির আরেক স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, 'ণ২০২৫ সালে মধ্যে যদি সরকার নির্বাচনের তারিখ অর্থাৎ রোডম্যাপ ঘোষণা করে, তাহলে নির্বাচন প্রক্রিয়া যুক্ত হয়ে যাবে বিএনপি। পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। আর সরকার যদি নির্বাচন বিলম্বিত করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে আমরা নির্বাচনের জন্য বক্তব্য, বিবৃতি, সারাদেশে সভা-সমাবেশের মাধ্যমে সরকারের ওপর সহনীয় চাপ তৈরি করবো। এছাড়া সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা এবং বৈঠক হলে সেখানে বারবার নির্বাচনের তাগাদা দেওয়া হবে।'

তবে সরকারের সঙ্গে বিএনপি কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে জড়াবে না বলে জানান বিএনপির এই নেতা। তিনি বলেন, আমরাই বলে আসছি আমাদের আন্দোলনের ফসল বর্তমান সরকার। ফলে, আমরা যদি এখনি নির্বাচনের দাবিতে মাঠে নামি সেটি গ্রহণযোগ্য হবে না। তাছাড়া একটি মহল এখনি বিএনপির বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে, আমরা সংস্কার চাই না, নির্বাচন চাই। বিএনপির আরেকটি সূত্র বলেছেন, একটা বিষয় এখন পরিষ্কার নয় যে সরকার আগে জাতীয় নির্বাচন নাকি স্থানীয় সরকার নির্বাচন দেবে। তবে দেশের একটা পক্ষ চাচ্ছে জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন। যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, জাতীয় নির্বাচনের আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচন তাদের ভাবনায় নেই। তাই নির্বাচন কেন্দ্রিক সরকারের নীতির অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে বিএনপিকে। সেটার ওপর নির্ভর করবে বিএনপির আগামী দিনের পরিকল্পনা কী হবে। ২০২৫ সালে বিএনপির প্রত্যাশা হচ্ছে জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে আনা বলে জানান বিএনপির স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. রফিকুল ইসলাম বলেন, 'জনগণের দল হিসেবে বিএনপির প্রত্যাশা হচ্ছে মানুষের তার ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। জনগণ যাতে তাদের ভোট দিয়ে তাদের সরকার নির্বাচিত করতে পারে।'

বিএনপি-জামায়াত দ্বন্দ্ব, উভয় চাপে রাখার কৌশল কী? ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছে দীর্ঘদিনের দুই মিত্র দল বিএনপি ও জামায়াত। বক্তব্য-বিবৃতিতে একে-অপরের আক্রমণে লেখা বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। মাঝখানে কিছুদিন বিএনপি ও জামায়াতের কথার বাহাস বন্ধ থাকলে, এখন আবার শুরু হয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা কি ছিল, সেটাও স্মরণ করিয়ে দিয়ে তারা কোন সেক্টরে যুদ্ধ করেছিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী জামায়াত কীভাবে দেশপ্রেমিক হলো সেটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিএনপির নেতারা। বিএনপির নেতারা বলছেন, ৫ আগস্টের পরে জামায়াত প্রথমে বিএনপিকে আক্রমণ করে বক্তব্য দেওয়া শুরু করেছিল। তাদের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপি শুধু সেই সব কথার জবাব দিয়ে আসছে। বিএনপি নেতা রফিকুল ইসলাম বলেন, এখানে পরিকল্পনা করে কিছু হচ্ছে না। কথার প্রসঙ্গে কথা আসছে। জামায়াতের পক্ষ থেকে যেসব বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে তার পরিপ্রেক্ষিতে শুধু জবাব দেওয়া হচ্ছে। এখানে কথার প্রসঙ্গে কথা আসছে। তিনি আরও বলেন, এখন আগামী নির্বাচনের বিষয়টি পরিষ্কার নয়, যখন নির্বাচনের বিষয়টি পরিষ্কার হবে, তখন বোঝা যাবে কারা আগামী দিনে বিএনপির নির্বাচনী জোটসঙ্গী হবে। জামায়াত ও সমমনা দলগুলো দীর্ঘদিন আমাদের সঙ্গে আছে, একসঙ্গে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। সুতরাং এখনি বিষয়টি বলা সম্ভব নয়, আগামী নির্বাচনে বিএনপির সঙ্গে জামায়াত থাকবে কিনা। তবে, বিএনপির এক নেতা বলেন, বিএনপি ও জামায়াতের দ্বন্দ্বের বিষয়টি এখনি সিরিয়াসলি দেখার মতো সময় হয়নি। আপাতত আমার কাছে মনে হচ্ছে, উভয় পক্ষই একে-অপরকে চাপে রেখে কে কতটা সুবিধা আদায় করে নিতে পারে সেই চেষ্টা করছে।

## আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের

ট্রাইব্যুনাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বিচার চলার মধ্যেই ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে শত বছরের পুরোনো ভবন থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ট্রাইব্যুনাল। পুরোনো ওই ভবনের পাশেই টিনশেডের স্থাপনা তৈরি করে সেখানে স্থানান্তর করা হয় ট্রাইব্যুনাল ও প্রসিকিউশন। এরপর থেকে নতুন টিনশেড স্থাপনাতেই চলে আসছিল ট্রাইব্যুনালের বিচারকাজ। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর জুলাই-আগস্ট গণহত্যার বিচারকাজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে করার সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিকভাবে টিনশেড স্থাপনাতেই বিচারকাজ শুরু হয়। এদিকে ট্রাইব্যুনালের অবকাঠামো আন্তর্জাতিক মানের করতে পুরোনো ভবনটি সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। সদ্য বিদায়ী বছরের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে পুরোনো ভবনে শুরু হয় সংস্কার কাজ। এর আগে সংস্কার কাজ শেষে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ভবনের নান্দনিক রূপ কেমন হবে, তার একটি ছবি প্রকাশ করে ফেসবুক পোস্ট দেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ও প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামীম।

## কুয়াশার মাঝেও রোদের

মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারা দেশের মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারা দেশের কোথাও কোথাও দিনের বেলা শীতের অনুভূতি বিরাজ করতে পারে। সোমবার দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ কদিন ঘন কুয়াশার কারণে সারা দেশের কোথাও কোথাও দিনে শীতের অনুভূতি বিরাজ করতে পারে। এদিকে দেশে চলতি মাসে তিন থেকে পাঁচটি শৈত্যপ্রবাহের শঙ্কার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকার কারণে শীতের অনুভূতি বাড়বে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে দুটি লঘুচাপ সৃষ্টির আশঙ্কাও রয়েছে। দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকায় চলতি মাসে শীতের অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। দীর্ঘমেয়াদি পূর্বাভাসে বলা হয়, চলতি মাসে দেশে স্বাভাবিক অপেক্ষা কম বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে দু-একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। দেশের পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দুটি মাঝারি থেকে তীব্র এবং দেশের অন্যত্র তিনটি মৃদু থেকে মাঝারি ধরনের শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে। এ সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিক অপেক্ষা বেশি থাকতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকায় শীতের অনুভূতি বাড়বে।

## বৈরী আবহাওয়ায় বাণিজ্যমেলায়

প্যাভিলিয়নের ম্যানেজার রিদয় জাগো নিউজকে বলেন, আবহাওয়ার কারণে এখনও ক্রেতা সমাগম কম। গতকাল শুক্রবার কিছুটা বেচাকেনা হয়েছিল। আজ এখনও সেল শুরু হয়নি। তিনি জানান, এ বছর বাণিজ্যমেলাকে সামনে রেখে নতুন কিছু বেডরুম সেট, কিচেন সেট, ড্রয়িংরুম সেট নিয়ে এসেছি। আমাদের সব পণ্যে ফ্ল্যাট ১০ শতাংশ ডিসকাউন্ট চলছে। এছাড়া আমাদের হোম ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। ভিশন এম্পোরিয়ামের প্যাভিলিয়ন ইনচার্জ খোকন আহমেদ জয় জাগো নিউজকে বলেন, শীতের কারণে কাস্টমার একটু কম। গতকাল আমাদের ভাল সেল হয়েছিল। আশা করছি বিকেলে জনসমাগম বাড়বে। প্রতি বছরের মত এবছরও মেলাকে সামনে রেখে আমরা নতুন কিছু মডেল নিয়ে এসেছি। মেলা উপলক্ষে আমাদের সব পণ্যে ফ্ল্যাট ১৫ শতাংশ ডিসকাউন্ট চলছে। হোম ডেলিভারির সু-ব্যবস্থা আছে। হল 'বি' ঘুরে দেখা যায় সেখানে দেশি বিদেশি বিভিন্ন স্টলে পণ্য সাজিয়ে অপেক্ষা করছেন বিক্রেতারা। বেশিরভাগ স্টলই ছিল ফাঁকা। বোম্বে ফুটওয়্যারের সেলসম্যান আসাদ জাগো নিউজকে বলেন, আজ শনিবার হওয়ায় আশা করছি ক্রেতা সমাগম বাড়বে। মেলা শুরু হওয়ার পর থেকে শীত বেড়ে যাওয়ায় কাস্টমার আসেনি। আজ সূর্য উঠেছে, তাই বিকেলে ভালো বিক্রি হবে বলে মনে হচ্ছে। আগের বছরের তুলনায় এবার মেলায় স্টল সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ক্রেতা সমাগম কম। বিক্রেতারা বলছেন অনেক পুরোনো বিক্রেতারা এবার আসেননি। কিন্তু বেশকিছু নতুন ব্যবসায়ী এসেছেন। দেশীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বিদেশি ৭ দেশের ১১ প্রতিষ্ঠান এবারের মেলায় অংশ নিয়েছে। তাওসিফ আহমেদ লোন একজন ভারতীয় বিক্রেতা। তিনি ভারতের কাশ্মীর থেকে প্রথমবার বাণিজ্যমেলায় এসেছেন। তিনি বলেন, প্রথম ২-৩ দিন কোনো বেচাকেনা হয়নি। আমার মনে হয় আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণেই মানুষ মেলায় আসছেন না। আমার স্টলে অরজিনাল কাশ্মীরি শাল, চাদর, কুর্তা, ব্যাগ, ইত্যাদি আছে। আজ এখন পর্যন্ত কোনো বিক্রি হয়নি। আশা করছি দুপুরের পর বিক্রি ভাল হবে। মোহাম্মদ ইনকিলাব পাকিস্তান থেকে এসেছেন এবারের বাণিজ্যমেলায়। তিনি গত ২২ বছর ধরে মেলায় আসছেন। কথা হলে তিনি বলেন, আমার দোকানের নাম দি খলিল সুজ। এখানে ৬০০ টাকা থেকে ২১০০ টাকার মধ্যে লেডিস সু, জুতা, কোলাপুরিসহ বিভিন্ন ডিজাইনের জুতা পাওয়া যাবে। বেচাকেনা নিয়ে তিনি বলেন, তেমন একটা বেচাকেনা নেই। সবে তো মেলা শুরু। আজ মাত্র চতুর্থ দিন। আশা করছি কিছুদিন পর বিক্রি বাড়বে। এছাড়া মূল হলের বাইরেও অনেক স্টল রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে খাবার, গৃহস্থালির নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, রেডিমেড স্যুট, জ্যাকেট, শাড়ি, থ্রি-পিস, সিরামিকের বিভিন্ন পণ্য, আচার, খেলনা, পাটজাত দ্রব্য, কার্পেট, ইত্যাদি। মেলায় দর্শনার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এখন ভিড় কম হওয়ায় স্বাচ্ছন্দ্যে কেনাকাটা করতে পারছেন তারা। তারা মনি নামে একজন নারী দর্শনার্থী বলেন, আগের বারের তুলনায় এইবার মেলায় লোকজন কম। তাই পরিবার নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে ঘুরছি। কিছু বাসার জিনিসপত্র কিনেছি। শেষের দিকে আরেকবার আসবো। নাদিম নামে একজন দর্শনার্থী আক্ষেপ করে বলেন, মানুষের হাতে টাকা না থাকলে বেচাকেনা কিভাবে হবে। এমনি দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয়। আবার সরকার সাধারণ জনগণের উপর ভ্যাটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে। তাহলে কিভাবে চলবে। আরেক দর্শনার্থী জানান, মেলা মূল শহর থেকে অনেকটা দূরে হওয়ার কারণে লোকজন কম আসছে। ফাহিম নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাগো নিউজকে বলেন, আমি গতবার মেলায় আসিনি। কিন্তু এই বছর এসে যা বুঝলাম, বাণিজ্যমেলার আগের জৌলুশ আর নেই। আগে যেমন স্কুল পালিয়ে বন্ধুদের নিয়ে আগারগাঁও বাণিজ্যমেলায় যেতাম, এখন তা আর হয়ে ওঠেনা। তাছাড়া মেলায় আসার যোগাযোগ সম্পর্কে অনেকে জানেনা। আবার ঢাকার বাইরে থেকে আসতে হলে কয়েকবার ভেঙ্গে ভেঙ্গে আসতে হয়। আবার এখন মেলা কেবল শুরু, সামনে আরও মানুষ আসবে।

## পরিবেশবান্ধব হবে রেলপথ

পরিবহন নিশ্চিতকল্পে একটি প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প নেওয়া জরুরি। প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি পরিবেশবান্ধব তথা টেকসই পরিবহন ব্যবস্থায় পরিবর্তন করার জন্য অবকাঠামোর উন্নয়ন, অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও যাত্রীসেবার মানোন্নয়ন। এই প্রকল্প সড়কপথের তুলনায় রেলপথে অধিক পণ্য ও যাত্রী পরিবহনে অধিকতর পরিবেশ দূষণের পরিমাণ কমিয়ে আনতে সাহায্য করবে। জ্বালানিও সাশ্রয়ী হবে। প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য- মূল প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করে ডিটেইলড নকশা প্রণয়ন। বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) আল ফাত্তাহ মো. মাসউদুর রহমান বলেন, 'বিশ্বব্যাপী ক্লাইমেট চেঞ্জ বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশব্যাপী পরিবেশবান্ধব রেলপথ নির্মাণে বড় ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই মেগা উদ্যোগ বাস্তবায়নে অর্থায়ন করবে বিশ্বব্যাংক। তবে এর আগে আমাদের প্রকল্পগুলোর ডিপিপি চূড়ান্ত করতে হবে। দ্রুতসময়ে আমরা এগুলো চূড়ান্ত করবো।'

গ্রিন রেলওয়ে রূপ দিতে কোন বিষয়ে বেশি জোর দেওয়া হবে? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আপনারা জানেন দেশের পোর্ট থেকে ৯৬ শতাংশ মালামাল সড়কপথে সারাদেশে সাপ্লাই দেওয়া হয়। এতে জীবাশ্ম জ্বালানি বা ফসিল ফুয়েল বেশি ব্যবহার করা হয়। আমরা যদি সড়কের চাপ কমিয়ে রেলওয়ের মাধ্যমে মালামাল পরিবহন করি তবে কম জ্বালানি পুড়িয়ে স্বল্প খরচে পোর্ট থেকে মালামাল সারাদেশে সাপ্লাই দিতে পারবো।' আল ফাত্তাহ মো. মাসউদুর রহমান বলেন, 'আমরা রেলপথের ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা উন্নত ও রূপান্তর করবো। রোড ট্রাফিকের চাপ কমাবে। বড় ধরনের পণ্য রেলপথের পরিবর্তে সড়কপথে পরিবহন করবো। ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোর উন্নয়ন করবো। অবকাঠামোও ঢেলে সাজানো হবে। কীভাবে সড়কের চাপ রেলপথে স্থানান্তর করা সেটা নির্ণয়ে ফিজিবিলিটি স্টাডি করা হবে।'

ইলেকট্রিক রেলপথ : প্রতিবেশী দেশ ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশের রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে। কিন্তু বাংলাদেশে মেট্রোরেল ছাড়া ইলেকট্রিক রেলপথ নেই। নারায়ণগঞ্জ থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চালানোর জন্য পরিকল্পিত বাংলাদেশ রেলওয়ের ২৫ দশমিক ৫ কোটি ডলার বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)। বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন রেলওয়ে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে মেট্রোরেল সিস্টেমের মতোই ক্যাটেনারি তারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে ট্রেন চালানো হয়। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে পুরোপুরি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশার কাজ করতে বাংলাদেশ রেলওয়ে তুরস্কের আঙ্কারাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান তুমাসের সঙ্গে ৫ লাখ ২৪ হাজার ডলারের চুক্তি সই করে। ২০২৩ সালের আগস্টে নকশার কাজ শুরু করে তুমাস। দেশের ৩৪৮ দশমিক ১৬ কিলোমিটার ট্র্যাকে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম অংশের ৩৩৬ দশমিক ৮৯ কিলোমিটার ও টঙ্গী-জয়দেবপুর অংশের ১১ দশমিক ২৭ কিলোমিটার রয়েছে। ২০৩২ সালের মধ্যে ৩৪৮ দশমিক ১৬ কিলোমিটার ট্র্যাককে ৭০টি স্টেশনসহ বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন সিস্টেমে রূপান্তর করার লক্ষ্য রয়েছে। এটি চালুর লক্ষ্য ২০৩৩ সালে। প্রস্তাবিত সিস্টেমে দুই ধরনের লাইন থাকবেড়মেইন ও কমিউটার। এতে ট্রেনের গতিবেগ হবে ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটার, যা পরে আপগ্রেড করা যাবে। এই নতুন সিস্টেম যাত্রী ও ট্রেন ব্যবহারকারীদের জন্য সময় সাশ্রয়, সড়ক পরিবহনের ওপর চাপ হ্রাস, জ্বালানি সাশ্রয় এবং পরিবেশগত প্রভাবের দিক থেকে উপকারী হবে। কমিউটার লাইন থেকে (জয়দেবপুর-নারায়ণগঞ্জ) ২৪ শতাংশ অর্থনৈতিক রিটার্ন আশা করা হচ্ছে, আর মেইন লাইন থেকে (নারায়ণগঞ্জ-ঢাকা-চট্টগ্রাম) রিটার্ন আসবে ৪১ শতাংশ। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে বলেও আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। কমিউটার লাইনে ১৫ শতাংশ ও মেইন লাইনে ২৫ শতাংশ রিটার্নের সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদ্যুতিক রেলপথ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ রেলওয়ের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো) আল ফাত্তাহ মো. মাসউদুর রহমান বলেন, 'আপনারা জানেন দেশের রেলপথের ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়। এর পরিবর্তন ছাড়া গ্রিন রেলওয়ে রূপ শতভাগ দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম রেলপথে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিচালনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এটা শতভাগ বাস্তবায়নে একদিকে পণ্য পরিবহন বাড়বে অন্যদিকে রিটার্নও বেশি আসবে। আমরা সড়ক পরিবহনের ওপর চাপ কমাবো ও পরিবহনের গতিবেগ বাড়বে। সড়কে চাপ কমলে জ্বালানি সাশ্রয় হবে এবং সবুজ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। ফলে রেল পরিচালন ব্যয় কমবে, গড় গতিও বাড়বে।'

## কুষ্টিয়ায় বিএনপি নেতার শ্বশুরবাড়ি থেকে অস্ত্র-ককটেল উদ্ধার

**স্টাফ রিপোর্টার :** কুষ্টিয়ার মিরপুরে যৌথবাহিনীর অভিযানে স্থানীয় বিএনপির এক নেতার শ্বশুরবাড়ি থেকে পরিত্যক্ত একটি ওয়ান শুটারগান, দুই রাউন্ড গুলি ও একটি ককটেল উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল শনিবার ভোরে উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর আলামীন বুলবুলের শ্বশুরবাড়ি আবুরী গ্রামে অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়। মিরপুর থানার ওসি মমিনুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শনিবার ভোরে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুর আলামীন বুলবুলের শ্বশুরবাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এসময় বাড়ির ছাদ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটারগান, দুই রাউন্ড গুলি ও একটি ককটেল উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় কাউকে আটক করা যায়নি। উদ্ধার অস্ত্র, গুলি ও বোমা মিরপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। ওসি জানান, অস্ত্রটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়ার কারণে এ বিষয়ে কোনও মামলা করা হয়নি। এ বিষয়ে নুর আলামীন বুলবুল বলেন, কেউ চক্রান্ত করে আমার শ্বশুরবাড়ির ছাদে এসব অস্ত্র গুলি রেখে এসে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।

## কুবিতে গুচ্ছ পদ্ধতি ও পোষ্য কোটা বাতিলের দাবি

**স্টাফ রিপোর্টার :** গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে বের হয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিতে এবং পোষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের সমন্বয়করা এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩তম সিন্ডিকেট মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ থেকে বের হয়ে এসেছে। নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তারিখও ঘোষণা করা হয়েছিল। তা ছাড়া পৌষ্য কোটা বাতিলের দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়া হলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গুচ্ছ থেকে বের হয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া এবং পৌষ্য কোটা বাতিলের ঘোষণা দিতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক মো. পাবেল রানা বলেন, আমরা জানি, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছ থেকে বের হয়ে এসেছে এবং নিজস্ব পদ্ধতিতে সার্কুলারও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন এই নাটকের মানে কী? কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবশ্যই নিজস্ব পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নিতে হবে এবং পোষ্য কোটা বাতিল করে প্রশাসন কর্তৃক লিখিত ঘোষণা দিতে হবে। নতুবা আমরা কঠোর কর্মসূচির দিকে যাবো। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৩তম অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের এক জরুরি সভায় গুচ্ছ থেকে বের হয়ে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরে গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলী জানান, কুবি গুচ্ছ পদ্ধতিতেই ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা নেবে।

## ঢাবি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা: ছাত্রলীগ নেতা গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলাকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় একাত্তর হলের ছাত্রলীগের সভাপতি সজিবুর রহমান সজিবকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা শাখার ডিবি-লালবাগ বিভাগ। গতকাল শনিবার ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গত শুক্রবার রাতে হাজারীবাগের জাফরবাদ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ডিবি-লালবাগ সূত্রে জানা যায়, গত ১৫ জুলাই বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে রাজু ভাস্কর্যের সামনে থেকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করার জন্য বের হয়। এ সময় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা। আক্রমণকারীরা ককটেল বিস্ফোরণসহ দেশি-বিদেশি অস্ত্র দিয়ে তাদের ওপর দফায় দফায় হামলা চালায়। এ সময় প্রায় তিন শতাধিক শিক্ষার্থী গুরুতর আহত হয়। এ ঘটনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. আবু সায়াদ বিন মাহিন সরকার বাদী হয়ে গত ২১ অক্টোবর শাহবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। সজিবুর রহমান সজিব ওই মামলার ১৪ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি। সূত্র আরও জানায়, তদন্তাধীন এ মামলায় সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় উক্ত মামলার এজাহারনামীয় আসামি সজিবুর রহমান সজিবকে হাজারীবাগ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## পটুয়াখালীতে দোকান থেকে ব্যবসায়ীকে অপহরণের অভিযোগ

**স্টাফ রিপোর্টার :** পটুয়াখালীর বাউফলে শিবু বণিক (৬৫) নামের এক ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তার দোকান থেকে পাঁচ লক্ষাধিক টাকা লুট করে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার রাত সোয়া ১০টার দিকে উপজেলার কালাইয়া বন্দরের মার্চেন্টপট্টি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও দোকানের কর্মচারীরা জানান, গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে দোকানের সারা দিনের বিক্রি শেষে হিসাব বুঝে নিয়ে দোকান বন্ধ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন শিবু বণিক। এ সময় ৮/১০ জনের একটি মুখোশধারী দল দোকানে ঢুকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তাকে ও তার দোকানের কর্মচারী শংকর (৩৪), তাপসকে (৩৫) বেঁধে ফেলে। পরে তারা দোকানের ক্যাশে থাকা পাঁচ লক্ষাধিক টাকা লুট করে নিয়ে যায়। একপর্যায়ে শিবুকে বেঁধে ট্রলারে নিয়ে যায়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই বন্দরের পাঁচ শতাধিক ব্যবসায়ী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তারা জড়ো হয়ে ওই ব্যবসায়ীকে দ্রুত উদ্ধারের দাবি জানান। বাউফল থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, বিষয়টি শুনে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেছে। তাকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, তিনি কালাইয়া বন্দরের একজন বড় ব্যবসায়ী। তিনি চাল, ডাল, আটাসহ বিভিন্ন পণ্যের পাইকারি বিক্রেতা।

## সাতক্ষীরায় তিনটি বিদেশি পিস্তলসহ একজন আটক

**স্টাফ রিপোর্টার :** সাতক্ষীরার দেবহাটায় তিনটি বিদেশি পিস্তলসহ আসাদুল গাজী নামে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। গত শুক্রবার রাতে দেবহাটার কুলপুকুর মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। আটক আসাদুল গাজী (৩২) দেবহাটা উপজেলার কালাবাড়িয়া গ্রামের মৃত জাফর গাজীর ছেলে। সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলাম জানান, অবৈধ অস্ত্র কেনাবেচার সংবাদে সেখানে অভিযান চালায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে একজন পালিয়ে যায়। আসাদুল নামে অপরজনকে আটক করে পুলিশ। পরে তার পরিহিত জ্যাকেট থেকে দুটি এবং প্যান্টের পকেট থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, ছয়টি ম্যাগাজিন এবং ছয় রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। আটক আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে দেবহাটা থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার।

## পঞ্চগড়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত

**স্টাফ রিপোর্টার :** পঞ্চগড়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। গত শুক্রবার সকাল ৯টায় ৮.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল। গতকাল শনিবার সকাল ৯টায় তাপমাত্রা ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। গতকাল শনিবার সকালেই জেলায় সূর্যের মুখ দেখা গেছে। কুয়াশা ভেদ করে সূর্য দেখা যাওয়ায় কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে শীতার্ত মানুষদের মাঝে। এদিকে, গত শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিকাল গড়িয়ে সূর্য যখন ডুবছে তখন থেকে বেশি ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। রাতভর থাকছে ঘন কুয়াশার সঙ্গে হিমেল বাতাস। ফলে রাতের ঠান্ডায় কাবু হয়ে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ। সামর্থ্যবানরা লেপ-তোষক-কম্বল ব্যবহার করলেও ছিন্নমূল অসহায় নিম্ন আয়ের মানুষরা কষ্টে আছেন। অনেকে রাতে ও সকালে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছেন। তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জীতেন্দ্রনাথ রায় জানান, তাপমাত্রা বাড়লেও গতকাল শনিবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় বিরাজ করছিল। সকাল ৯টায় ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়। বাতাসের আর্দ্রতা ৮৬%। মৃদু শৈত্যপ্রবাহ চলমান রয়েছে।

## ফরিদপুরে সাংবাদিকের বাবা-মাসহ ৩ জনকে কুপিয়ে জখম

**স্টাফ রিপোর্টার :** ফরিদপুরের মধুখালীতে সাংবাদিক সৌগত বসুর গ্রামের বাড়িতে বাবা-মাসহ তিন জনকে কুপিয়ে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ডুমাইন গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক সৌগত বসুর বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্যামলেন্দু বসু (৬৫), মা কাকুলী বসু (৬০) এবং প্রতিবেশী কিশোরী প্রীতি মালো (১৫)। তারা সবাই ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সাংবাদিক সৌগত বসু দৈনিক আজকের পত্রিকার নিজস্ব প্রতিবেদক হিসেবে ঢাকায় কর্মরত আছেন। ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক অর্ণব জানান, শ্যামলেন্দু বসুর মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। তার মাথার হাড় ভেঙে গিয়ে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার জন্য পরিবারকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অন্যদের আঘাত গুরুতর নয়। আহতদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাতে তারা টিভি দেখছিলেন। সে সময় ঘরের ভেতর একজনকে দেখতে পান। তাকে ধাওয়া দিলে বাড়ির দোতলা অবস্থান নেয়। এ সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে সে শ্যামলেন্দু বসুর মাথায় কোপ দেয়। পরে অন্যরা এগিয়ে এলে তাদেরও কুপিয়ে আহত করে পালিয়ে যায় ওই দুর্বৃত্ত। সৌগতের কাকিমা শুক্লা বসু বলেন, আমরা ফরিদপুর শহরে থাকি। রাত সাড়ে ৮টার দিকে রক্তাক্ত অবস্থায় তারা (আহতরা) আমাকে ভিডিও কল দিয়ে বাঁচানোর আকুতি জানান। পরে আমি প্রতিবেশীদের জানালে তারা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এ বিষয়ে সাংবাদিক সৌগত বসু বলেন, বাড়িতে আমার বাবা-মা ছাড়া কেউ থাকে না এবং আমার অসুস্থ মাকে দেখাশোনা করতো প্রীতি। তারা এখন গুরুতর অসুস্থ, সেজন্য পুরো ঘটনা জানা যাচ্ছে না। একজন নাকি একাধিক লোক ছিল তা বলা যাচ্ছে না। তবে, আমাদের কারও সঙ্গে ঝামেলা নেই। তিনি আরও বলেন, এটি চুরির কোনও ঘটনা নয়। আমাদের বাড়িতে অনেক রাত পর্যন্ত টেলিভিশন দেখা হয়। কেউ চুরি করলে তখন আসবে কেন? এ ছাড়া কোনও মালামালও খোয়া যায়নি। এটি অবশ্যই হামলা বা অন্য কোনও ঘটনা হতে পারে। স্থানীয় ডুমাইন ইউনিয়ন পরিষদের ৬নং ওয়ার্ড মেম্বার জীবন কুমার মণ্ডল জানান, রাত সাড়ে ৮টার দিকে দুর্বৃত্তরা চুরি কিংবা ডাকাতির উদ্দেশ্যে শ্যামলেন্দু দাদার বাড়িতে প্রবেশ করে। বাড়িতে শ্যামলদা, তার স্ত্রী এবং তাদের দেখাশোনার জন্য প্রীতি মালো নামে এক কিশোরী থাকেন। তাদের তিন ছেলে বিভিন্ন জেলায় চাকরি করেন। তিনি আরও বলেন, রাতে হঠাৎ চিৎকারে প্রতিবেশীরা এগিয়ে গিয়ে দেখেন শ্যামলেন্দু দা ও তার স্ত্রীকে কোপানো হয়েছে এবং গৃহকর্মীকে স্টিলের লাঠি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তারা সে সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাদের কারও সঙ্গে শত্রুতা নেই। মনে হচ্ছে হামলাকারীরা চুরি করতে ঢুকেছিল। দেখা ফেলায় হামলা করে। এদিকে, খবর পেয়ে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছুটে আসেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) শৈলেন চাকমাসহ (পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) পুলিশের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা। এ সময় শৈলেন চাকমা বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে চুরি করতে গিয়ে ঘটনাটি ঘটেছে। ১৪-১৫ বছরের এক কিশোর ওই বাড়িতে অবস্থান নেয়। বিষয়টি দেখতে পেয়ে গৃহকর্তা ধাওয়া দিলে তাকে এবং অন্যদের দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। তবে, বিষয়টি আরও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

## দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌপথে ৯ ঘণ্টা পর ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

**স্টাফ রিপোর্টার :** ঘন কুয়াশার কারণে নয় ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ও মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া নৌপথে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে কুয়াশার ঘনত্ব কমে এলে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক হয়। এর আগে গত শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে ঘন কুয়াশার কারণে দৌলতদিয়া-পাটুরিয়ায় দুর্ঘটনা এড়াতে কর্তৃপক্ষ ফেরি চলাচল বন্ধ রাখে।

## নতুন পেঁয়াজের কেজি ৩৫ টাকা

জেলার পেঁয়াজ চাষি। এবার জেলায় লাল তীর কিং, মেটাল কিং, তাহেরপুরী, বারি পেঁয়াজ-১ এবং কিং সুপার জাতের পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ আগেও বাজারে পেঁয়াজ ৮০ থেকে ১১০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল। গত কয়েকদিন ধরে পেঁয়াজের অব্যাহত দরপতন হয়েছে। জেলার খুচরা বাজারগুলোতে এখন প্রতি কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৩৫-৪০ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ চাষিদের আবেদন, বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ করে দেশীয় পেঁয়াজ চাষিদের ন্যায্য মূল্যে নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে জেলা কৃষিবিভাগ বলছে, পেঁয়াজের উৎপাদন বৃদ্ধি ও একসঙ্গে বাজারজাত করায় দাম কমে গেছে। কিছুদিন সংরক্ষণ করে বিক্রি করতে পারলে পেঁয়াজের ন্যায্য মূল্যে পাবেন জেলার চাষিরা। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলায় প্রায় ৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের চাষ হয়েছে। অথচ, গত মৌসুমে এ জেলায় পেঁয়াজ চাষ হয়েছিল মাত্র ২ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। কয়েক বছর পেঁয়াজের দাম ও ফলন ভালো পাওয়ায় এ বছর চাষিরা কোমর বেঁধে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। জেলার বাজারগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, মুড়িকাটা পেঁয়াজের দাম প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গত মাসে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ছিল ৮০ থেকে ১৫০ টাকা। মেহেরপুর বড়বাজার এলাকার কাঁচাবাজারে নতুন পেঁয়াজের সঙ্গে পুরোনো পেঁয়াজও পাওয়া যাচ্ছে। তবে, পুরোনো পেঁয়াজের তুলনায় ক্রেতারা নতুন পেঁয়াজ কিনতে আগ্রহী হচ্ছেন। মুড়িকাটা এক কেজি পেঁয়াজ ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হতে দেখা গেছে। মেহেরপুর সদর উপজেলার উজলপুর গ্রামের পেঁয়াজ চাষি রবিউল ইসলাম বলেন, চলতি বছরে তার ছয় বিঘা, প্রতিবেশী হারান আলীর ১১ বিঘা, সমসের আলীর ৮ বিঘা, সাইদুল ইসলামের ৯ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছেন। এছাড়াও এ গ্রামের শতাধিক কৃষক পেঁয়াজ চাষ করেছেন। তারা বলেন, লোকসানের হিসেব মিলতে গিয়ে তিনি বলেন, বিঘাপ্রতি মজুরি খরচ, সার ও কীটনাশক, বীজ কেনা ও লিজ খরচ দিয়ে ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ পড়ছে। দাম এভাবে কমে গেলে মোটা অঙ্কের লোকসানে পড়তে হবে তাদের। স্থানীয় পেঁয়াজ চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিঘা প্রতি জমিতে পেঁয়াজ চাষে খরচ হয়েছে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকা। জমির লিজ ২০ হাজার টাকা মিলে মোট ৭০-৭৫ হাজার টাকা খরচ। গত বছরের তুলনায় এ বছর পেঁয়াজের ফলনও কম হচ্ছে। গত বছর প্রতি বিঘা জমিতে ৮০ থেকে ১শ মণ পেঁয়াজ পেয়েছে এ বছর বীজে সমস্যা থাকার কারনে উৎপাদন হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ মণ।বর্তমান পেঁয়াজ বিক্রি করে চাষির ঘরে আসছে ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা। পেঁয়াজ চাষে উচ্চমূল্যে বীজ, সার, সেচ, কীটনাশক, কৃষি শ্রমিকের মুজুরি,পরিবহনসহ অন্যান্য খরচ করতে যেয়ে উৎপাদন খরচ বেড়েছে কয়েকগুণ। সেই হিসেবে পেঁয়াজ উত্তোলনের ভরা মৌসুমে এর দরপতনে চাষির মাথায় হাত। চাষিরা বলছেন এ লোকসান থেকে বাঁচতে উৎপাদনের ভরা মৌসুমে বাইরে থেকে পেঁয়াজ আমদানি না করাসহ সরকারি উদ্যোগে পেঁয়াজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলে লোকসান থেকে বাঁচা সম্ভব। গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের তহশিন মেম্বর বলেন, আমি গেল মৌসুমে দুই বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছিলাম। পেঁয়াজের দাম ভালো পাওয়ায় এবার চার বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। এক বিঘা পেঁয়াজ চাষে লিজসহ খরচ হয় অন্তত ৫০ হাজার টাকা থেকে ৬০ হাজার টাকা। বিঘা প্রতি উৎপাদন হচ্ছে ৬০ থেকে ৭০ মণ। চলতি মৌসুমে পেঁয়াজের মারাত্মকভাবে দরপতন হওয়ায় চাষের অর্ধেক খরচ উঠছে না। মোটা অংকের টাকা লোকসান গুনতে হবে।

সদর উপজেলার কালিগাংনী গ্রামের পেঁয়াজ চাষি মহিবুল বলেন, এ বছর আমার ৬ বিঘা জমিতে পেঁয়াজ চাষ করেছি। জমি লিজ নিয়ে তিনি এ চাষ করেছেন। পেঁয়াজের ফলনও কম আবার দরপতন। সব মিলিয়ে আমি দিশেহারা হয়ে পড়েছি। সাহারবাটি গ্রামের কৃষক মহিবুল ইসলাম জানান, তিনি এক বিঘা জমিতে পেঁয়াজের আবাদ করেছেন। চাষে মোট খরচ হয়েছে ৪০ হাজার টাকা। এ জমিতে পেঁয়াজ পেয়েছেন ৬৫ মণ। প্রতি মণ ৬০০ টাকা কেজি দরে ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। পেঁয়াজ বিক্রি করে মুনাফা তো হয়নি, উল্টো কয়েক হাজার টাকা লোকসান হয়েছে। জেলার বিভিন্ন খুচরা বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পেঁয়াজ প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৪০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গেল ১০ দিন আগেও খুচরা বাজারে পেঁয়াজ ৮০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি করতে দেখা গেছে। সে সময় চাষিরা লাভের মুখ দেখলেও এক সপ্তাহের ব্যবধানে চাষিদের মুখের হাসি বিলীন হয়ে গেছে। বর্গা চাষিরা অনেকেই বড় ধাক্কা খেয়েছেন পেঁয়াজের দরপতনে। মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক বিজয় কৃষ্ণ হালদার জানান, চলতি মৌসুমে চাষিরা গতবারের তুলনায় এববছর দ্বিগুণ পেঁয়াজ চাষ করেছেন। তবে পেঁয়াজের বাজারে দরপতনে অনেক চাষি লোকসানে পড়বেন। স্থানীয় বাজার ছাড়াও বাইরের বাজার খোঁজ করা হচ্ছে। চাষিরা যাতে লোকসানে না পড়েন সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে।

## ২০২৪ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত

সিএনজিচালিত অটোরিকশা, ২৭.৪৮ শতাংশ মোটরসাইকেল, ১৬.৫৬ শতাংশ ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক, ৭.৩৭ শতাংশ নছিমন-করিমন-মাহিন্দ্রা-ট্রাক্টর ও লেগুনা সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। মোটরসাইকেল ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার দুর্ঘটনা ভয়াবহ বাড়লেও এসব সংবাদ গণমাধ্যমে কম আসছে বলে প্রকৃত চিত্র তুলে আনা যাচ্ছে না। যাত্রী কল্যাণ সমিতির পর্যবেক্ষণে মতে সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ২২টি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বেপরোয়া গতি, বিপদজনক অভারটেকিং, সড়কের নির্মাণ ত্রুটি, ফিটনেসবিহীন যানবাহন, চালক, যাত্রী ও পথচারীদের অসতর্কতা, চালকের অদক্ষতা ও ট্রাফিক আইন সংক্রান্ত অজ্ঞতা, পরিবহন চালক ও মালিকের বেপরোয়া মনোভাব, অরক্ষিত রেলক্রসিং, রাস্তায় ফুটপাত না থাকা বা ফুটপাত বেদখলে থাকা, ট্রাফিক আইন প্রয়োগে দুর্নীতি, চালকের নিয়োগ ও কর্মঘণ্টা সুনির্দিষ্ট না থাকা ইত্যাদি। এছাড়া টুকটুকি-ইজিবাইক-ব্যাটারিচালিত রিকশা, মোটরসাইকেল, সিএনজি অটোরিকশা নির্ভর গণপরিবহন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হওয়ার কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ভয়াবহভাবে বাড়ছে। যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মো. মোজাম্মেল হক চৌধুরী বলেন, সরকার বদল হলেও পরিবহনের কাঠামোগত কোনও পরিবর্তন আসেনি। চাঁদাবাজির হাতবদল হয়েছে কেবল, ফিটনেসহীন যানবাহন সড়কে চলছে, আইনের অপপ্রয়োগ চলছে, বিআরটিএ রাজস্ব আদায়ে ব্যস্ত, ট্রাফিক বিভাগ জরিমানা আদায়ে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার যাবতীয় উপাদান সড়কে বিদ্যমান রাখা হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেবল সভা-সমাবেশে, বক্তৃতা-বিবৃতি আর পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ দিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলেও দাবি করেন তিনি। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস, সমাজ উন্নয়নকর্মী আবদুল্লাহ আল-জহির স্বপন, যাত্রী কল্যাণ সমিতির সহ-সভাপতি তাওহীদুল হক, যুগ্ম মহাসচিব মনিরুল হক, প্রচার সম্পাদক মাহমুদুল হাসান রাসেল, সদস্য ও দুর্ঘটনা মনিটরিং সেলের মো. জিয়াউল হক চৌধুরী প্রমুখ।

## রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে

আসামিদের বিরুদ্ধে ১৩টি মামলা হয়েছে।

## নারায়ণগঞ্জে গণপিটুনিতে ডাকাত

মর্গে পাঠায়। আড়াইহাজার থানার ওসি এনায়েত হোসেন জানান, নিহত মুকুল আন্তজেলা ডাকাত দলের সদস্য। তার বিরুদ্ধে আড়াইহাজারসহ বিভিন্ন থানায় খুন-ডাকাতিসহ বেশ কিছু মামলা রয়েছে।

## আ. লীগ নেতাকে ছাড়িয়ে নিতে

উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল বারী বলেন, দল করার অধিকার সব নাগরিকের আছে। দল করার কারণে কোনও নিরপরাধ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে থানায় এনে নির্যাতন করা যাবে না। এ জন্য ছাত্র-জনতা রাস্তায় নেমেছে। প্রত্যেক নাগরিক যেন নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারে সে জন্য ছাত্র-জনতা রক্ত দিয়েছে। জয়দেবপুর থানার ওসি আবদুল হালিম জানান, ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শফিকুল সিকদারকে আটক করা হয়। তবে জামায়াতের নেতাকর্মীরা তাকে নিজেদের কর্মী দাবি করে থানার সামনে জড়ো হন। এ বিষয়ে গাজীপুর জেলা জামায়াতের সহকারী সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, শফিকুল সিকদার ২০১৮ সালের আগে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরে তিনি জামায়াতের রাজনীতিতে যুক্ত হন। তার দাবি, অন্য একটি দলের নেতারা শফিকুল সিকদারকে নিজেদের দলে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। ওই দলে যোগ না দেওয়ার কারণে তারা শফিকুল সিকদার পুলিশে ধরিয়ে দেন। এ কারণে কথা বলতে তারা থানায় যান জামায়াতের স্থানীয় নেতারা। এদিকে ২০২৩ সালের ৮ সেপ্টেম্বর মির্জাপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক ও তিন যুগ্ম আহ্বায়ক স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের কমিটিতে ২৩ নম্বর ক্রমিকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে শফিকুল সিকদারের নাম রয়েছে।

## পুঁজিবাজারে মূলধন বেড়েছে

পয়েন্টে, ডিএসই শরীয়াহ সূচক ১১.৫৪ পয়েন্ট বা ০.৯৯ শতাংশ কমে ১ হাজার ১৫৫ পয়েন্টে এবং ডিএসএমইএক্স সূচক (এসএমই ইনডেক্স) ১৯.৩৯ পয়েন্ট বা ১.৭৮ শতাংশ বেড়ে ১ হাজার ১১০ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৬২ হাজার ৯৫১ কোটি ৪২ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে ডিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৬০ হাজার ১৬০ কোটি ৯৬ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ৭৯০ কোটি ৪৬ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১ হাজার ৩৯২ কোটি ৪৮ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ১ হাজার ১৭৪ কোটি ১৫ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে ডিএসইতে লেনদেন বেড়েছে ২১৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে ডিএসইতে মোট ৩৯৬টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে দর বেড়েছে ১৬৪টির, কমেছে ১৮২টির ও অপরিবর্তিত আছে ৫০টির। তবে, লেনদেন হয়নি ১৭টি কোম্পানির। অপর পুঁজিবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইর সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ১১৬.৮৫ পয়েন্ট বা ০.৮০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪ হাজার ৫৫২ পয়েন্টে। সিএসইর অপর সূচকগুলোর মধ্যে সিএসই-৩০ সূচক ১.৮৮ শতাংশ বেড়ে ১২ হাজার ৯২ পয়েন্টে, সিএসসিএক্স ০.৭৪ শতাংশ বেড়ে ৮ হাজার ৮৫৯ পয়েন্টে, সিএসআই সূচক ০.৩২ শতাংশ বেড়ে ৯৩২ পয়েন্টে এবং এসইএসএমইএক্স (এসএমই ইনডেক্স) ১.৭০ শতাংশ বেড়ে ২ হাজার ৪৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে ৬ লাখ ৯৭ হাজার ৮০৩ কোটি ১১ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহের শেষ কার্যদিবসে সিএসইর বাজার মূলধন ছিল ৬ লাখ ৯৪ হাজার ৮১৩ কোটি ৩ লাখ টাকা। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে বাজার মূলধন বেড়েছে ২ হাজার ৯৯০ কোটি ৮ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন হয়েছে ১৬৭ কোটি ৪৬ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। বিদায়ী সপ্তাহের আগের সপ্তাহে লেনদেন হয়েছিল ৩৮৮ কোটি ১৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অর্থাৎ সপ্তাহের ব্যবধানে সিএসইতে লেনদেন কমেছে ২২০ কোটি ৭১ লাখ টাকা। বিদায়ী সপ্তাহে সিএসইতে মোট ২৮১টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেনে অংশ নিয়েছে। কোম্পানিগুলোর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দর বেড়েছে ১২৭টির, কমেছে ১২৪টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩০টির।

## ঢাবির চারুকলা ইউনিটের ভর্তিপরীক্ষা

আহমদ উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান প্রতিযোগিতামূলক এ ভর্তিপরীক্ষা অত্যন্ত সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা ও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে ভর্তিপরীক্ষাসহ সব আয়োজনে আমরা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি সর্বজনতার যে মমতা রয়েছে, ভবিষ্যতেও তা অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সবার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

## সাত কলেজের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সিন্ডিকেটের চোরদের কাছে যেতে দেবো না। ঢাবি প্রশাসন ষড়যন্ত্রমূলকভাবে গত বছরের সব নিয়ম-কানুন ভেঙে ২০২৪-২৫ সেশনের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি তৈরি করেছে। এই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি আমরা প্রত্যাখান করছি। কারণ এই প্রশাসন ভর্তির মাধ্যমে শুধু টাকা ইনকাম করা ছাড়া গত সাত বছরে আমাদের কোনও ভালো শিক্ষাজীবন উপহার দেয়নি। তাই ঢাবি অধিভুক্ত অবস্থায় আর কোনও সেশনের ভর্তি শিক্ষার্থীরা মেনে নেবে না। তাদের ৫ দাবি হলো-

১. সাত কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত অবস্থায় আর কোনও ভর্তি পরীক্ষা হবে না।

২. সাত কলেজ নিয়ে রাষ্ট্র যে স্বতন্ত্র স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তর বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে, উক্ত কমিটি ও সাত কলেজের প্রিন্সিপালসহ শিক্ষার্থী ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে নতুন সেশনের (২০২৪-২৫) ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছে তার মাধ্যমে নতুন সেশনে, নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোতে ভর্তি করা এবং বর্তমান কাঠামো সচল রাখতে ঢাবি প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীদের সেশনজটের ভোগান্তি না হয়।

৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক কখনও আমাদের ক্লাস নেয়নি। তারপরও কীভাবে আমাদের পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন করে তা বোধগম্য নয়। বিগত সময়ে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের খাতা মূল্যায়ন করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তা প্রচার এবং বিরূপ মন্তব্য করে। আমাদের উত্তরপত্র যেন সাত কলেজের শিক্ষকদের মাধ্যমেই মূল্যায়ন করা হয়, তার জোর দাবি জানাচ্ছি।

৫. মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ২০২৪-২৫ সেশনে ভর্তির ক্ষেত্রে আসন সংখ্যা অর্ধেক বা আরও কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কলেজগুলোর অধ্যক্ষদের মতামত নেবে। বিভাগভিত্তিক অবকাঠামো বিবেচনা করে নতুন সেশনের শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে হবে।

## কনকনের শীতের মাঝেই

দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। এদিকে পঞ্চগড় জেলার উপর দিয়ে মৃদু শৈত্য প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকতে পারে। রোববার সকাল থেকে সোমবার (৬ জানুয়ারি) সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। সোমবার সকাল থেকে মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্য রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং তা কোথাও কোথাও দুপুর পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে বিমান চলাচল, অভ্যন্তরীণ নদী পরিবহন এবং সড়ক যোগাযোগ সাময়িকভাবে ব্যাহত হতে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। ঘন কুয়াশার কারণে সারাদেশের কোথাও কোথাও দিবাভাগে শীতের অনুভূতি বিরাজমান থাকতে পারে। শনিবার ভোরে দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

## দেশীয় অস্ত্রসহ ২ পেশাদার

সদস্য। তারা ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ করে গাবতলী থেকে বড়িবাঁধ বড়বাজার রোড এলাকায় ছিনতাই করে থাকে। তারা দেশীয় অস্ত্র দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে পথচারীদের কাছে থাকা ব্যাগ, মোবাইল ফোন, বিশেষ করে নারী পথচারীদের ভ্যানিটি ব্যাগসহ অন্যান্য মূল্যবান মালামাল ছিনতাই করে থাকে। অনেক সময় মহাসড়কে ট্রাফিক সিগন্যালে জ্যামের সৃষ্টি হলে গ্রেপ্তাররা সিএনজির রেক্সিন কভার চাকু, ছুরি দিয়ে কেটে ভেতরে থাকা যাত্রীদের তাৎক্ষণিক ভয়ভীতি দেখিয়ে মালামাল ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যায়।

## স্টেডিয়ামের গেট থেকে ৫০ চোরাই

করা হয়েছে বলেও জানান তালেবুর রহমান।

## বিগত তিন নির্বাচনের অনিয়ম

বিগত নির্বাচনের অনিয়ম ও ত্রুটিগুলো শনাক্ত করে প্রতিবেদন ইসি সচিবালয়ে পাঠাতে হবে। সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিন কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জাতিকে উপহার দেওয়াই নির্বাচন কমিশনের প্রধান লক্ষ্য। এজন্য নির্বাচন কমিশনের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অমূল্য অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে হবে। আপনারা ভালো নির্বাচনও দেখেছেন, খারাপ নির্বাচনও দেখেছেন। ভালোর অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করবেন। খারাপ অভিজ্ঞতাকে পরিহার করবেন। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ভুলে জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করে নির্বাচন কমিশনের আস্থার সংকট দূর করতে হবে। নির্বাচন কমিশনকে শ্রদ্ধার আসনে বসাতে কমিশন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কমিশনের কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তা সম্ভব হবে। যে কোনো সময় নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে কমিশনের কর্মকর্তাদের আগাম প্রস্তুতি নিতে হবে। নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচনী ব্যবস্থা কী কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলো, এটি কমিশনকে অবগত করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্তদের গাফিলতি, দায়িত্বে অবহেলা, দুর্বলতা ও দুরভিসন্ধি থাকতে পারে। ভবিষ্যতে যেন এমন না হয়, সেজন্য আগাম সর্তক থাকতে হবে। নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার কর্মকর্তাদের বলেন, বিগত নির্বাচনের ত্রুটি শনাক্ত করে তা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে হবে। জনগণ অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করে। অনিয়মের সাথে জড়িতরা বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে শোধরানোর চেষ্টা করতে হবে। বর্তমান সময়ে নির্বাচনী অনিয়মের সাথে জড়িত কাউকে বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়া হবে না। গত ২১ নভেম্বর দায়িত্ব নেয় সিইসি এএমএম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নতুন কমিশন। ইতোমধ্যে তারা বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনেরও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সাবেক সচিব কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন কমিশনের অধীনে। একাদশ সংসদ নির্বাচন করেছে কেএম নুরুল হুদার কমিশন। আর দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেছে কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন। ছাত-জনতার অভ্যুত্থানের এক মাস পর গত ৫ সেপ্টেম্বর নিজে থেকে পদত্যাগ করে আউয়াল কমিশন, এমন ঘটনা দেশে এই প্রথম।

## বিভিন্ন শ্রেণির নতুন পাঠ্যবইয়ে যেসব

রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা', মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'লাইব্রেরি', জহির রায়হানের 'বাঁধ' গল্প বাদ গেছে। জহির রয়হানের বাঁধ গল্পটি বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'একুশের গল্প'। সেলিনা হোসেনের 'রক্তে ভেজা একুশ', হুমায়ূন আহমেদের 'নিয়তি' এবং জাফর ইকবালের 'তথ্য প্রযুক্তি' বাদ দেওয়া হয়েছে। নতুন করে যুক্ত হয়েছে 'আমাদের গৌরবগাঁথা। কবিতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে কাজী নজরুল ইসলামের 'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে', সৈয়দ শামসুল হকের বাঙালির আত্মপরিচয়ের ইতিহাস নিয়ে লেখা 'আমার পরিচয়'। কবি নির্মলেন্দু গুণের 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' এবং কামাল চৌধুরীর 'সহসী জননীর কথা'। নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে ২০২৪ সালের অভ্যুত্থান নিয়ে লেখা 'আমাদের গৌরবগাঁথা'।

অষ্টম শ্রেণি: অষ্টম শ্রেণির 'সাহিত্য কণিকা' বইয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে কামরুল হাসানের 'আমাদের লোক শিল্প' ও মোতাহার হেসেন চৌধুরীর 'লাইব্রেরি'। নতুন করে যুক্ত করা হয়েছে 'গণঅভ্যুত্থানের কথা'। অষ্টম শ্রেণির বাংলা দ্রুতপঠন পাঠ্যবইয়ের শুরুতে ছিল জাতীয় চার নেতার ছবি, পরিমার্জিত নতুন বইয়ে তা বাদ দেওয়া হয়েছে।

সপ্তম শ্রেণি: ২০১২ সালের শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে প্রণীত ২০২২ সালের সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবই 'সপ্তবর্ণা' ২০২৫ সালে পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পাঠ্যবই থেকে গৌরিপ্রসন্ন মজুমদারের 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' ও সুনির্মল বসুর 'সবার আমি ছাত্র' কবিতা দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে হাসান রুবায়েতের কবিতা 'সিঁথি'। হাসান রুবায়েতের কবিতার বিষয় হচ্ছে ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলন। কবি লিখেছেন, 'ভাই মরলো রংপুর/সেই রংপুরই তো বাংলাদেশ/নুসরাতেরা আগুন দিল/দোজখ যেন ছড়ায় কেশ/কওমি তরুণ দাঁড়ায় ছিল/কারবালারই ফোরাতে/শাহাদতের আগুন দিলে/খুনির আরশ পোড়াতে/।

ষষ্ঠ শ্রেণি: ষষ্ঠ শ্রেণির 'চারুপাঠ' বইয়ে 'কার্টুন, ব্যঙ্গচিত্র ও পোস্টারের ভাষা' শিরোনামে মুক্তিযুদ্ধের সময় নিতুন কুণ্ডের আঁকা একটি পোস্টার 'সদা জাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী' ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া ১৯৮২ সালে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে পটুয়া কামরুল হাসানের 'দেশ আজ বিশ্ববেহায়ার খপ্পরে' শিরোনামের ব্যঙ্গচিত্র যুক্ত করা হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই অন্দোলনের পোস্টারও আছে এই অধ্যায়ে। তবে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে পটুয়া কামরুল হাসানের বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'এই জানোয়ারটা আবার আক্রমণ করতে পারে', পরবর্তীকালে 'এই জানোয়ারকে হত্যা করতে হবে' শিরোনামের চিত্রকর্মটি ব্যবহার করা হয়নি। তবে ২০২৪ সালে ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ব্যবহার করা হয়েছে হেলিকপ্টার থেকে গুলি করার একটি দৃশ্য। ষষ্ঠ শ্রেণির 'চারুপাঠ' থেকে সৈয়দ শামসুল হকের 'কত দিকে কত কারিগর' শিরোনামের গদ্য লেখাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। যুক্ত করা হয়েছে কামরুল হাসানের 'আমাদের লোকশিল্প'। রোকনুজ্জামান খানের ছড়া 'মুজিব' বাদ দিয়ে তারই লেখা 'চিঠি বিলি' যুক্ত করা হয়েছে।

পঞ্চম শ্রেণি: ২০২২ সালে প্রণীত পঞ্চম শ্রেণির 'আমার বাংলা বই' এর প্রথম প্রচ্ছদে ছিল বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের ছবি। এবার সেখানে স্থান পেয়েছে ফুল-পাখিসহ প্রকৃতিক সৌন্দর্যের দৃশ্য। এই বই থেকে গল্প ও কবিতার মধ্য থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে লুৎফর রহমান রিটনের ছড়া 'ফেব্রুয়ারি গান', সেখানে যুক্ত করা হয়েছে নির্মল বসুর কবিতা 'সবার আমি ছাত্র'। 'স্মরণীয় যাঁরা বরণীয় যাঁরা' গদ্যের শিরোনামটি পাল্টে দেওয়া হয়েছে। এখনকার শিরোনাম হচ্ছে, 'স্মরণীয় যাঁরা চিরদিন'। বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্বিক নির্দশন নিয়ে লেখা গদ্য 'মাটির নিচে যে শহর' বাদ দেওয়া হয়েছে। সেখানে নতুন গদ্য যুক্ত করা হয়েছে, 'আমরা তোমাদের ভুলব না'। এই গদ্যে শহীদ তিতুমীর, শহীদ প্রীতিলতা, শহীদ আমানুল্লা মো. আসাদুজ্জামান, শহীদ মতিউর রহমান মল্লিক, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক, শহীদ অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শামসুজ্জোহার পরে যুক্ত করা হয়েছে শহীদ নূর হোসেন, শহীদ ডা. মিলন, শহীদ নাসির উদ্দিন জেহাদের নাম। এরপর যুক্ত করা হয়েছে ২০২৪ সালে ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহীদ আবু সাঈদ ও শহীদ মীর মাহফুজুর রহমান মুগ্ধের নাম। 'দেখে এলাম নায়াগ্রা' গল্পটি বাদ দিয়ে ঈশপের গল্পড় 'জলপরী ও কাঠুরের গল্প' যুক্ত করা হয়েছে। কবি শামসুর রাহমানের 'রৌদ্র লেখে জয়' কবিতা বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে কবি আল মাহমুদের জনপ্রিয় 'নোলক' কবিতাটি। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে নিয়ে লেখা গদ্যটি বাদ দিয়ে সেখানে যুক্ত করা হয়েছে 'কুমড়ো ও পাখির কথা' গদ্য। শহীদ তিতুমীরকে নিয়ে লেখা বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে আরব্য উপন্যাসের আলিফ লায়লার গল্প 'দৈত্য ও জেলে'। আর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গল্প সেলিনা হোসেন 'অপেক্ষা' বাদ পড়েছে।

চতুর্থ শ্রেণি: চতুর্থ শ্রেণির বাংলা বই থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মমতাজ উদ্দিন আহমেদের লেখা গদ্য 'বাংলার খোকা' এবং সানাউল হকের 'মুক্তি ছড়া'। যুক্ত হয়েছে নতুন গদ্য 'টুনুর কথা' ও রজনী কান্তের 'স্বাধীনতার সুখ' কবিতা। 'মোবাইল ফোন' শিরোনামের গদ্যটি বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'বই পড়ায় অনেক মজা'।

তৃতীয় শ্রেণি: ২০২৩ সালে প্রণীত তৃতীয় শ্রেণির বাংলা বই পরিমার্জন করে যুক্ত করা হয়েছে 'ঘাষ ফড়িং ও পিঁপড়ার গল্প'। বাদ দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু ছোটবেলা নিয়ে লেখা 'সেই সাহসী ছেলে', যুক্ত করা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ছেলেবেলা'।

দ্বিতীয় শ্রেণি: বাংলা বইয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'সিংহ আর ইঁদুরের গল্প'। 'পহেলা বৈশাখ' গল্পটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে 'নববর্ষ'। লেখা ও ছবিতে আনা হয়েছে পরিবর্তন। মঙ্গল শোভাযাত্রা বা পহেলা বৈশাখের শোভাযাত্রার ছবি বাদ দিয়ে বৈশাখের অন্য সব উপকরণের ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা 'সোনার ছেলে' গল্প বাদ দিয়ে যুক্ত করা হয়েছে 'দুখু মিয়ার জীবন' গল্পটি।

## সারা দেশে প্লাস্টিক বর্জ্যে

(এবিএস) এবং পলিথিলিন টেরেফথালেটের কণার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), আইইউসিএন ও বিশ্বব্যাংকের তথ্য বলছে, ২০০৫ সালে দেশের শহরাঞ্চলে বার্ষিক মাথাপিছু প্লাস্টিকের ব্যবহার ছিল মাত্র তিন কেজি, যেটি ২০২০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯ কেজিতে উন্নীত হয়েছে। বতর্মানে শুধু রাজধানীতেই একজন মানুষ বছরে ২৪ কেজি প্লাস্টিক ব্যবহার করছে। রাজধানীতে গড়ে প্রতিদিন পলিথিনের ব্যবহার হচ্ছে দেড় কোটি পিস। এদিকে পলিথিন উৎপাদনে সারা দেশে দেড় হাজারের বেশি অবৈধ কারখানা রয়েছে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের এই মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ধ্বংস হচ্ছে পরিবেশ, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নদী ও সাগর। আর বর্ষাকালে ভেঙে পড়ছে দেশের ড্রেনেজব্যবস্থা। মানবস্বাস্থ্যের নানা রোগের উপসর্গ তৈরি করছে এসব পলিথিন ও প্লাস্টিক। এসব বিষয়ে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের (পবা) সম্পাদক সৈয়দ মাহবুবুল আলম তাহিন সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'বাংলাদেশে পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে মোবাইল কোর্টনির্ভরতা কমাতে হবে। এ ছাড়া পরিবেশ আইন সংশোধনের মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক জরিমানার ক্ষমতা দিতে হবে। আর প্লাস্টিকদূষণসংক্রান্ত কার্যকর বিধিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প না থাকায় এর ব্যবহার কমানো যাচ্ছে না। তাই পলিথিনের বিকল্প হিসেবে পাটপণ্যের ও তন্তুজাতীয় পণ্যের ব্যবহার বাড়াতে হবে। বায়োডিগ্রেডেবল প্লাস্টিক উৎপাদনে প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদানে কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। 'অন্তর্বর্তী সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের ঘোষণা অনুযায়ী সারা দেশে নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদনকারী কারখানার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও সমন্বিত মনিটরিং টিম। এ ছাড়া পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে সব মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং অধীন দপ্তর ও সংস্থার কার্যালয়ে 'সিঙ্গল ইউজ প্লাস্টিক' ব্যবহার বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। গত বছর ৫ সেপ্টেম্বর এক চিঠিতে সব সচিব, সিনিয়র সচিব, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকদের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এই নির্দেশ দিয়েছে। চিঠিতে পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের গত বছর ২৯ আগস্টের এক চিঠির উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া নিষিদ্ধ পলিথিনের বিরুদ্ধে গত বছর ৩ নভেম্বর থেকে অভিযান পরিচালনা করছে পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত কমিটি। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের এসংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির সভাপতি ও অতিরিক্ত সচিব তপন কুমার বিশ্বাস সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, পলিথিন শপিং ব্যাগের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর। এজাতীয় ব্যাগের ব্যবহার বন্ধে সবাইকে সরকারের নির্দেশনা মানতে হবে। অন্যথায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধে গত বছর ৩ নভেম্বর থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাত করার দায়ে ১৯৯টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করেছে। এসব অভিযানে ৪১৪টি প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৫ লাখ ৭২ হাজার ৩০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আনুমানিক ৫০ হাজার ৫৫৬ কেজি নিষিদ্ধঘোষিত পলিথিন জব্দ করা হয়। চারটি পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানার সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

## মাদারীপুরে ছাত্রদল-যুবদলের সংঘর্ষে আহত ৫

**স্টাফ রিপোর্টার :** মাদারীপুর জেলার কালকিনিতে যুবদল ও ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে আহত হয়েছে অন্তত পাঁচজন। এ সময় বেশ কয়েকটি ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনাও ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী ও অতিরিক্ত পুলিশ। গতকাল শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে কালকিনি পৌরসভার পাঙ্গাশিয়া এলাকার সৈয়দ আবুল হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের সামনে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, আধিপত্য নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে কালকিনি উপজেলা যুবদল নেতা শামীম মোল্লার সঙ্গে উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব সাইফুল মুন্সির বিরোধ চলে আসছিল। এরই জেরে দুপুরে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুপক্ষের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় বেশ কয়েকটি হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ভাঙচুর করা হয় বেশ কয়েকটি দোকানপাট। সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অন্তত পাঁচজন আহত হয়। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় এখনো কাউকেই আটক করতে পারেনি পুলিশ। এদিকে আহতদের উদ্ধার করে ভর্তি করা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। কালকিনি থানার ওসি মো. সোহেল রানা বলেন,ওসেনাবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। ফের যেন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি না ঘটে সেজন্য অতিরিক্ত পুলিশ ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। অভিযুক্তদের ধরতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

## ময়মনসিংহে বাসের ধাক্কায় বাবার মৃত্যু, মেয়ে হাসপাতালে

**স্টাফ রিপোর্টার :** ময়মনসিংহের ত্রিশালে বাসের ধাক্কায় ফরিদুল ইসলাম শেখ (৫০) নামের একজন নিহত হয়েছেন। এ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তার মেয়ে সেলিনা আক্তার (২৮)। তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে উপজেলার বৈলর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ফরিদুল ইসলাম শেখ উপজেলার বৈলর ইউনিয়নের বৈলর গ্রামের সোহরাব আলী মণ্ডলের ছেলে। তিনি রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজ করতেন। ত্রিশাল থানার ওসি মো. মনসুর আহমেদ বলেন, ফরিদুল ইসলাম শেখের মেয়ে সেলিনা (২৮) গাজীপুরের একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। রাতে ফরিদুল তাকে গাড়িতে তোলে দেওয়ার জন্য হেঁটে বৈলর এলাকার মোড়ে যাচ্ছিল। এসময় দ্রুত গতিতে আসা একটি বাস দুজনকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে ফরিদুল মারা যান। আশপাশের লোকজন সেলিনাকে উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ওসি বলেন, নিহতের পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে লাশ ময়নাতদন্ত ছাড়াই হস্তান্তর করা হয়েছে। ঘাতক বাসসহ চালক সোহেলকে আটক করে মামলা দেওয়া হয়েছে। তাকে আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

## লালমনিরহাটে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে গিয়ে যুবকের মৃত্যু

**স্টাফ রিপোর্টার :** লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মাদ্রাসায় বিদ্যুতের সংযোগ দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আবু তালহা (৩২) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে উপজেলার পূর্ব বিছনদই গ্রামের ৭ নং ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আবু তালহা পূর্ব বিছনদই গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে। আবু তালহা কোরআনের হাফেজ। আবু তালহা গতরাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে কবর নিয়ে একটি পোস্ট করেন। পোস্টের ১৭ ঘণ্টা পর তার এমন মর্মান্তিক মৃত্যু এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় বাড়ির পাশে মাদ্রাসায় বিদ্যুতের লাইন দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে পড়েন তালহা। পরে স্থানীয়রা হাতীবান্ধা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। হাতীবান্ধা থানার ওসি মাহমুদুন্নবী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

## বগুড়ায় নারীকে কুপিয়ে হত্যা

**স্টাফ রিপোর্টার :** বগুড়ার নন্দীগ্রামে নিজের বাড়িতে এক নারীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহতের নাম রওশন আরা বেগম (৫৫)। তিনি নন্দীগ্রাম উপজেলার ভাটরা ইউনিয়নের রোস্তমপুর নোয়াপাড়া গ্রামের প্রবাসী আলেফ মিয়ার স্ত্রী। গত শুক্রবার গভীর রাতে এ ঘটনা ঘটে। নন্দীগ্রাম থানার ওসি তারিকুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় ইউপি সদস্য ফরিদুল ইসলাম বলেন, রওশন আরা বেগমের স্বামী মালয়েশিয়া থাকেন। তার এক ছেলে চাকরির সুবাদে ঢাকায় বসবাস করেন। মেয়ের বিয়ে হওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে বসবাস করেন। একারণে রওশন আরা বেগম একাই নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। গতকাল শনিবার সকালে প্রতিবেশীরা ওই বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান রওশন আরার লাশ বারান্দায় পড়ে আছে। তার মুখ মন্ডল এবং মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। ঘরের মালামাল এলোমেলো ছড়িয়ে পড়ে আছে। খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে লাশ উদ্ধার করে এবং আলামত সংগ্রহ করেন। নন্দীগ্রাম থানার ওসি তারিকুল ইসলাম বলেন, ঘরের মালামাল তছনছ করা হলেও চুরি বা ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি। বাসার মালামাল, মোবাইল ফোন সোনার গহনা কোনো কিছুই খোয়া যায়নি। এছাড়াও ঘরের মধ্যে রক্ত পড়ে থাকার কোনো আলামত পাওয়া যায়নি। ধারনা করা হচ্ছে ওই নারীকে বারান্দাতেই কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

## ময়মনসিংহে কলেজছাত্র হত্যা মামলার আসামি বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার

**স্টাফ রিপোর্টার :** ময়মনসিংহের নান্দাইলে কলেজছাত্র মুরাদ হাসান (১৭) হত্যা মামলার আসামি আশরাফুল আলম হামিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তিনি নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের নেতা। বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সময় গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ঢাকার হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার আশরাফুল আলম হামিম একই উপজেলার আলাবক্সপুর গ্রামের আবুল কালামের ছেলে। তিনি নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ ডিগ্রি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের নেতা। নিহত মুরাদ নান্দাইল পৌসভার কাকচর মহল্লার বাসিন্দা তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে। তিনি নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ ডিগ্রি কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে নান্দাইল থানার ওসি ফরিদ আহম্মেদ বলেন, ঘটনার পর থেকেই ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল আলম হামিম বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। তাকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক টিম চেষ্টা চালাচ্ছিল। রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারি, হত্যাকাণ্ডের মূলহোতা হামিম বিদেশ চলে যাওয়ার জন্য সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। এ অবস্থায় কাতার যাওয়ার আগ মুহূর্তে বিমানবন্দর থানা পুলিশের সহায়তায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে থানায় নিয়ে আসার কাজ প্রক্রিয়াধীন। মামলা সূত্রে জানা যায়, গতবছরের গত ৩১ মে রাত সাড়ে ৮টার দিকে নান্দাইল উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র এক প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় লিফলেট বিতরণ করছিলেন কলেজছাত্র মুরাদসহ অনেকেই। এসময় তাদের নির্বাচনী প্রচারে বাধা দেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থক স্থানীয় ছাত্রলীগের নেতারা। এসময় তারা স্বতন্ত্র প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণাকারীদের মার-ধরসহ ধাওয়া দেন। একপর্যায়ে তারা স্থানীয় চন্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠের কিনারায় নিয়ে মুরাদসহ অনেককেই লাঠিসোঁঠা ও দেশীয় অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে মারধর করেন। এসময় অন্যরা পালিয়ে রক্ষা পেলেও মুরাদ মাটিতে পড়ে যান। তখন ছাত্রলীগ নেতা আশরাফুল আলম হামিম ক্ষুব্ধ হয়ে মুরাদের বুকের ওপর উঠে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত করেন। পরে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে মারা যান মুরাদ। এ ঘটনায় ১১ জনকে অভিযুক্ত করে নিহতের পরিবার একটি হত্যা মামলা করে।

## বিএনপি নেতার মামলায় গ্রেপ্তার, কারা হেফাজতে দিনমজুরের মৃত্যু

**স্টাফ রিপোর্টার :** হামলা ও ভাঙচুর মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে কারা হেফাজতে নিত্য সরকার (৪৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গত শুক্রবার রাত ১০টায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে নিত্য সরকার কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে ৩১ ডিসেম্বর রাতে তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনা হয়। মানিকগঞ্জের হরিরাম-পুর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো. দেলোয়ার হোসেন দুলালের দায়ের করা মামলায় গত ৩০ অক্টোবর গ্রেপ্তার হন তিনি। নিত্য সরকার মানিকগঞ্জ জেলার হারিরামপুর উপজেলার গালা ইউনিয়নের কালোই এলাকায় জগদীশ সরকারের ছেলে। তিনি তিন সন্তানের জনক। বড় দুই মেয়ের বিয়ে হলেও বাড়িতে ছোট ছেলে ও স্ত্রী আছে তার। গতকাল শনিবার নিহতের ভাই হৃদয় মণি দাস বলেন, গতকাল (গত শুক্রবার) রাতে আমাদের ফোন করে পুলিশ জানায় নিত্য দা আর বেঁচে নেই। এর আগে ৩১ ডিসেম্বর মানিকগঞ্জ জেলখানা থেকে ঢাকা মেডিকেলে আনলে তার স্ত্রী অলোকা রাণী দেখা করতে যান। তিনি আরও বলেন, মামলার বাদী বিএনপি নেতা দুলাল মধ্যরাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে মারতে-মারতে 'তুই আওয়ামী লীগ করস' বলে পুলিশের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সে একজন দিনমজুর। কাঠমিস্ত্রির কাজ করে। সারাদিন কাজ করে যে টাকা পায় তা দিয়ে তার সংসার চলে। প্রতিহিংসার মাধ্যমে তাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তার মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই। এ বিষয়ে মামলার বাদী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন দুলাল বলেন, নিত্য সরকার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের কালোই ইউনিয়নের সভাপতি। সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত হারুনার রশীদ খান মুন্নুর বয়ড়া গ্রামের বাসভবনে হামলা চালায় আওয়ামী দুর্বৃত্তরা। তখন তিনিও সেই হামলা-ভাঙচুরে শামিল হন। তিনি আগে থেকেই অসুস্থ। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের হরিরামপুর উপজেলার সভাপতি হরিপদ সূত্রধর বলেন, আমাদের এই সংগঠনটি রাজনৈতিক কোনো সংগঠন নয়। আমরা সংখ্যালঘুদের নিয়ে কাজ করি। তাছাড়া নিত্য সরকার আমাদের সংগঠনের কেউ না। এ বিষয়ে মানিকগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির বলেন, চিকিৎসার জন্য ৪ দিন আগে নিত্য সরকারকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে আমাদের তার স্বজনরা মৃত্যুর বিষয়ে জানিয়েছেন।

## শেরপুরে বই পায়নি মাদরাসা ও কারিগরির শিক্ষার্থীরা

**শেরপুর প্রতিনিধি :** ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিনে শেরপুরে প্রাথমিকের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সব বই পেলেও মাধ্যমিকের শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৫ আগস্ট পতিত আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ছাপানো জটিলতায় মাধ্যমিকে এখন পর্যন্ত চাহিদার ৪ দশমিক ২ শতাংশ বই এসেছে। প্রাথমিকে বই এসেছে ৫৩ শতাংশ। এছাড়া চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির বই এখনো আসেনি। নতুন শিক্ষাবর্ষে দেরিতে বই পাওয়া নিয়ে অভিভাবকরা শঙ্কা প্রকাশ করলেও কর্তৃপক্ষ বলছে, যখন যে বই আসবে সেগুলো শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জেলা মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের দেওয়া তথ্য মতে, শেরপুরে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরিতে মোট শিক্ষার্থী ৩ লাখ ৪০ হাজার ২১৬ জন। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে বইয়ের মোট চাহিদা ৩৩ লাখ ৮২ হাজার ৭৩৮টি। কিন্তু শেরপুরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে এখন পর্যন্ত বই এসেছে ৫ লাখ ৭৩ হাজার। এছাড়া ১১৮টি মাদরাসার এবং ১৩টি কারিগরির কোনো বই আসেনি। শেরপুর প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় শ্রেণির পাঁচ উপজেলার সব বই আসলেও ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণির কোনো বই আসেনি। এখন পর্যন্ত শেরপুর সদরে মাধ্যমিক স্কুলে ১০ম শ্রেণির তিনটি বিষয় করে ২২ হাজার ৮শ টি বই ও ৭ম শ্রেণির ২৪ হাজার ৩শ টি বই এসেছে। এছাড়া শ্রীবরদী উপজেলায় মাধ্যমিকে ১০ম শ্রেণির তিনটি বিষয়ের (বাংলা, গণিত,ইরেজি) ৯ হাজার ৮শ ৫২ টি বই, নকলা উপজেলায় ৭ম শ্রেণির তিনটি বিষয়ের (বাংলা, গণিত, ইংরেজি) ১৮ হাজার ৫১৬টি বই, নালিতাবাড়ীতে ৭ম শ্রেণির ১৯ হাজার ৫শ টি বই ও ঝিনাইগাতীতে ৭ম শ্রেণির ১০ হাজার ২শ টি বই এসেছে। শেরপুর জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় ১ হাজার ৪৯৩টি, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৮১টি, মাদরাসা ১০৩টি ও ১৩টি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে । আরজু আহমদ নামে এক অভিভাবক বলেন, আমার মেয়ে নতুন কারিকুলামে নবম শ্রেণিতে পরীক্ষা দিয়ে দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। এবার বছরের মাথায় আবার এটি বাদ হয়ে আগের কারিকুলাম শুরু হচ্ছে। নতুন বছরে নতুন কারিকুলামে পড়তে হবে। আগে যে কোর্স দুই বছর পড়ে শেষ করতো ,এটা এবার একবছরে শেষ করে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। তার ওপর আবার এ বছরের শুরুতেই বই পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এ প্রসঙ্গে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. রেজুয়ান জানান, এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বই উৎসব হয়নি। যেসব বই পাওয়া গেছে তা প্রতিটি উপজেলায় পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বাকী বইগুলো এলেই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. ওবায়দুল্লাহ আহমেদ জানান,মাধ্যমিকের মতো এবার প্রাথমিকেও এখনো শতভাগ বই আসেনি ।

# সম্পাদকীয়

## তরুণদের বিদেশমুখী প্রবণতা কমাতে উদ্যোগ নিন

মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলেমেয়েরা বিদেশে পাড়ি জমাতে হন্যে হয়ে চেষ্টা করছেন। তরুণদের এই প্রবণতাকে কোনোভাবেই নেতিবাচক বলতে পারি না। তবে এর আগে বলা দরকার, বিদেশে উচ্চশিক্ষায় গমনের ক্ষেত্রে একটা নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে। একটা সময় ছিল, কেবল ধনী পরিবার, বড় ব্যবসায়ী, মন্ত্রী-মিনিস্টার আর আমলা-পুত্রকন্যারাই এ সুযোগ পেতেন বা নিতেন। সমাজের ক্ষমতাশালীরা অবশ্য সব সময় নিজের সন্তানসন্ততিদের বিদেশে নিরাপদে রাখার নীতিতে বিশ্বাসী। এখন মধ্যবিত্ত তো বটেই, সাধারণ গরিব ঘরের, এমনকি কৃষক পরিবারের সন্তানেরাও উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাজ্য, জার্মানি, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন। ওয়েবসাইটে ঢুকে আবেদন করে, বৃত্তি অর্জন করে, প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, ধারকর্জ করে টিকিট কিনে, ব্যাগপত্র গুছিয়ে উড়োজাহাজে উঠে বসছেন। দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, এ তথ্য নতুন নয়। তবে তা কী হারে বাড়ছে, এর একটি ধারণা পাওয়া যায় এদেশে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের এক গবেষণায়। 'নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক এ গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, দেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ পড়াশোনা ও কাজের উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে যেতে আগ্রহী। উচ্চ বেকারত্বই যে এর কারণ, তাও ইঙ্গিত পাওয়া যায় এ গবেষণায়। এতে দেখা যায়, দেশের ৪২ শতাংশ তরুণ বেকারত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন। তাদের মতে, বেকারত্বের প্রধান কারণগুলো হচ্ছে- দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নিয়োগে বৈষম্য এবং পারিবারিক জীবন ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে না পারা। মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত দেশগুলোতে যাবে, পড়ালেখা শেষে ফিরে এসে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু তারা যদি আর দেশে ফিরে না এসে বিদেশেই থেকে যায় তাহলে সেটা হয় 'মেধা পাচার'। দেশের তরুণ শ্রেণীর এই সমস্যা নতুন নয়, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। প্রত্যেক সরকারই এসব সমাধানে অনেক আশ্বাস ও উদ্যোগের কথা বলেছে। সর্বশেষ, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তা কেবল কথার ফুলঝুরি হয়েই ছিল। এতে তরুণ শ্রেণি হতাশ হয়ে 'দেশে কিছু হবে না' বলে দেশ ছাড়ার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, বৈধ-অবৈধ পথে দেশ ছেড়েছে। বন-জঙ্গলের দুর্গম পথ ও ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে জীবন দিয়েছে। তাদের এই বিদেশগামী প্রবণতার মূল কারণ হচ্ছে, দেশে তাদের কর্মসংস্থান বা কোনো কিছু করে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ না থাকা। দিনি দিন কর্মসংস্থান সংকুচিত হচ্ছে। ফলে বিদেশের কঠিন পরিবেশের মধ্যেও স্বাবলম্বী হয়ে জীবন উন্নত করার প্রত্যাশা নিয়ে সেখানে যাওয়া শ্রেয় মনে করছে। জরুরিভিত্তিতে অন্তর্বর্তী সরকারকে যে কাজটি করা উচিত তা হচ্ছে, দেশের বেকারত্ব নিরসনে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া।

মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য উন্নত দেশগুলোতে যাবে, পড়ালেখা শেষে ফিরে এসে দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখবে, এটাই স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু তারা যদি আর দেশে ফিরে না এসে বিদেশেই থেকে যায় তাহলে সেটা হয় 'মেধা পাচার'। দেশের তরুণ শ্রেণীর এই সমস্যা নতুন নয়, দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। প্রত্যেক সরকারই এসব সমাধানে অনেক আশ্বাস ও উদ্যোগের কথা বলেছে। সর্বশেষ, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ঘরে ঘরে চাকরি দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল

## ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান

অন্তর্বর্তী সরকারপ্রধান সম্প্রতি বাংলাদেশে কর্মরত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শীর্ষ নির্বাহীদের দেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক সুযোগ সম্প্রসারণে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। একটি দল হিসেবে একসঙ্গে এবং দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হয়ে কাজ করলে সম্ভাব্য বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে আসতে উৎসাহিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন প্রধান উপদেষ্টা। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্সিং, করহার ও করনীতির নিশ্চয়তা প্রদান, সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ উন্নত করা, বিডার ওয়ান স্টপ সার্ভিস অধিক কার্যকর এবং ক্রেডিট রেটিং উন্নত করার কথা জানান ব্যবসায়ীরা। এতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরাও হবেন আকৃষ্ট। তবে ব্যবসা পরিচালনায় প্রয়োজন স্বচ্ছতা। অস্বচ্ছতা এবং দুর্নীতির জাল সমাজের প্রতিটি সেক্টরে বিদ্যমান। বর্তমান সরকার ব্যবসাবান্ধব, তাই প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে ব্যবসায়ীদের। যাতে এসব সমস্যার সমাধান করা যায়। অনেক বছর যাবৎ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরকারের বিশ্বাসে ঘাটতি এবং অসামঞ্জস্য সম্পর্ক প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার আশপাশের অনেক দেশের তুলনায় ব্যবসা শুরুর সূচকে পিছিয়ে রয়েছে বাংলাদেশ। ব্যবসা পরিচালনায় পদে পদে বাধার সম্মুখীন হতে হয় উদ্যোক্তাদের। ব্যবসা ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সংস্কারের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারকে উদ্যোক্তাদের সমস্যা দূর করতে তৈরি করতে হবে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড।

বাংলাদেশে অর্থনীতির অবস্থা কয়েক বছর ধরে খুবই নাজুক। বিশ্বব্যাংক ও ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স করপোরেশন (আইএফসি) অতীতে যেসব 'ডুইং বিজনেস' প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, সেখানে দেখা গেছে, বাংলাদেশের অবস্থান অধিকাংশ সময় নিচের দিকে ছিল। গত মার্চে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধির দপ্তর (ইউএসটিআর) বৈদেশিক বাণিজ্যের বাধাবিষয়ক একটি প্রতিবেদনে বাংলাদেশে বিনিয়োগের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করে ঘুষ, দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতাকে। বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও ব্যবসা ক্ষেত্রে দুর্নীতির কারণে উদ্যোক্তা হওয়ার আগ্রহ যেন হারিয়ে না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। চলমান শ্রমিক অসন্তোষে পোশাক কারখানা ভাঙচুর ও বন্ধ থাকায় আনুমানিক পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। ঝুঁকি তৈরি হয়েছে ছোট-বড় সব ব্যবসার ক্ষেত্রেই। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়োগ– সবটিতেই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে। আর ব্যবসা ও বিনিয়োগে স্বাভাবিক গতি না থাকলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘটে বিচ্যুতি। কারখানাগুলোতে গ্যাস সংকট চরম আকার ধারণ করেছে দুই বছর আগে থেকেই। নানা রকম আন্দোলন দেশজুড়ে লেগেই আছে। এতে ব্যাহত হচ্ছে পণ্য পরিবহন। অন্যদিকে বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক বার্তা যাওয়ায় প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে বৈদেশিক বিনিয়োগ। দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে তৈরি করতে হবে ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ। ব্যবসায়ীদের প্রত্যাশা ও বিদ্যমান বাধাগুলো দূর করে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ নিরাপদ করা একান্ত প্রয়োজন। অন্তর্বর্তী সরকারের সুযোগ্য নেতৃত্বে দ্রুত ব্যবসাবাণিজ্যে স্থিতিশীল পরিবেশ আসবে এবং দেশের অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হবে– এটাই প্রত্যাশা।

চলমান শ্রমিক অসন্তোষে পোশাক কারখানা ভাঙচুর ও বন্ধ থাকায় আনুমানিক পাঁচ হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স। এক্ষেত্রে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে দেশের অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে নানা রকম চ্যালেঞ্জ। ঝুঁকি তৈরি হয়েছে ছোট-বড় সব ব্যবসার ক্ষেত্রেই। শিল্প, ব্যবসা, বিনিয়োগ– সবটিতেই যেন তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে ফেলছে

# কৃষক পর্যায়ে আলুবীজ সরবরাহ বাড়ানো চাই

ড. মিহির কুমার রায়

বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে আলু মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য এবং বহু দেশে পশুখাদ্য হিসেবে সমাদৃত। আলু উৎপাদনের দিক থেকে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বে সপ্তম স্থানে। আমাদের নিত্যকার খাবারে ও বাণিজ্যে আলু অন্যতম অনুষঙ্গ। আলু শুধু খাদ্য হিসেবেই আবাদ করা হয় না, অর্থকরী ফসল হিসেবেও এর কদর যথেষ্ট। জনৈক চাষির তথ্যমতে, ৬০ শতাংশ জমিতে আগাম জাতের গ্রানুলা আলু চাষ করে খরচ বাদে লাভ হয়েছে ৫২ হাজার টাকা। কয়েকশ' বছর ধরে অর্থকরী ফসল হিসেবে রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর অঞ্চলে পাটের আবাদ হতো বেশি পরিমাণে। ময়মনসিংহের নালিতাবাড়ী, রংপুরের লালমনিরহাটের পাটগ্রাম, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার পাটগাতি এবং কোস্টার দেশ কুষ্টিয়ার সঙ্গে পাটের নাম জড়িয়ে আছে। ব্রিটিশ আমলে দ্বিতীয় মহাসমরে বিশ্বে পাটের বড় জোগানদার ছিল পূর্ববাংলা। দ্রুত গড়ে ওঠে রেল ও নৌপরিবহন ব্যবস্থা। কৃষকদের আয় ও মান বাড়তে থাকে সমানতালে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে ধীরে ধীরে অর্থকরী ফসল পাট ও আখের স্থান দখল করে নিয়েছে আলু। এখন আলুর রমরমা বাণিজ্যে তার জয়জয়কার অবস্থা। আলুর ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছে অগণিত কৃষক, শ্রমিক, মধ্যস্বত্বভোগী, পরিবহন ও হিমাগার প্রতিষ্ঠান। লাভজনক অর্থকরী ফসল আলুর চ্যালেঞ্জও কম নয়। হেক্টরপ্রতি বীজের প্রয়োজন প্রায় ১ দশমিক ৫ টন। বিপুল পরিমাণ বীজকন্দ পরিবহন খরচও যথেষ্ট। চাষের প্রায় ৪০ শতাংশ খরচ বীজকন্দ কেনার পেছনে ব্যয় হয়। বীজের চাহিদা বেড়ে গেলে মানসম্পন্ন বীজকন্দ সংগ্রহ করা যেমন সমস্যাসংকুল, তেমনি নীরোগ ও নবীন প্রজন্মের বীজকন্দের স্বরূপ খোলা চোখে বোঝা অসাধ্য। তাই অনেক সময় বহু কৃষকের আশানুরূপ ফলনের স্বপ্ন দিবাস্বপ্নে পর্যবসিত হয়। সম্প্রতি একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক চাহিদা থাকলেও রংপুর অঞ্চলে আলুবীজের বরাদ্দ কমাচ্ছে সরকারি বীজ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)। গত ছয় বছরে আলুবীজের বরাদ্দ কমেছে প্রায় ১ হাজার ৪২৮ দশমিক ৭৫৯ টন। অথচ এ অঞ্চলের পাঁচ জেলায় এ সময়ে আলু চাষের জমি বেড়েছে প্রায় ৯ হাজার ২০২ হেক্টর। তাই কৃষক ও ডিলাররা আলুবীজের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য বিএডিসির বীজ বিপণনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন।

বিএডিসি রংপুর অঞ্চলের (বীজ বিপণন) কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বিতরণ বর্ষে আলুবীজের মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৭৯৭ দশমিক ৩২ টন। এর মধ্যে নিবন্ধিত ডিলারদের জন্য বরাদ্দ ২ হাজার ২৬১ দশমিক ৬০০ টন, আগাম আলু চাষের জন্য ২৮২ দশমিক ৫৬০ এবং কৃষক ও বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ ২৫২ দশমিক ৮৭২ টন। ২ হাজার ২৬১ দশমিক ৬০০ টন বীজ পাঁচ জেলার ৮১৮ নিবন্ধিত ডিলারের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রংপুর জেলায় বিতরণ করা হচ্ছে ৬৭৭ দশমিক ৬০০ টন, গাইবান্ধায় ৪৪০ দশমিক ৮৮০, লালমনিরহাটে ৩৪৩ দশমিক ২০০, নীলফামারীতে ৪০৩ দশমিক ৯২০ ও কুড়িগ্রামে ৩৯৬ টন। শর্তানুযায়ী আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে আগাম আলুবীজ প্রত্যেক ডিলারের জন্য বরাদ্দ এক টন। এছাড়া রংপুরের প্রত্যেক ডিলারের বরাদ্দ দুই ধাপে যথাক্রমে ১ দশমিক ৬৮০ ও ১ দশমিক ৪০০ টন। অন্য জেলাগুলোর ডিলারদের বরাদ্দ দুই ধাপে যথাক্রমে ১ দশমিক ৪৮০ ও ১ দশমিক ১৬০ টন। এখন পর্যন্ত ৭৫৯ ডিলারের নিবন্ধন সম্পন্ন করেছে। গত ছয় বছরে আলুবীজের বরাদ্দ কমেছে প্রায় ১ হাজার ৪২৮ দশমিক ৭৫৯ টন। ২০১৮-১৯ বিতরণ বর্ষে বরাদ্দ ছিল ৪ হাজার ৭২৭ দশমিক ৪৬৩ টন। ১১টি আলুর জাত হচ্ছে বিএডিসি আলু-১ (সানসাইন), বিএডিসি আলু-৩ (সান্তানা), বারি আলু-১৩ (গ্র্যানুলা), বারি আলু-২৯ (কারেজ), বারি আলু-৮৫ (৭ ফোর ৭), বারি আলু-২৫ (এস্টারিক্স), বারি আলু-৯০ (অ্যালুইটি), বিএডিসি আলু-২ (প্রাডা), বিএডিসি আলু-৮ (ল্যাবেলা), বিয়ান্না ও কিং রাসেট। রংপুর আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে (২০২৪-২৫) রংপুর অঞ্চলে আলু আবাদ শুরু হয়েছে। গত ২০২৩-২৪ মৌসুমে ১ লাখ ৬০৩ হেক্টর জমিতে আলু আবাদ হয়েছিল। এবার চাষের জমি আরও বাড়বে। চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলের পাঁচ জেলায় আলুবীজের সম্ভাব্য চাহিদা নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৬৭ হাজার টন। বিএডিসির আলুবীজ মানসম্পন্ন। তাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত বীজের চেয়ে এর চাহিদা সবসময় বেশি। কিন্তু দীর্ঘদিনেও বীজ উৎপাদন না বেড়ে বরং প্রতিবছর কমছে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টরা হতাশা প্রকাশ করেছেন। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়ন ফোরামের সাধারণ বলেন, অনেক কৃষক নিজ উদ্যোগে বীজ আলু সংরক্ষণ করেন। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারি কোম্পানিও আলুবীজ বাজারে আনে প্রতিবছর। তাই সুষ্ঠু নীতিমালা করে বিএডিসি নিজেদের বীজের মান ধরে রাখলে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বাজারে। রংপুরের পীরগাছা উপজেলার বিরাহীম আইএপিপি কৃষক সমবায় সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, সারা বাংলা কৃষক সোসাইটির অর্থায়নে ২০১২ সালে তাদের সমিতির কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথমে ২৫ সদস্য ছিলেন। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা ১৪৫। প্রতিবছর প্রায় ২০০ একর জমিতে আলু চাষ করা হয়। তাদের উৎপাদিত আলু এখন দেশের গ- পেরিয়ে রপ্তানিও হচ্ছে। ২০১৯ সালে তাদের স্বর্ণসময় ছিল। ওই সময় প্রায় দুই হাজার টন আলু রপ্তানি হয়েছে। দেশগুলোর মধ্যে মালয়েশিয়া, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম অন্যতম। কিন্তু মানসম্মত ও কাঙ্ক্ষিত বীজ না পাওয়ায় তারা চাহিদামতো আলু রপ্তানি করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তিনি বলেন, প্রতি একরে বীজের প্রয়োজন প্রায় ৮০০ কেজি। জমিতে সবসময় বিএডিসির আলুবীজ ব্যবহার করি। কিন্তু রংপুর অঞ্চলে বিএডিসির বরাদ্দ কম থাকায় প্রয়োজনীয় বীজ সহজে পাচ্ছি না আমরা। গাইবান্ধার সাদুল্লাপুর উপজেলার বিএডিসি ডিলার বলেন, এ অঞ্চলে অনেক আগে থেকে আলুর ব্যাপক আবাদ হয়। এমনকি কোনো কোনো জমিতে একবার আলু উত্তোলন করে পুনরায় আলু আবাদ হয়। এছাড়া কয়েক বছর ধরে আলুর ভালো দাম পাওয়ায় কৃষকরা আলু আবাদে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তাই এবার বিএডিসির আলুবীজের ভালো চাহিদা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ অঞ্চলে বীজের বরাদ্দ প্রত্যাশিত নয়। তাই আশঙ্কা হচ্ছে, অনেক কৃষক মানসম্পন্ন বীজ না পেয়ে বাধ্য হয়ে যেনতেন বীজ রোপণ করে সর্বস্বান্ত হতে পারেন। তিনি উপযুক্ত ও সাধারণ মৌসুমে ২ হাজার ৬০০ কেজি বীজ বরাদ্দ পেয়েছেন। এরই মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ ধরে ৮৬ হাজার টাকার পে-অর্ডার জমা দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ গ্রেডের এস্টারিক্স প্রতিকেজি ৬৬ টাকা এবং অন্যান্য জাত ৬৪ টাকা। বি গ্রেড প্রতিকেজি ৬৩ টাকা। এছাড়া প্রতিকেজি বড় সাইজের আলু ৬০ টাকা।

বীজ বরাদ্দ কম প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিএডিসি (বীজ বিপণন) রংপুর অঞ্চলের উপপরিচালক বলেন, আলুবীজের বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়েছে ঢাকা অফিসে। আমরা শুধু তাদের নির্দেশনা বাস্তবায়ন করছি। তবে আমরা প্রায় ৩ হাজার ২০০ টন বীজের চাহিদার জন্য আবেদন করেছিলাম। চলতি বছর ডিলার, কৃষকসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিএডিসি আলুবীজের ভালো চাহিদা রয়েছে। কয়েক বছর আগেও এ অঞ্চলে বীজের বরাদ্দ অনেক ছিল বলে তিনি স্বীকার করেন। তিনি আরও জানান, বেশকিছু বিষয় পর্যালোচনা করে বীজ বরাদ্দ হয়। এর মধ্যে গত বছরের বীজ বিক্রির গতিধারা আমলে নেওয়া হয়। গতবার বীজের দাম বেশি ছিল বলে জানিয়েছেন ডিলাররা।

এক কেজি আম আর সমপরিমাণের আলুর স্থান ও পরিবহন খরচ এবং তার বিক্রয়মূল্যের তুলনামূলক বিচারে কোনটি লাভজনক তা অর্থনীতির বিষয়। পাল্টা প্রশ্নও আছে, আলুর বিস্তার আর আমের বিস্তার এক রকম নয়। আম মৌসুমি চাহিদাসম্পন্ন, আর আলু সাংবার্ষিক নিত্যব্যবহার্য। আলু নিয়ে ভাবনায় নানা প্রশ্ন উদয় হলেও পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবছর আলু আবাদের পরিধি ও পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এর সঙ্গে দেশীয় বাজার, সংশ্লিষ্ট শিল্প এবং রপ্তানি চাহিদা ও মানের ন্যূনতম যোগসূত্র নেই। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়হীনতা এবং তথ্য বিভ্রাট ও ঘাটতিও প্রচুর। বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি উঠিয়ে সেচ ও পরিবেশ দূষণকারী রাসায়নিক দ্রব্য খরচ করে শ্রম-ঘামে উৎপন্ন এ বাণিজ্যিক ফসলটির পরিণতি যেন পাট ও আখের অবস্থার মতো না হয়। তাই আলু বেশি উৎপাদন করব কি করব না কৃষকদের এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সময় থাকতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি প্রদান জরুরি। বাজারে পুরোদমে নতুন আলু উঠেছে। পাশাপাশি পুরনো আলুর সরবরাহ পর্যাপ্ত। তারপরও বাড়ছে দাম। বৃহস্পতিবার রাজধানীর খুচরা পর্যায়ে কেজিপ্রতি ৫ টাকা বেড়ে ফের ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে আলু। এদিকে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে সরকার ৩০ অক্টোবর আমদানির অনুমতি দেয়। তবে আমদানির জন্য দেওয়া অনুমতিপত্রের (আইপি) মেয়াদ ১৫ ডিসেম্বর শেষ হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, সরকার ৩ লাখ ৬ হাজার টন আলু আমদানির অনুমতিপত্র দিলেও এ পর্যন্ত দেশে আলু এসেছে প্রায় ৬১ হাজার টন। দাম না কমলে সরকার আলু আমদানির বিষয়টি আবার বিবেচনা করতে পার।

এক কেজি আম আর সমপরিমাণের আলুর স্থান ও পরিবহন খরচ এবং তার বিক্রয়মূল্যের তুলনামূলক বিচারে কোনটি লাভজনক তা অর্থনীতির বিষয়। পাল্টা প্রশ্নও আছে, আলুর বিস্তার আর আমের বিস্তার এক রকম নয়। আম মৌসুমি চাহিদাসম্পন্ন, আর আলু সাংবার্ষিক নিত্যব্যবহার্য। আলু নিয়ে ভাবনায় নানা প্রশ্ন উদয় হলেও পরিশেষে বলা যায়, প্রতিবছর আলু আবাদের পরিধি ও পরিমাণ ক্রমবর্ধমান। কিন্তু এর সঙ্গে দেশীয় বাজার, সংশ্লিষ্ট শিল্প এবং রপ্তানি চাহিদা ও মানের ন্যূনতম যোগসূত্র নেই। আন্তঃবিভাগীয় সমন্বয়হীনতা এবং তথ্য বিভ্রাট ও ঘাটতিও প্রচুর। বিপুল পরিমাণে ভূগর্ভস্থ পানি উঠিয়ে সেচ ও পরিবেশ দূষণকারী রাসায়নিক দ্রব্য খরচ করে শ্রম-ঘামে উৎপন্ন এ বাণিজ্যিক ফসলটির পরিণতি যেন পাট ও আখের অবস্থার মতো না হয়। তাই আলু বেশি উৎপাদন করব কি করব না কৃষকদের এ প্রশ্নের উত্তর প্রদানে সময় থাকতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু দৃষ্টি প্রদান জরুরি। বাজারে পুরোদমে নতুন আলু উঠেছে। পাশাপাশি পুরনো আলুর সরবরাহ পর্যাপ্ত। তারপরও বাড়ছে দাম। বৃহস্পতিবার রাজধানীর খুচরা পর্যায়ে কেজিপ্রতি ৫ টাকা বেড়ে ফের ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে আলু

**লেখক : অধ্যাপক (অর্থনীতি), সাবেক পরিচালক, বার্ড (কুমিল্লা), সাবেক ডিন (ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ) ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা**

# ব্লু-ইকোনমিতে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা

মো. হাসনাইন রিজেন

বিশ্বব্যাংকের মতে, ব্লু ইকোনমি এমন একটি ধারণা, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং জীবিকার সংরক্ষণকে উন্নীত করতে চায় এবং একই সঙ্গে সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চলের পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে। সুনীল অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করা, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করা, সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি করা, আয় বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি পরিবেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। বেলজিয়ামের অর্থনীতিবিদ গুন্টার পাওলি ১৯৯৪ সালে প্রথম ব্লু ইকোনমি বা নীল অর্থনীতির ধারণা দেন। ২০১২ সালে রিও+২০ সম্মেলনে এই ধারণাটি বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্ব পায়। বাংলাদেশ যার বিশাল আয়তন রয়েছে। বাংলাদেশে ব্লু ইকোনমি বলতে বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের সম্পদকে বোঝায়। বঙ্গোপসাগর থেকে আহরিত সম্পদ বাংলাদেশে ব্লু ইকোনমির অন্যতম প্রধান সম্পদ।

আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ে ২০১২ সালে মিয়ানমারের সঙ্গে এবং ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তি হওয়ায় মোট এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি সমুদ্র এলাকা এখন বাংলাদেশের। সঙ্গে আছে ২০০ নটিক্যাল মাইল একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপানের তলদেশে সব ধরনের প্রাণিজ-অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রে বিরোধপূর্ণ ১৭টি ব্লকের ১২টি পেয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের কাছ থেকে দাবিকৃত ১০টি ব্লকের সব পেয়েছে বাংলাদেশ। এই বিপুলসংখ্যক সম্পদের ব্যবহারের ফলে অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ এখন লাভবান হচ্ছে। আর এই ব্লু ইকোনমিকে সঠিকভাবে বিকাশের মাধ্যমে দেশর জিডিপি বৃদ্ধির একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় তেল ও গ্যাস রয়েছে। এখানে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হলে তা দেশের ব্লু ইকোনমির একটি বড় শক্তি হয়ে উঠবে। দেশের সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন গ্যাসের জমাট স্তরের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় শূন্য দশমিক ১১ থেকে শূন্য দশমিক ৬৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেট থাকার বিষয়টি অনুমিত হয়েছে, যা ১৭ থেকে ১০৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের সমান। জাতিসংঘ ২০১৫ সাল পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তার মূলকথাই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০50 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তাই সমগ্র বিশ্বে ক্রমশ ব্লু-ইকোনমি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্লু-ইকোনমির মূল ভিত্তি হচ্ছে টেকসই সমুদ্র নীতিমালা। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বছরব্যাপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের ৮০৭ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও প্রাণি। পৃথিবীর ৩০ ভাগ গ্যাস ও জ্বালানী তেল সরবরাহ হচ্ছে সমুদ্রতলের বিভিন্ন গ্যাস ও তেলক্ষেত্র থেকে। বিগত বছরগুলোতে যতগুলো আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছে তার সবগুলোতেই ব্লু-ইকোনমি ছিল আলোচনার কেন্দ্রে বিন্দু। ২০১২ সালে সমুদ্র বিষয়ক এশীয় সম্মেলন, ২০১৩ সালে বালিতে অনুষ্ঠিত খাদ্য নিরাপত্তা এবং ব্লু গ্রোথ ইত্যাদি সম্মেলনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনৈতিক সহায়তা এবং উন্নয়ন সংস্থা (OECD), জাতি সংঘের পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP), বিশ্ব ব্যাংক, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO), ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন (ঊট) সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উন্নয়ণ কৌশলের মূলেও থাকছে ব্লু ইকোনোমি। আন্তর্জাতিক সংস্থার পাশাপাশি বিভিন্ন ছোট বড় দেশ ব্লু ইকোনোমি নির্ভর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করছে। ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় অর্থনীতির সিংহভাগ সমুদ্র নির্ভর। সাম্প্রতিক সময়ে দেশটি এমনকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা গেলে সমুদ্র থেকে আহরিত সম্পদের মূল্যমান জাতীয় বাজেটের দশগুণ হবে। দ্যা জাকার্তা পোষ্ট এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে দ্যা লমবক ব্লু ইকোনোমি বাস্তবায়ন কর্মসূচী ৭৭ হাজার নতুন কর্মসংস্থান তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিবছর ১১৪.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করবে। ব্লু-ইকোনমি (সুনীল অর্থনীতি) উন্নয়নে বাংলাদেশের সম্ভাবনা বাংলাদেশের ব্লু ইকোনোমি জোন তথা বঙ্গোপসাগরের সমুদ্র সম্পদের ব্যবহার বাংলাদেশকে যেমন দিতে পারে আগামী দিনের জ্বালানি নিরাপত্তা, তেমনি বদলে দিতে পারে সামগ্রিক অর্থনীতির চেহারা। এমনকি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করাও সম্ভব। বঙ্গোপসাগর হতে প্রতি বছর প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরা হলেও আমরা মাত্র ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন মাছ ধরতে পারছি । উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারলে মাছ আহরণ আরো বাড়ানো সম্ভব। অর্থনৈতিক অঞ্চলের ২০০ মিটারের অধিক গভীরতায় অতি পরিভ্রমণশীল মৎস্য প্রজাতি এবং গভীর সমুদ্রে টুনা ও টুনা জাতীয় মৎস্যের প্রাচুর্য রয়েছে।সামুদ্রিক বিভিন্ন জীব থেকে কসমেটিক, পুষ্টি, খাদ্য ও ঔষধ পাওয়া যায় যা বিদেশে বিক্রি করার মধ্যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। সামুদ্রিক বিভিন্ন শৈবাল থেকে ইতিমিধ্যেই Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) যেমন omega-3 and omega-6 নামের antioxidants সমূহ বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করা সম্ভব। প্রতিবছর প্রায় ১৫ লাখ মেট্রিক টন লবণ উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মেটানো হচ্ছে। লবণ চাষে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার করে লবণ বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব হবে। বঙ্গোপসাগরে ভারী খনিজের (হেভি মিনারেল) সন্ধান পাওয়া গেছে। ভারী খনিজের মধ্যে রয়েছে ইলমেনাইট, টাইটেনিয়াম অক্সাইড, রুটাইল, জিরকন, গার্নেট, ম্যাগনেটাইট, মোনাজাইট, কোবাল্টসহ অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। এসব মূল্যবান সম্পদ সঠিক উপায়ে উত্তোলন করতে পারলে হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। বিশ্ব বাণিজ্যের ৯০ ভাগই সম্পন্ন হয় সামুদ্রিক পরিবহনের মাধ্যমে। বিশাল অর্থনৈতিক এই সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য দ্রুত স্থানীয় জাহাজ তৈরির কোম্পানিগুলোকে সুযোগ সুবিধা প্রদান করে আরো উন্নতমানের বাণিজ্য জাহাজ বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত করা প্রয়োজন। গভীর সমুদ্র বন্দর তৈরি, বাংলাদেশের বন্দরে সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ সমূহের ফীডার পরিসেবা কার্যক্রম বাড়ানোর মাধ্যমে আমাদের বন্দরসমূহ কলম্বো, সিঙ্গাপুর বন্দরের মত আরো গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে উঠতে পারে। এ বিষয়ে খুব দ্রুত প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। সমুদ্র উপকূলীয় খনিজ বালি, খনিজ ধাতু উত্তোলন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়। ২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের কোবাল্ট, কপার, জিংক এবং জধৎব Earth Element (REE) ধাতু সমূহের উৎপাদনের ১০ ভাগ আসবে সমুদ্র থেকে। বাংলাদেশ এই খাতে কোন ধরনের গবেষণা ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালিত হয়নি বিধায় বঙ্গোপসাগরে এসকল মূল্যবান খনিজ ধাতু এখনও চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। উপকূলীয় পর্যটন থেকে বিশ্বের জিডিপির ৫% আসে এবং বিশ্বের ৬-৭% মানুষের কর্মসংস্থান এই খাত থেকে হয়। বাংলাদেশে বিশ্বে সবচেয়ে বড় ১২০ কি.মি দৈর্ঘ্যের অবিচ্ছিন্ন বালুময় সমুদ্র সৈকত রয়েছে। এক্ষেত্রে উপকূল অঞ্চলে পর্যাপ্ত বিনোদন ও মনোরম পরিবেশের ব্যবস্থা করতে পারলে এই খাত থেকে দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব হবে। এছাড়া কৃত্রিম দ্বীপ সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূমি বাড়ানো যায় এবং পরিপূর্ণ চর্চার মাধ্যমে পর্যটন খাত হিসাবে দ্বীপের উন্নয়ন ঘটানো যায়। এক্ষেত্রে পয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেয়া প্রয়োজন। সমুদ্রের ওয়েভ এবং জোয়ার-ভাটাকে ব্যবহার করেও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সমুদ্রের উপরের ও নিচের স্তরের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) প্রযুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। এজন্য গবেষণার পাশাপাশি প্রচুর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা প্রয়োজন। ব্লু-ইকোনমি উন্নয়নে চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যাপ্ত নীতিমালার ও সঠিক কর্মপরিকল্পনার অভাব। দক্ষ জনশক্তির অভাব।প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব। সম্পদের পরিমাণ ও মূল্য সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব। মেরিন রিসোর্সভিত্তিক পর্যাপ্ত গবেষণা না হওয়া। ব্লু-ইকোনমি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক যোগাযোগের অভাব। সমুদ্রে গমন এবং গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য গবেষণা জাহাজ না থাকা। ব্লু-ইকোনোম বাস্তবায়নে যে সকল পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে। ফিজিক্যাল এন্ড স্পেস ওশানোগ্রাফিক সম্পর্কিত বেইজ লাইন ডাটা নির্ধারণ। পটেনশিয়াল ফিশিং জোন চিহ্নিতকরণ। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ এবং রিয়েলটাইম ডাটা সিস্টেম চালুকরণ। ভূতাত্ত্বিক ওশানোগ্রাফি সম্পর্কিত বেইজ লাইন ডাটা নির্ধারণ। বায়োলজিক্যাল ওশানোগ্রাফি সম্পর্কিত বেইজ লাইন ডাটা নির্ধারণ। একোয়া কালচার করা। কেমিক্যাল ওশানোগ্রাফি সম্পর্কিত বেইজ লাইন ডাটা সমৃদ্ধকরণ। সমুদ্র তীরবর্তী দূষণরোধ। ওশানোগ্রাফিক ডাটা সেন্টার স্থাপন, উন্নয়ন এবং ডাটা সমৃদ্ধকরণসহ সমুদ্র বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির উন্নয়ন। সমুদ্রবিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরিসহ সমুদ্র বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম। বাংলাদেশে ব্লু ইকোনমি একবিংশ শতাব্দীতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। পরিকল্পিত ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এটি শুধু অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনবে না, বরং পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত করতেও ভূমিকা রাখবে। এখন সময় এসেছে ব্লু ইকোনমি উদ্যোগগুলোকে কার্যকর করে তুলতে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ প্রণয়নের।

বিপুল পরিমাণ গ্যাস হাইড্রেট বা মিথেন গ্যাসের জমাট স্তরের উপস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞরা আরো বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার একান্ত অর্থনৈতিক এলাকায় শূন্য দশমিক ১১ থেকে শূন্য দশমিক ৬৩ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট সম্ভাব্য প্রাকৃতিক গ্যাস হাইড্রেট থাকার বিষয়টি অনুমিত হয়েছে, যা ১৭ থেকে ১০৪ ট্রিলিয়ন কিউবিক ফুট প্রাকৃতিক গ্যাসের সমান। জাতিসংঘ ২০১৫ সাল পরবর্তী যে টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে তার মূলকথাই হচ্ছে ব্লু-ইকোনমি। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০50 সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে প্রায় ৯০০ কোটি। এই বিপুল জনগোষ্ঠীর খাবার যোগান দিতে তখন সমুদ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। তাই সমগ্র বিশ্বে ক্রমশ ব্লু-ইকোনমি ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। ব্লু-ইকোনমির মূল ভিত্তি হচ্ছে টেকসই সমুদ্র নীতিমালা। বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্র অর্থনীতি বহুবিধভাবে অবদান রেখে চলেছে। বছরব্যাপী ৩ থেকে ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের কর্মকান্ড সংঘটিত হচ্ছে সমুদ্রকে ঘিরে। বিশ্বের ৮০৭ কোটি মানুষের ১৫ ভাগ প্রোটিনের যোগান দিচ্ছে সামুদ্রিক মাছ, উদ্ভিদ ও প্রাণি

**লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট**

## সিগারেটের প্রতি শলাকায় আয়ু কমে ২০ মিনিট

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** সিগারেটের প্রতিটি শলাকা মানুষের জীবন থেকে ২০ মিনিট আয়ু কেড়ে নেয় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। সে হিসেবে সিগারেটের একটি প্যাকেট মানুষের জীবন থেকে গড়ে সাত ঘণ্টা সময় কেড়ে নিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের (ইউসিএল) করা সাম্প্রতিক এক গবেষণায় এই তথ্য ওঠে এসেছে। এক প্রতিবেদনে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান এই খবর জানিয়েছে। সিগারেটের ক্ষতি নিয়ে করা নতুন এই গবেষণার পর, গবেষকরা ধূমপায়ীদের নতুন বছরে এই অভ্যাস ত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন। তারা বলছেন, সিগারেটের ক্ষতি নিয়ে ডাক্তাররা এতদিন ধরে যে ধারণা করে এসেছেন ধূমপান এর চেয়েও অনেক দ্রুত আয়ু কমিয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, একজন ধূমপায়ী যদি আগামী ১ জানুয়ারি থেকে দিনে ১০টি সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেন, তাহলে ৮ জানুয়ারির মধ্যে এক দিন, ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এক সপ্তাহ এবং ৫ আগস্ট পর্যন্ত পুরো এক মাস তার আয়ু বাড়তে পারে। একইভাবে টানা পুরো এক বছর যদি কোনও ধূমপায়ী এই অভ্যাস ধরে রাখতে পারেন তবে বছর শেষে আয়ু ৫০ দিন পর্যন্ত বাড়তে পারে। ধূমপান ঠিক কতটা ক্ষতিকর মানুষ তা জানে না বলে মন্তব্য করেছেন ইউসিএলের প্রিন্সিপাল রিসার্চ ফেলো ড. সারাহ জ্যাকসন।

## হুথিরা হামাস ও হিজবুল্লাহর পরিণতি ভোগ করবে: ইসরায়েল

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** ইসরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বন্ধ না করলে হামাস, হিজবুল্লাহ ও আসাদের মতো পরিণতি হুথিদের ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করেছেন জাতিসংঘের ইসরায়েলি প্রতিনিধি ড্যানি ড্যানন। নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য প্রদানকালে সোমবার এই কথা বলেছেন তিনি। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। হুথিদের হামলা আর বরদাস্ত করা হবে না বলে নিরাপত্তা পরিষদের সভায় ড্যানন বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যে গত একবছরে যা হয়েছে, হুথিরা বোধহয় সেদিকে খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছে না। তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে বলতে চাই, আমাদের ধ্বংস করতে চাওয়া হামাস, হিজবুল্লাহ ও আসাদের পরিণতির দিকে মনোযোগ দিন। শেষবারের মত তাদের আমরা সতর্ক করছি। মনে রাখবেন, এটা আমাদের হুমকি নয়, অঙ্গীকার। এর কয়েকঘণ্টা পরেই ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানায়, তারা ইয়েমেন থেকে নিক্ষিপ্ত একটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে। গতকাল মঙ্গলবার ইরান সমর্থিত ইয়েমেনি হুথি বিদ্রোহীদের মুখপাত্র ইয়াহইয়া সারিই জানিয়েছেন,তেল আবিবের নিকটবর্তী বেন গুরিয়ন বিমানবন্দরে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও জেরুজালেমের একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জুলফিকার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে তারা। এদিকে, হুথিদের ছোঁড়া ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করার ঘোষণা দেওয়ার পর গোষ্ঠীটির সর্বোচ্চ পরিষদের প্রধান মোহাম্মদ আলি আল-হুথি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ বলেছেন, গাজার প্রতি অব্যাহত সমর্থনের পাশাপাশি ইসরায়েলে হামলাও চলমান থাকবে। সভার আগে সাংবাদিকদের ড্যানন বলেছিলেন, নিজেদের জনগণকে রক্ষায় ইসরায়েল সদা সচেষ্ট থাকবে। আমাদের শক্তি থেকে তারা নিরাপদ থাকবে না। তিনি তেহরানের প্রতিও সতর্কতা জানিয়ে বলেছেন, মধ্যপ্রাচ্যের যেকোনও স্থানে হামলা চালানোর সক্ষমতা ইসরায়েলের রয়েছে। ইরানি প্রক্সিদের কোনও রকম ছাড় দেবে না তেল আবিব। গত সপ্তাহে ইয়েমেনে হুথিদের কিছু অবকাঠামোতে হামলা চালায় ইসরায়েল। এরমধ্যে ছিল সানা বিমানবন্দর, দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি বন্দর ও দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ওই হামলার পর ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সতর্ক করে বলেছিলেন, ইসরায়েল কেবল তাদের সক্ষমতার সামান্য কিছু অংশ দেখাচ্ছে।

## জিমি কার্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আগামী ৯ জানুয়ারি

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** প্রয়াত সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আগামী ৯ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালে করা হবে বলে জানিয়েছে দেশটির সেনাবাহিনী। গত রবিবার ১০০ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ব্রিটিশ বার্তাসংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে সেদিন জাতীয় শোক দিবস পালনের আদেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত বছর তিনি বলেছিলেন, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতে স্তুতিবাক্য পাঠের জন্য বাইডেনকে অনুরোধ করেছিলেন কার্টার। এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনী জানিয়েছে, শনিবার জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে কার্টারের বেড়ে ওঠার শহর প্লেইনসের মধ্য দিয়ে তার মরদেহ নিয়ে গাড়িবহরের ভ্রমণ শুরুর মাধ্যমে ছয়দিনের রাষ্ট্রীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শুরু হবে। কার্টারের ছেলেবেলার ফার্মহাউজে গাড়িবহর কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নেবে। সেখানে ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের পক্ষ থেকে ৩৯তম প্রেসিডেন্ট কার্টারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ফার্মের ঐতিহাসিক ঘণ্টা ৩৯ বার বাজানো হবে। এরপর কার্টারের মরদেহ আটলান্টায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কার্টার প্রেসিডেনশিয়াল সেন্টারে ৭ জানুয়ারি সকাল পর্যন্ত তাকে বিশ্রামে রাখা হবে। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হবে ওয়াশিংটন ডিসিতে।

৯ জানুয়ারি ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথেড্রালের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর সেদিনই জর্জিয়াতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে তার পরিবার। এটি সম্পূর্ণ পারিবারিক আবহে অনুষ্ঠিত হবে। অবশেষে দীর্ঘদিনের নিবাস প্যারিসের একটি বাড়ির আঙিনায় স্ত্রী রোজালিন কার্টারের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হবেন জিমি কার্টার। ডেমোক্র্যাট দলের হয়ে ১৯৭৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন কার্টার। তার এক মেয়াদের প্রেসিডেন্সির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ইসরায়েল ও মিসরের মধ্যে ১৯৭৮ সালে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির মধ্যস্থতা করা। এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে সামান্য হলেও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মানবিক সহায়তামূলক কাজে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ৩৯তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট। তার কাজের প্রতি সম্মান জানাতে পরবর্তী সময়ে কার্টারকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্টসহ বৈশ্বিক নেতারা সহানুভূতিশীল, বিনয়ী ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত একজন নেতা হিসেবে জিমি কার্টারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

## মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ে চীনা হ্যাকারদের হানা

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** চীনের হ্যাকাররা মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে ঢুকে কর্মীদের ওয়ার্কস্টেশনসহ বেশ কিছু গোপনীয় নথি হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগে করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। ট্রেজারি বিভাগের একজন মুখপাত্র জানান, এ মাসের শুরুর দিকে কয়েকজন কর্মকর্তার ওয়ার্কস্টেশন (কম্পিউটার) ও গোপন নথিপত্রে অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে নিশ্চিত হয়েছেন তারা। চীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় হ্যাকাররা এ হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ তাদের। মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, হ্যাকাররা অর্থ মন্ত্রণালয়ের একটি সিস্টেমে ও গোপন নয়ড় এমন কিছু নথিতে প্রবেশ করতে পেরেছেন। হ্যাকিংয়ের এ ঘটনাকে 'বড় ঘটনা' হিসেবে বিবেচনা করে এর প্রভাব খতিয়ে দেখতে এফবিআই ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে মন্ত্রণালয়। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, বিয়ন্ড ট্রাস্ট ৮ ডিসেম্বর হ্যাকিংয়ের আশঙ্কার কথা জানিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে সতর্ক করেছিল। কোম্পানিটির মতে, ২ ডিসেম্বর তারা প্রথম সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে। তবে এর তিনদিন পর কোম্পানিটি বুঝতে পারে যে তাদের হ্যাক করা হয়েছে। ওই মুখপাত্র আরও বলেন, হ্যাকার গোষ্ঠী অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মীর কর্মক্ষেত্র ও তাদের কাছে রাখা গোপন নয়, এমন নির্দিষ্ট কিছু নথিতে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে কোন নথি হ্যাকারদের হাতে পড়েছে ও কত সময় ধরে হ্যাকিং হয়েছে, তা জানায়নি মন্ত্রণালয়। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় আইনপ্রণেতাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলেছে, চীনভিত্তিক ওই হ্যাকার গোষ্ঠী অফিসের বাইরের পরিষেবা প্রদানকারীদের ব্যবহার করে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেম হ্যাক করতে সক্ষম হয়েছে। এই সিস্টেম ব্যবহার করে কর্মীরা অফিসের বাইরে থেকে মন্ত্রণালয়ের সিস্টেমে ঢুকে কাজ করতে পারেন। সাইবার সিকিউরিটি ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সিকিউরিটি সংস্থা এবং ফরেনসিক তদন্তকারীরা এই ঘটনার সার্বিক প্রভাব খতিয়ে দেখতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের সঙ্গে কাজ করছে। এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে মার্কিন কর্মকর্তারা বলেন, চীনের রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট একটি হ্যাকার গোষ্ঠী (এপিটি) এ ঘটনা ঘটিয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

## প্রথম মহাকাশ ডকিং মিশন চালু করলো ভারত

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** বছর শেষে ভারতের মহাকাশ গবেষণায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। গত সোমবার ১০টায় অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় ভারতের স্প্যাডেক্স মিশনের। এদিন মহাশূন্যের দিকে এগিয়ে যায় ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা- ইসরোর পিএসএলভিসি৬০। উৎক্ষেপণের ১৫ মিনিটের মধ্যেই এটি মহাকাশে দুটি স্পেস ডকিং স্যাটেলাইট স্থাপন করে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি এ খবর জানিয়েছে। মহাকাশে স্পেস ডক পরীক্ষাকে টার্গেট করে এগিয়েছে এই মিশন। এর আগে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের দিক থেকে নাম উঠে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের। সেই তালিকায় চতুর্থ নাম জুড়ে গেল ভারতের। ইসরোর চেয়ারম্যান ড. এস সোমনাথ ঘোষণা করেন, তারা 'সঠিক কক্ষপথ' অর্জন করেছেন। ওস্পেডেক্স্ব অর্থাৎ স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য হলো মহাকাশযানকেওডক্স্ব এবংওআনডক্স্ব প্রযুক্তির বিকাশ এবং প্রদর্শন। এর মানে হচ্ছে, পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান দুটো মহাকাশযানকে সংযুক্ত করা বা ডকিং এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা বা আনডকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে প্রযুক্তি, তারই বিকাশ। ভারতের মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। যেমন চাঁদে পাড়ি দেয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। ইসরো ঘোষণা করেছে, মহাকাশ ডকিং এক্সপেরিমেন্ট সম্ভবত ৭ জানুয়ারি সম্পন্ন হবে। দুটি স্যাটেলাইট মহাকাশে এমন সময় মিলে যাবে যখন তারা বুলেটের গতির চেয়েও দশগুণ বেশি গতিতে চলবে। এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ড. সোমনাথ এনডিটিভিকে বিশেষ সাক্ষাৎকার দেন। সেখানে তিনি বলেন, যখন মহাকাশে একাধিক বস্তু বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত করতে হয়, তখন ডকিং নামে একটি প্রক্রিয়া প্রয়োজন। ডকিং হল সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুটি মহাকাশ বস্তু একত্রিত হয় এবং সংযুক্ত হয়। এটি শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান সেন্টার থেকে ৯৯তম রকেট উৎক্ষেপণ। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পরিচালিত হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ যেমন: ডকিং এবং ২৪টি পরীক্ষা পরিচালিত হবে।

## বিমান দুর্ঘটনার ব্ল্যাক বক্স পরীক্ষা করছে তদন্তকারীরা

**আন্তর্জাতিক ডেস্ক :** দক্ষিণ কোরিয়ায় সবচেয়ে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার ব্ল্যাক বক্স পাওয়া গেছে। জেজু এয়ারলাইনের ওই ফ্লাইটের ব্ল্যাক বক্স দুটি এখন পরীক্ষা করে দেখছেন তদন্তকারীরা। গতকাল মঙ্গলবার এক প্রেস কনফারেন্সে এসব তথ্য জানিয়েছে জেজু এয়ার কর্তৃপক্ষ। ওই দুর্ঘটনায় বিমানের ১৮১ আরোহীর মধ্যে ১৭৯ জনেরই মৃত্যু হয়। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। ব্ল্যাক বক্স দুটি হলো ককপিট ভয়েস রেকর্ডার এবং ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডার। তবে ফ্লাইট ডেটা রেকর্ডারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগকারী অংশ অনুপস্থিত, যা থেকে উচ্চতা, গতিবেগ ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এটি তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তুলবে। তদন্তকারীরা ধ্বংসাবশেষ ঘেঁটে বিভিন্ন সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, তবে দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও অজানা রয়ে গেছে। তবে দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবার জেজু এয়ারের বিরুদ্ধে সময়মতো তথ্য না দেওয়ার অভিযোগ তুলেছে। এদিকে দুর্ঘটনার শিকারদের প্রথম দাফনের কাজ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত মারা যাওয়া ১৭৪ জনের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে আরও পাঁচটি দেহের ডিএনএ পরীক্ষা চলছে। মৃতদেহগুলোর অবস্থা এতটাই খারাপ যে তাদের পরিচয় নির্ধারণ করা কর্মকর্তাদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যাংকক থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার মুয়ান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের সময় রবিবার জেজু এয়ারের বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। বিমানটিতে ১৭৫ যাত্রী ও ৬ ক্রু ছিলেন। এদের মধ্যে মাত্র দুজন ক্রু বেঁচে গেছেন। দক্ষিণ কোরিয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পাখির আঘাতে অথবা খারাপ আবহাওয়ার জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি এখন তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

# বিনোদন

## ৮ বছরের আইনি লড়াই শেষে 'ব্র্যাঞ্জেলিনা'র বিবাহ বিচ্ছেদ চূড়ান্ত

**বিনোদন ডেস্ক :** দীর্ঘ আট বছরের আইনি লড়াই শেষে বিবাহ বিচ্ছেদের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছেছেন হলিউডের তারকা দম্পতি ব্র্যাড পিট ও অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। গতকাল মঙ্গলবার অ্যাঞ্জেলিনার আইনজীবীর বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে বিবিসি। ব্র্যাড পিটের আইনজীবী তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। ২০১৪ সালে অ্যাঞ্জেলিনা-ব্র্যাড বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির ছয় সন্তান রয়েছে। ২০১৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন করেন অ্যাঞ্জেলিনা। এই ঘোষণার পর শিশুরা কার জিম্মায় থাকবেন, সে বিষয়টি নিয়ে এক দীর্ঘ ও তিক্ত আইনি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হন এই দুই তারকা। ২০২১ সালে এক বিচারক বাবা-মা উভয়কেই শিশুদের যৌথ জিম্মাদারের ঘোষণা দেয়। ভক্তদের কাছে ওব্র্যাঞ্জেলিনা্ব নামে পরিচিত এই দম্পতি ২০০5 সালে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হন। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস স্মিথ সিনেমার সেটে তাদের পরিচয় ও পরবর্তীতে প্রণয় হয়।

এটা ছিল ব্র্যাডের দ্বিতীয় বিয়ে। এর আগে ফ্রেন্ডস তারকা জেনিফার অ্যানিস্টনকে বিয়ে করেছিলেন তিনি। অ্যাঞ্জেলিনা এর আগে বিলি বব থর্নটন ও জনি লি মিলারকে বিয়ে করেছিলেন। অ্যাঞ্জেলিনার দর্শকনন্দিত সিনেমার মধ্যে আছে লারা ক্রফট: টুম্ব রেইডার, চেঞ্জেলিং ও গার্ল, ইন্টারাপটেড। ব্র্যাড পিটের বিখ্যাত সিনেমার মধ্যে আছে ফাইট ক্লাব, ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড ও টুয়েলভ মাংকিস।

## ছেলের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন রাজ, আবারও সম্পর্কের গুঞ্জন রাজ-পরীর

**বিনোদন ডেস্ক :** ভালোবেসে শরিফুল রাজকে বিয়ে করেন পরীমণি। শুরুতে তুমুল ভালোবাসা প্রকাশ পেলেও সেই বিয়ে রুপ নেয় বিচ্ছেদে। তারকাজুটির একমাত্র ছেলে শাহীম মুহাম্মদ পুণ্যকে নিয়েই ব্যস্ত থাকেন অভিনেত্রী। বাবার সঙ্গে খুব একটা দেখা যায় না ছেলের। সম্প্রতি বাবা রাজের সঙ্গে দেখা গেছে ছেলে পুণ্য। রাজ নিজেই ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন বাবা-ছেলের খুনসুটি। ২০২১ সালের ১৭ অক্টোবর গোপনে বিয়ে করেন এই তারকা জুটি। মাত্র সাত দিনের পরিচয়ে বিয়ে করেছিলেন তারা। ২০২২ সালের ১০ আগস্ট এই দম্পতির ঘর আলো করে আসে পুণ্য। এর এক বছর পরই বিচ্ছেদের পথ বেছে নেন রাজ-পরী দম্পতি। সংসার ভাঙনের পর সন্তানকে নিজের কাছেই রেখে দেন পরীমণি। ছেলের সকল দেখভালের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেন তিনি। অন্যদিকে রাজ ব্যস্ত হয়ে পড়েন তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে। বিচ্ছেদের পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে পরী জানিয়েছেন, বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি কোনো দায়িত্বই পালন করেননি শরিফুল রাজ। সবটা তার নিজেরই সামলাতে হয়েছে। বিশেষ কোনো দিনেও পূণ্যের পাশে দেখা মেলেনি বাবা রাজের। যেসব ঘটনা নিয়ে আক্ষেপও শোনা গেছে পরীর কণ্ঠে। একইসঙ্গে ক্ষোভও ছিল প্রাক্তন স্বামীর প্রতি। তবে সম্প্রতি এক ভিডিওতে বাবা শরিফুল রাজের সঙ্গে দেখা মিলল পূণ্যের। গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসে খুনসুটিতে মেতে উঠতে দেখা যায় বাবা-সন্তানকে। সেই মুহূর্তের ভিডিও ফেসবুকে প্রকাশ করেছেন শরিফুল রাজ। লিখেছেন, 'আমার ছেলের প্রতি আমি কিভাবে ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারি! পৃথিবীর কাছে আপনি একজন মানুষ হতে পারেন, কিন্তু একজনের কাছে আপনি হয়তো পৃথিবী। তোমাকে ভালোবাসি আমার চ্যাম্প। সেই ক্যাপশনে নতুন বছরের শুভেচ্ছাও জানান শরিফুল রাজ। এদিকে রাজের সঙ্গে পূণ্যকে দেখে নেটিজেনরা পরীমণিকে খুঁজ ফিরছেন। অনেকেই বলছেন, তাহলে কি আবারও সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছে রাজ-পরীর? এমন প্রশ্নের কারণও অবশ্য রয়েছে। কারণ বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে রাজের প্রতি তার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পরীমণি। এমনকি সবশেষ গেল সেপ্টেম্বরে নিজের প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের এক বছর পূর্তি উদযাপন করেছেন তিনি।

## নতুন বছরে ইরফান তানিয়ার নতুন নাটক

**বিনোদন ডেস্ক :** ছোট পর্দার দর্শকপ্রিয় মুখ ইরফান সাজ্জাদ ও তানিয়া বৃষ্টি। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে জুটি হয়ে তারা বেশকিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। এই জুটির নাটকগুলো দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি ইরফান-বৃষ্টি জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন 'প্রেমেতে বাধিবো' নামের নতুন একটি একক নাটকে। নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। বছরের প্রথম নাটক প্রসঙ্গে ইরফান সাজ্জাদ বলেন, 'ভিন্ন গল্পের একটি নাটক। কাজ করে ভালো লেগেছে। নতুন বছরের প্রথম কাজটি আশা করছি, সবার ভালো লাগবে। ' পরিচালক সম্রাট জাহাঙ্গীর বলেন, 'বর্তমান সময়ের দর্শকদের কথা মাথায় রেখেই নির্মাণ করছি। এই কাজটিও তার ব্যতিক্রম হয়নি। রোমান্টিক গল্পের প্রতি দর্শকদের অন্যরকম ভালো লাগা আছে। নতুন বছরে ভিন্ন ধরনের একটি গল্প নিয়ে এসেছি দর্শকদের জন্য। আশা করছি, নতুন বছরের প্রথম কাজটি সকলের পছন্দ হবে।' 'প্রেমেতে বাধিবো' নাটকটি নতুন বছরের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ২ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার বিকেল ৩টায় ফিল্ম ফ্যাক্টরির ইউটিউব চ্যানেলে অবমুক্ত হবে বলে জানিয়েছেন এর নির্মাতা। এতে বিভিন্ন চরিত্রে আরও অভিনয় করেছেন আবদুল্লাহ রানা, শশী আফরোজা, তানজিম হাসান অনিক প্রমুখ।

## ছুটি কাটাচ্ছেন হৃতিক, সঙ্গে রয়েছেন প্রেমিকা ও প্রাক্তন স্ত্রী!

**বিনোদন ডেস্ক :** বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশন এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান ছিল এক সময়ের পাওয়ার কাপল। ভালোবেসে বিয়ে করলেও বিচ্ছেদ ঘটে তাদের। বর্তমানে দুজনই সম্পর্কে জড়িয়েছেন। হৃতিক সম্পর্কে রয়েছেন সাবা আজাদের সঙ্গে। অন্যদিকে, সুজানও প্রেম করছেন অভিনেতা আলি গোনির ভাই আর্সলান গোনির সঙ্গে। একদিন দুদিন নয় ১৪ বছর সংসার করেছিলেন হৃতিক-সুজান। তবে ১০ বছর আগে আলাদা হন এই তারকা দম্পতি। তবে বন্ধুত্ব রয়েছে এখনও। তাইতো এখনও তারা জমিয়ে আড্ডা দেন। হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে, দুবাইয়ে কাছের মানুষদের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন অভিনেতা। সঙ্গে রয়েছেন প্রেমিকা সাবা আজাদ, প্রাক্তন স্ত্রী সুজান খান আর তার প্রেমিক আর্সলান গোনি এবং ছেলে হৃদান। গত সোমবার সুজান তার ইনস্টাগ্রামে হৃতিক ও ছেলে হৃদান, আর্সলান ও উদয় চোপড়ার সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন। এদিকে নার্গিস ফাখরি এবং তার প্রেমিক টনি বেগও তাদের সঙ্গে ছিলেন। তাছাড়া সুজানের ভাই, অভিনেতা জায়েদ খানও স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে দুবাই পৌঁছেছেন। ২০০০ সালে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন হৃতিক-সুজান। তাদের বিচ্ছেদ হয় ২০১৪ সালে। ডিভোর্সের বেশ কয়েক বছর পর কাশ্মীরের ছেলে আর্সলানের প্রেমে পড়েন সুজান। এদিকে সাবা-হৃতিকের সম্পর্কের সূচনা হয় ২০২১ সালে।

## মিউজিক ভিডিওতে একসঙ্গে আসিফ ও ইমরান

**বিনোদন ডেস্ক :** নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে আসিফ আকবর ও ইমরানের নতুন গান মন জান্বে। গানটির সুর ও সংগীত করেছেন ইমরান এবং গানের কথা লিখেছেন স্নেহাশীষ ঘোষ। এর মিউজিক ভিডিও নির্মাণ করেছেন সৈকত রেজা। এ বিষয়ে ইমরান বলেন,ওছেলেবেলা থেকে আসিফ ভাইয়ের গান শুনে বড় হয়েছি। আমাদের কাছে তখন গান মানেই ছিল আসিফ ভাই। ভাবতাম তার মতো গায়ক হবো। তিনি বলেন, ওআসিফ ভাই নিয়মিত কথাবার্তায় প্রশংসা যেমন করেন, তেমনি ভুল ধরিয়ে দেন। গানটির গীতিকার স্নেহাশীষ ঘোষ গতকাল মঙ্গলবার বলেন, এটা আমাদের তিনজনের একসঙ্গে করা দ্বিতীয় গান। তবে এই গানের মিউজিক ভিডিওতে আসিফ ভাই ও ইমরান ভাইকে একসঙ্গে দেখা যাবে। তিনি বলেন, গানটি লিখেছি ইমরান ভাইয়ের করা সুরের ওপর।

## দেবের সঙ্গে প্রেম ভাঙার রটনা মুখ খুললেন রুক্মিণী

**বিনোদন ডেস্ক :** ভারতীয় বাংলা সিনেমার চিত্রনায়ক ও তৃণমূলের সংসদ সদস্য দেব। তার হাত ধরে রুপালি জগতে পা রাখেন অভিনেত্রী রুক্মিণী মৈত্র। দেবের সঙ্গে জুটি বেঁধে সবচেয়ে বেশি সিনেমায় অভিনয় করেছেন এই অভিনেত্রী। পর্দার রসায়ন ব্যক্তিগত জীবনেও গড়িয়েছে। চুটিয়ে প্রেম করছেন তারা। গত ২৫ ডিসেম্বর ছিল দেবের জন্মদিন। বিয়াল্লিশ থেকে তেতাল্লিশে পা দিয়েছেন। কিন্তু জন্মদিনের দিন সোশ্যাল মিডিয়ায় দেবকে নিয়ে কোনো পোস্ট দিতে দেখা যায়নি রুক্মিণীকে। যদিও পরের দিন প্রিয় মানুষকে শুভেচ্ছা জানান এই অভিনেত্রী। কিন্তু তারপরও দেবের সঙ্গে রুক্মিণীর প্রেমের সম্পর্ক ভাঙনের খবর রটে। সত্যি কি দেব-রুক্মিণীর সম্পর্ক ভেঙে গেছে? দেব-রুক্মিণীর সম্পর্ক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা চর্চা চললেও নীরব দেব। তবে মুখ খুলেছেন রুক্মিণী। ভারতীয় একটি গণমাধ্যমে এ অভিনেত্রী বলেন, "দেবের জন্মদিনের পরের দিন পোস্ট করেছি বলে অনেক খবরই ছড়িয়েছে। যারা এই খবরগুলো করছেন, তারা যথেষ্ট রিসার্চ করেছেন তো? কারণ প্রত্যেকবার আমি ওর জন্মদিনের পরের দিন পোস্ট করি। যেকোনো বিশেষ দিনই আমি আমার কাছের মানুষদের সঙ্গে কাটাতে চাই। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সময় ব্যয় করতে চাই না। আর পোস্ট করে আমি কিছু প্রমাণ করতেই চাই না।" খানিকটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাবা-মাকে উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করেন রুক্মিণী। তার ভাষায়, "জীবনের সব সত্যি যদি সোশ্যাল মিডিয়ার নিরিখে বিচার করা হতো, তবে তো ধরে নিতে হয় আমার বাবা-মা এখনো অবিবাহিত। তারা তো তাদের বিয়ের ছবি, ব্যক্তিগত জীবনের মুহূর্তগুলো কেউই কোথাও পোস্ট করেননি।" সম্পর্কে জটিলতা চান না রুক্মিণী। তা জানিয়ে এই অভিনেত্রী বলেন, "সম্পর্কের ক্ষেত্রে জটিলতা আমার একেবারেই পছন্দ নয়। আমি ভীষণ সিম্পল। সম্পর্ক মানেই আমার কাছে দায়িত্ব। আমি একেবারেই পজেসিভ নই, প্রোটেকটিভ।" ২০১৭ সালে 'চ্যাম্প' সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন রুক্মিণী।

## শরিফুল রাজের সঙ্গে সিনেমায় অভিষেক হচ্ছে তিশার

**বিনোদন ডেস্ক :** শোনা গিয়েছিল ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের সঙ্গে বড়পর্দায় অভিষেক হচ্ছে তিশার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। অবশেষে তার অভিষেক হতে যাচ্ছে শরিফুল রাজের সঙ্গে। ইতোমধ্যে সিনেমাটির জন্য প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন অভিনেত্রী। জানা গেছে, এখনও চুক্তিপত্রে সই না করলেও নির্মাতাদের সঙ্গে কথা পাকা। দ্রুত চুক্তিসই ও টিজারের শুটিংয়ের জন্য ঘর থেকে বের হতে হবে তাকে। নাম ঠিক না হওয়া ছবিটি পরিচালনা করছেন সঞ্জয় সমাদ্দার। আগেও সঞ্জয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন তিশা। নির্মাতা সঞ্জয় ও অভিনেত্রী তিশার বোঝাপড়া চমৎকার। এই একটি দিক থেকে কিছুটা ঝুঁকিমুক্ত অভিনেত্রী। বাকিটা নির্ভর করছে গল্পের ওপর। জানা গেছে, সিনেমার গল্পও লিখেছেন সঞ্জয় সমাদ্দার, সঙ্গে ছিলেন নাজিব উদ দৌলা। যে কোনো সময় সিনেমার ঘোষণা দেবেন তারা। ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হবে শুটিং। নতুন এ সিনেমা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সঞ্জয় সমাদ্দার বলেন, 'এখনও কোনো চুক্তি হয়নি। প্রযোজক দেশের বাইরে। তিনি দেশে ফিরলে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে পারবো।' সিনেমার নাম জানতে চাইলে সঞ্জয় বলেন, 'এখনো নাম ঠিক হয়নি।'

সিনেমা সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, এরই মধ্যে তিশা-রাজের সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। শুটিংয়ের আগেই সিনেমার নাম ঘোষণার মাধ্যমে টিজার প্রকাশ করা হবে। প্রস্তুতি প্রসঙ্গে জানতে যোগাযোগ করা হলে অবশ্য সাড়া দেননি হবু ঢালিউড নায়িকা তানজিন তিশা।

# ভালুকায় ছিনতাইকৃত প্রাইভেটকার উদ্ধার গ্রেফতার ২

**ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি :** ময়মনসিংহের ভালুকায় শাকিব হাসান (২৫) ও সিমান্ত (৩০) নামে দুই ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে মডেল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার মেদিলার মোড় নামক স্থান থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তারে কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া একটি টয়োটা প্রাইভেটকার (নম্বর-ঢাকা মেট্রো-গ-২২-৩১৫১) উদ্ধার করা হয়। ভালুকা মডেল থানার ওসি তদন্ত হুমায়ন কবির জানান, সোমবার রাতে ময়মনসিংহ শহরের আর,কে মিশন রোডের বাসিন্দা এমদাদুল হকের একটি টয়োটা গাড়ি (নম্বর-ঢাকা মেট্রো-গ-২২-৩১৫১) ভালুকা উপজেলার উপজেলার হাজির বাজার এলাকা থেকে ছিনতাই হয়। পরে গাড়ির মালিক সরকারী সেবা নম্বর ৯৯৯ এ ফোন দিলে ভালুকা মডেল থানা পুলিশ মঙ্গলবার ভোররাতে উপজেলার মেদিলা মোড় থেকে কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি উপজেলার তেরারিয়া গ্রামের মিঠু মিয়ার ছেলে শাকিব হাসান ও ময়মনসিংহ শহরের নওমহল এলাকার ইলিয়াস মিয়ার ছেলে সিমান্তকে গ্রেফতার করে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ছিনতাই হওয়া টয়োটা প্রাইভেটকারটি উদ্ধার করা হয়। আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, মামলা প্রক্রিয়াধিন।

# নাচোলে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসাক্যাম্প

**নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি :** চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলের আয়োজনে ফ্রি চক্ষু চিকিৎসাক্যাম্প ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাংবাদিক কল্যাণ তহবিল (নাচোল-গোমস্তাপুর-ভোলাহাট)র আয়োজনে নাচোল ডাকবাংলো চত্বরে সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিনামূল্যে রোগিদের চক্ষু চিকিৎসা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, স্বল্পমূল্যে ওষুধ ও চশমা প্রদান করেন নওগাঁর ইস্পাহানী ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতালের অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ সৈয়দ আকিব ও তার নেতৃত্বাধীন একটি টিম। রোগিদের কাউন্সিলিং করেন প্যাথলজিস্ট নাবিবা খাতুন ও লিপি মালাকার এবং চক্ষু পরিক্ষা করেন মোখলেসুর রহমান, ওষুধ ও চশমা সরবরাহ করেন অনুফা আক্তার। এদিন সকাল ১০টায় সাংবাদিক কল্যাণ তহবিলের সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে ফ্রি চক্ষু ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ আতিক মাহমুদ। চক্ষুক্যাম্পে ৩০০ রোগির চক্ষুচিকিৎসা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয় এবং ন্যায্যমূল্যে ওষুধ ও চশমা প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, ছানি অপারেশন, লেন্স সংযোজন ও চোখের নেত্রনালীর অপারেশননের জন্য মনোনীত ৬০জন রোগির চিকিৎসা, যাতায়াত ব্যয় নওগাঁর ইস্পাহানী ইসলামীয়া চক্ষু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

# রাজশাহীর জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য কেনার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে’

**রাজশাহী প্রতিনিধি :** ‘রাজশাহী জেলায় এক লক্ষ জনগোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবির পণ্য কেনার কার্ড দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। তবে প্রশাসন ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একেবারে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত উপযুক্ত উপকারভোগী নির্বাচন করে টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। কারণ, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে দরিদ্র সবাইকে টিসিবি কার্ড দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বোপরি, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে আগে সুবিধাভোগীদের নির্বাচনে স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা আনতে হবে। এরপরই প্রকৃতপক্ষে যারা টিসিবি কার্ড পাওয়ার যোগ্য তাদেরকেই দেওয়ার ব্যবস্থা করে সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।’ সোমবার বিকালে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।

# লাউ গাছের সঙ্গে এ কেমন শত্রুতা!

**মাদারীপুর প্রতিনিধি :** মাদারীপুরে শত্রুতা করে এক কৃষকের লাউয়ের ক্ষেতের সব লাউ গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। মাদারীপুর সদর উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, ওই এলাকার কৃষক মুনসুর আলী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে গরু পালনসহ নানান রকমের সবজির চাষাবাদ করেন। চলতি মৌসুমে ৬০ শতাংশ জমিতে গম এবং ২০ শতাংশ জমিতে লাউয়ের আবাদ করেন তিনি। কিছুদিনের মধ্যেই তার লাউ গাছে লাউ ধরতো। গতরাতে দুর্বৃত্তরা লাউ ক্ষেতের সব গাছ কেটে রেখে গেছে। সকালে লাউক্ষেতে গিয়ে এই অবস্থা দেখে আহাজারিতে ফেটে পড়েন কৃষক মুনসুর আলী।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর গ্রামের মুনসুর আলী মস্তফাপুর ইউনিয়নের বড় বাড্ডা এলাকায় ১০শত শতাংশ জমিতে ধান, পাট, গম, ভুট্টা, সরিষা, কালোজিরা, ধনিয়া, লাউ, কুমড়া, বেগুন, মুলার চাষ করেন। এছাড়াও খামারে পাঁচটি গরু রয়েছে। কয়েকটি পুকুরে মাছচাষও শুরু করেছেন। ব্যাংক ঋণের টাকায় তার চাষাবাদ শুরু হয়। সোমবার রাতে তার জমিতে ফলন আসন্ন লাউ গাছকে বা কারা কেটে ফেলেছে। এতে করে লক্ষাধিক টাকার ক্ষতির সম্মুখীন হবেন বলে জানান কৃষক মুনসুর আলী। ক্ষতিগ্রস্ত মুনসুর আলী বলেন, কৃষিব্যাংক থেকে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে এই কৃষি কাজ শুরু করেছি। এর মাধ্যমেই পরিবারের ভরণপোষণ ও ঋণের টাকা শোধ করতে হবে আমাকে। অথচ আমার ফলন আসন্ন লাউগাছগুলো কে বা কারা রাতের আঁধারে কেটে ফেলেছে! আমার বিরাট ক্ষতি হয়ে গেল। মাদারীপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান,একজন কৃষকের স্বপ্ন দুর্বৃত্তরা নষ্ট করে দিয়েছে। এটা দুঃখজনক ঘটনা। আমরা অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নানা ধরনের তৈজসপত্র সাইকেলে নিয়ে বিক্রির জন্য বের হয়েছেন এক ব্যক্তি। দপদপিয়া সেতু।

# চরে খিরার ফলন বেড়েছে, লাভের আশা কৃষকদের

**চাঁদপুর প্রতিনিধি :** চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলার চরাঞ্চলে গত বছরের তুলনায় এ বছর খিরার ফলন ভালো হয়েছে। গত বছর প্রতি হেক্টর জমিতে ১০ থেকে ১২ টন খিরা উৎপাদন হলেও এ বছর ১৫ থেকে ২০ টন উৎপাদনের সম্ভাবনা জানিয়েছে কৃষি বিভাগ। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় খিরার ফলন ভালো হয়েছে। এর ফলে খিরা বিক্রি করে লাভের আশা করছেন কৃষকরা। কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, উপজেলায় ষাটনল, এখলাসপুর, মোহনপুর, ফরাজীকান্দি, সুলতানাবাদ এবং জহিরাবাদ ইউনিয়নের মেঘনা ও ধনাগোদা নদীর তীরের চরাঞ্চলের কৃষকরা বেশিরভাগ খিরা আবাদ করেন। এ বছর প্রায় ৬০ হেক্টর জমিতে খিরা আবাদ করা হয়েছে। চরাঞ্চলের কৃষকরা জানিয়েছেন, কম খরচে বেশি লাভ হওয়ায় গত বছর থেকে এ বছরে খিরা চাষ বেড়েছে এ অঞ্চলে। খিরা চাষ করে অনেক কৃষকই এখন স্বাবলম্বী হয়েছে। খিরাগাছের পরিচর্যা ও খিরা সংগ্রহে ব্যস্ত সময় পার করছেন চাষিরা। বেশ কয়েকটি এলাকা ঘুরে দেখাগেল, মাঠজুড়ে সবুজ মখমলের মতো বিছিয়ে রয়েছে খিরার গাছ। সবুজ পাতার মাঝে হলুদ ফুলে ভ্রমর মৌমাছিরা ওড়ছে। আর খিরার ডগায় ডগায় রয়েছে সবুজ কচকচে খিরা। উপজেলার ষাটনল গ্রামের কৃষক জামাল ও মনির হোসেন, তবদিল হোসেন জানান, অন্য ফসলের চেয়ে খিরা চাষে অধিক লাভ হওয়ায় খিরা চাষের প্রতি তাদের আগ্রহ বেড়েছে। তারা আরো জানান, এক বিঘা জমিতে খিরা চাষ করতে প্রায় ২৫ হাজার খরচ হয়। আর বাজারজাত ও শ্রমিকসহ আরও ৫ হাজার টাকা খরচ হয়। সব মিলিয়ে ৩০ হাজার টাকার মতো প্রতি বিঘায় খিরা চাষ করতে খরচ হয়। এরপর এসব খিরা বিক্রি করে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা পাওয়া যায়। এ বছর আমাদের প্রতি বিঘাতে ৫০-৭০ হাজার টাকা মতো লাভ থাকবে। এদিকে উপজেলার চরাঞ্চলের চারদিকে তাকালে শুধু খিরা আর খিরা ক্ষেত দেখা যায়। নারী-পুরুষ ও শিশু খিরা জমিতে কাজে ব্যস্ত। কেউবা খিরা তুলছে আবার কেউবা বাছাই করছে বিক্রির জন্য বস্তা প্রস্তুত করছে। খিরা তুলতে আসা এখলাছপুর এলাকার কৃষক শাহিন মিয়া, কবির ও মাসুম মিয়া জানান, খিরা চাষে খরচ কম অধিক লাভ। এ বছর যে কয়েকবার বিক্রি করেছি তাতে ভালো দাম পেয়েছি। আগামীতে আরও বেশি জমিতে চাষ করার ইচ্ছে আছে। মুন্সিগঞ্জ থেকে খিরা কিনতে আসা পাইকার মোজাফফর ও গোলাম রাব্বানী বলেন, এ বছর ১ হাজার ৪শ টাকা মণ প্রতি খিরার দাম ধরা হয়েছে। ঢাকা যাত্রাবাড়ী যাতায়াত ভাড়া ও অন্যান্য খরচসহ প্রতি মণ ১ হাজার ৫শ টাকা খরচ পড়বে। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ৪০ টাকা ধরে বিক্রি করছি। কেজি ৫ টাকা ও মণ প্রতি ২শ টাকা লাভ হচ্ছে। এ বছর দাম ভালো হওয়ায় খুচরা বিক্রি বেশি। মতলব উত্তর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ফয়সাল মোহাম্মদ আলী বাংলানিউজ বলেন, এবার মতলব উত্তর উপজেলায় ৬০ হেক্টর জমিতে খিরা চাষ হয়েছে। প্রতি হেক্টরে ১৫ থেকে ২০ টন করে খিরা উৎপাদন হচ্ছে। গত বছরের চেয়ে ফলন ও দাম বেশি হওয়ায় কৃষকদের লাভ হচ্ছে। স্থানীয় চাষিদের মধ্যে খিরা চাষের আগ্রহ বাড়ছে বলেও জানান ওই কর্মকর্তা।

শর্ষে ফুলে ভরে গেছে খেত। খেতের মধ্যের আইল ধরে হেঁটে কাজে যাচ্ছেন এক নারী। বাওশা, চাটমোহর, পাবনা।

# পঙ্গুত্ব বরণ করা আলম পেলেন হুইল চেয়ার

**বরিশাল প্রতিবেদক :** মাহিন্দ্রা চালক আলম হাওলাদার সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ করে দীর্ঘদিন থেকে শয্যাশয়ী রয়েছেন। অর্থাভাবে চলাফেরা করার জন্য একটি হুইল চেয়ার ক্রয় করতে পারেননি আলম। এ খবর জানতে পেরে তার পাশে ছুটে যান জেলার গৌরনদী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মরহুম মো. নুর আলম হাওলাদারের ছেলে যুবদল নেতা আরিফুল ইসলাম মিঠু। পৌরসভার বড় কসবা পশ্চিমপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আলমের বাড়িতে সোমবার সন্ধ্যায় হুইল চেয়ার নিয়ে ছুটে যান উপজেলা যুবদল নেতা আরিফুল ইসলাম মিঠু। চলাফেরা করার জন্য হুইল চেয়ার পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পরেন আলম হাওলাদার। হুইল চেয়ার প্রদানকালে অন্যান্যদের মধ্যে পৌর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক মো. বাবুল দর্জি, যুবদল নেতা রাইসুল ইসলাম রাসেদ, রাজিব সরদার, ছাত্রদল নেতা নুরুউদ্দিন সরদার, ইমাম মাওলানা মো. রিয়াজুল ইসলাম, সাংবাদিক মো. মেহেদী হাসান উপস্থিত ছিলেন।

# শেরপুরে ছয়জন নিহতের ঘটনায় বাসচালক গ্রেপ্তার

**শেরপুর প্রতিনিধি :** শেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন নিহতের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বাসচালক মো. সুমনকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। র‍্যাব -১৪, জামালপুর ও র‍্যাব-১, উত্তরার সদস্যরা যৌথ অভিযান চালিয়ে রাজধানী ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার দুপুরে সদর থানার পুলিশ এ ঘটনায় করা মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে বাসচালক সুমনকে শেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সোপর্দ করে। সুমন জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলার দিঘীরচর গ্রামের মো. আব্দুল মোতালেবের ছেলে। র‍্যাব-১৪, জামালপুরের কোম্পানী কমান্ডার মেজর আব্দুর রাজ্জাক বাসচালক সুমনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ ডিসেম্বর শেরপুরে যাত্রী-বাহী বাস ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালকসহ ছয়জন নিহত হন। শেরপুর সদর উপজেলার ভাতশালা জোড়া পাম্প এলাকায় শেরপুর-ঢাকা আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় নিহত অটোরিকশাচালক লোকমান হোসেনের ছেলে মো. জিহাদ মিয়া বাদী হয়ে রোববার সড়ক পরিবহন আইনে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মঙ্গলবার ভোরে র‍্যাবের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে বাসচালক মো. সুমনকে গ্রেপ্তার করেন।

# হাটহাজারী ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি আটক

**হাটহাজারী, চট্টগ্রাম প্রতিনিধি :** চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার ৮টি মামলার সাজাপ্রাপ্ত ওয়ারেন্টভুক্ত এক পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৭ এর একটি আভিযানিক দল। সূত্র জানায়, র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে যে, হাটহাজারী থানার সিআর মামলা নং-৩৪৭/১৪ ধারাঃ ১৮৮১ সালের এন.আই.এ্যাক্ট এর ১৩৮ মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মোঃ ফয়েজ উল্লাহ প্রকাশ ফয়েজ চট্টগ্রামের রাউজান থানাধীন জলিল নগর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান করছে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে র‍্যাব-৭, চট্টগ্রাম এর একটি আভিযানিক দল সোমবার দিবাগত রাতে বর্ণিত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে আসামী মোঃ ফয়েজ উল্লাহ প্রকাশ ফয়েজ (৩৮), পিতা- মোঃ ওমর ফারুক, সাং- বড় মৌলানা সাহেব বাড়ী, থানা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম’কে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সম্মুখে আটককৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে সে উপরোক্ত নাম ঠিকানা প্রকাশ করত সূত্রে বর্ণিত মামলার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী মর্মে স্বীকার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা যায়, সে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে গ্রেফতার এড়াতে দীর্ঘ ১০ বছর চট্টগ্রাম জেলা এবং মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে আসছিল। উল্লেখ্য যে, সিডিএমএস পর্যালোচনা করে গ্রেফতারকৃত আসামী মোঃ ফয়েজ উল্লাহ প্রকাশ ফয়েজ এর বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় ৮টি মামলার তথ্য পাওয়া যায়। গ্রেফতারকৃত আসামীকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে তাকে হাটহাজারী থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

পাহাড় থেকে কমলা নিয়ে নৌকায় করে রাঙামাটি শহরে এসেছেন বাগানিরা। এখান থেকে পাইকারি ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে যান। সমতা ঘাট, রাঙামাটি।

# চিরিরবন্দরে তেলের ঘানি টানছে ঘোড়া

**চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি :** চিরিরবন্দর উপজেলার চিরিরবন্দর গ্রামে দেখা মিলেছে এক অভিনব দৃশ্য। কাঠের তৈরি সরিষার তেলের ঘানি টানছে ঘোড়া। গরুর বদলে এমন ঘানি টানানোর পদ্ধতিটি শুধু সময়-সাশ্রয়ী নয়, বরং খরচ কমানোর ক্ষেত্রেও বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উপজেলার আব্দুলপুর ইউনিয়নের চিরিরবন্দর গ্রামের বাসিন্দা মোঃ আলতাফ হোসেন তার পূর্বপুরুষদের গরু দিয়ে তেল তৈরির ঘানির পদ্ধতি পাল্টে এনেছেন এক অভিনব পরিবর্তন। তার এ উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে বেশ আলোড়ন তুলেছে। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে তার পরিবার গরু দিয়ে তেলের ঘানি পরিচালনা করত। তবে ইউটিউব দেখে নতুন ধারণা পেয়ে তিনি গরু বিক্রি করে সেই টাকায় একটি ঘোড়া কিনে ঘানিতে যুক্ত করেন। বর্তমানে বাজারে অনেক ধরনের তেল পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ সরিষার তেলের চাহিদা সবসময়ই শীর্ষে। সরিষার তেল তৈরি হয় সরিষার বীজ থেকে, যা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তেলের নির্যাস সংগ্রহের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয়। এই তেল শুধুমাত্র খাবারেই নয়, রূপচর্চা এবং স্বাস্থ্যসেবায়ও বহুল ব্যবহৃত। স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা দাবি করেন, ঘানিতে তৈরি তেলের স্বাদ, রঙ ও ঘ্রাণ খাঁটি। বেলতলী বাজারের তেল ব্যবসায়ী রাসেল আহমেদ বলেন, ‘ঘানিতে তৈরি তেলের স্বাদ দোকানের তেলের চেয়ে অনেক ভালো। ১০ কেজি সরিষা থেকে প্রায় তিন থেকে সোয়া তিন লিটার তেল উৎপাদিত হয়, যা স্থানীয় বাজার ছাড়াও অনলাইনে বিক্রি হচ্ছে। উপজেলার সুখীপীর বাজারের তেল ব্যবসায়ী মসলেম উদ্দিন বলেন, ঘানিতে তৈরি তেল ও খৈল বেশ ভালো মানের। এ উদ্যোগ এলাকার অনেক মানুষের নজর কেড়েছে। তিনি আরো বলেন, ‘কাঠের ঘানিতে তেল উৎপাদনে কোনো ভেজাল মেশানোর সুযোগ নেই। লোহার ঘানির তুলনায় এতে তেলের গুণাগুণ ঠিক থাকে। তেল পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও নেই। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা শহীদুল আলম বলেন, এ উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। দেশীয় এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে ঘানি মালিকদের আরো উৎসাহিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, মিলনের এ উদ্ভাবন কেবল তার নিজস্ব আয়ের পথ খুলে দেয়নি, বরং চিরিরবন্দরে খাঁটি সরিষার তেল উৎপাদনে একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে। সময় সাশ্রয়ী এবং পরিবেশবান্ধব এ পদ্ধতি স্থানীয় কৃষি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হতে পারে।

পাহাড়ে হানিকুইন জাতের আনারসের ফলন আশানুরূপ হয়েছে। সুস্বাদু এ আনারসের চাহিদা রয়েছে সারা দেশে। শহর থেকে আসা পাইকারেরা ভিড় করেছেন আনারস কিনতে। সমতা ঘাট, রাঙামাটি।

# হোসেনপুরে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টির উপর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

**হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি :** যত্নে রাখি শিশু ও মা, গড়ি আগামীর সম্ভাবনা এই প্রতিপাদ্যকে নিয়ে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচিতে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের পুষ্টি এবং শিশুর সংবেদনশীল ও উদ্দীপনামূলক যত্ন বিষয়ে মডিউল-১ এর উপর ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার উপজেলা পরিষদ হল রুমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়। উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মুহাম্মদ জিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার কাজী নাহিদ ইভা। প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন-জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মামুন অর রশিদ,উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ মো: তানভীর হাসান জিকো, সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা আক্তার। প্রশিক্ষণে ৫২ জন স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যাণ সহকারী উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা বলেন” একজন সুস্থ্য শিশু দেশের সম্পদ। গর্ভবতী মায়েদের যত্ন নিলে সুস্থ্য সবল জাতি গড়ে উঠবে। গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করতে হবে।

# শ্রীমঙ্গল পৌরসভার উদ্যাগে শীতার্তদের মাঝে ৬৯০টি কম্বল বিতরন

**শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি :** শ্রীমঙ্গল পৌরসভার উদ্যাগে শীতার্ত মানুষের মাঝে ৬৯০টি কম্বল বিতরন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় শ্রীমঙ্গল পৌরসভা প্রাঙ্গনে এসব কম্বল বিতরন করা হয়। মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক মো. ইসরাইল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দরিদ্র, নি:স্ব ও শীতার্ত মানুষের মাঝে এসব কম্বল বিতরন করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. ইসলাম উদ্দিন, শ্রীমঙ্গল পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. জহিরুল ইসলাম, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অসীম কুমার কর প্রমুখ।

# হবিগঞ্জে সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে চাঁদপুরের ২ শ্রমিক নিহত

**চাঁদপুর প্রতিনিধি :** হবিগঞ্জের বাহুবল উপজেলায় আকিজ গ্রুপের একটি নির্মাণাধীন ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত চার শ্রমিকের ২ জনের বাড়ীই চাঁদপুরে। এ ঘটনা আহত হয়েছেন আরও তিনজন। মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) বেলা ৯টায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরিচয় নিশ্চিত হওয়া চাঁদপুরের দুই শ্রমিক হচ্ছেন মিজান গাজী ও মাহফুজ। বাহুবল থানার ওসি মো. জাহিদুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয়রা জানান, বাহুবল উপজেলার ডুবাঐ এলাকায় আকিজ গ্রুপ একটি কারখানা নির্মাণ করছেন। সকাল ৯টার দিকে গ্যাস সাব-স্টেশনে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এ সময় ঘটনাস্থলে প্রকৌশলীসহ দুজন নিহত হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে সিলেটে নেওয়ার পথে আরও দুজন নিহত হয়। আহতদের চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওসি জাহিদুল ইসলাম বলেন, সকাল ৯টার দিকে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই দুজন মারা যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় পাঁচজনকে সিলেটের এমএজি ওসমানী মেডিকেলে পাঠানো হয়।

# চিরিরবন্দরে টিসিব্বির কার্ড বিতরণে অনিয়ম

**চিরিরবন্দর, দিনাজপুর প্রতিনিধি :** দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)র কার্ড বিতরণে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) নিকট অভিযোগ দায়ের করেছেন এলাকাবাসী। জানা গেছে, উপজেলার ১০নং পুনট্টি ইউনিয়নে ব্যক্তির সঙ্গে ফ্যামিলি (টিসিবি) কার্ডের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও ইউপি সদস্য সুফিয়া বেগম তার পরিষদের সদস্য এবং ইউপি সচিব আনিছুর রহমানের নেতৃত্বে একটি মনগড়া তালিকা তৈরি করে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)র মালামাল বিতরণ করেছেন। যা অনলাইনেও প্রকাশ করা হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)র মালামাল বিতরণের পুরাতন তালিকা বাদ দিয়ে অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি মাধ্যমে টিসিব্বির একটি নতুন তালিকা তৈরি করে মালামাল বিতরণ করেছেন। এতে করে এলাকার গরীব, অসহায়-দুঃস্থ ব্যক্তিরা টিসিব্বির মালামাল থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। দক্ষিণ ভবানীপুর গ্রামের আফতাবউদ্দিন ওরফে থেল্লু (৮০), কেশবপুরের সুমঙ্গল রায় (৬২), হরনন্দপুরের মালেকা বেগম (৭২) বলেন, আমরা বিগত দিনে ঠিকই টিসিবির মালামাল পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার টিসিবির মালামাল তুলতে গিয়ে জানতে পারলাম তালিকায় আমাদের নাম নেই। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেও মালামাল না পেয়ে খালি হাতে বাড়িতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছি। শুধু তারাই নন-এরকম আরো অনেকে ব্যক্তিরই একই অভিযোগ। এ ব্যাপারে চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) ও ইউপি সদস্য সুফিয়া বেগম বলেন।

# অবনমনের শঙ্কায় ইউনাইটেড

**স্পোর্টস ডেস্ক :** প্রিমিয়ার লিগের সর্বশেষ ৫০ বছর আগে অবনমনে পড়েছিলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ১৯৭৩-৭৪ মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে সিটির ডেনিস ল'য়ের বির্তকিত এক গোলের মধ্য দিয়ে অবনমন হয়েছিলো ইংলিশ এ ক্লাবটির। তবে এবার সেই ইতিহাসের পুরাবৃত্তি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন ইউনাইটেড কোচ রুবেন আমোরিম। গত সোমবার নিউ ক্যাসেলের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারার পর অবনমনের শঙ্কা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ভালোভাবেই। তা এড়ানোর লড়াইয়ে ইতোমধ্যেই নেমে পড়েছে কি না তার দল, সে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, এ শঙ্কাটা আছে। আমাদের অবস্থান কী, তা ভক্তদের কাছে পরিষ্কার করতে হবে।'বিদায়ী ডিসেম্বরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড সব প্রতিযোগিতায় ছয়টি ম্যাচ হেরেছে। এক মাসে এতগুলো হার ক্লাবটি নিজেদের ইতিহাসে তৃতীয় বারের মতো দেখল তাতে। এছাড়া এ মাসে তাদেরকে ১৮টি গোলও হজম করতে হয়েছে। এক মাসে এত গোল শেষ ৬০ বছরে হজম করেনি ইউনাইটেড। যার ফলে পয়েন্ট টেবিলে ১৪তম অবস্থানে থেকে বছর শেষ করতে হচ্ছে আমোরিমের শিষ্যদের। ২০১৫ সালে কোচ লুই ফন হালের অধীনে প্রথমবারের মতো একই মৌসুমে টানা তিনটি প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ হেরেছিলো তারা। আর এবার নভেম্বরে আমোরিমের দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই ডিসেম্বরেই ৬ ম্যাচ হার দেখে ক্লাবটি। দলের এমন বাজে পারপর্মেন্সের দায় অবশ্য স্বীকার করেছেন আমোরিম। তিনি বলেন, 'এটা আমারও দোষ। দলের উন্নতি হচ্ছে না। এই মুহূর্তে কিছুটা গতি হারিয়েছে এবং ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের কোচ হয়ে অনেক খেলা হারার বিষয়টা কিছুটা বিব্রতকর।

# ৩১ বছর পর এমন প্রতিপক্ষের কাছে হারলো চেলসি

**স্পোর্টস ডেস্ক :** হঠাৎ চেলসির হলোটা কী! ৪৫ বছর পর ঘরের মাঠে ফুলহ্যামের কাছে হারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিত এক পরাজয় দেখলো ব্লুজরা। প্রিমিয়ার লিগে ইপসউইচ টাউনের মাঠ থেকে ২-০ গোলের হার নিয়ে ফিরেছে চেলসি। ১৯৯৩ সালের পর এই প্রথম ইপসউইচের কাছে হারলো চেলসি। শুধু ৩১ বছরের আক্ষেপ ঘুচানো নয়, ইপসউইচের ঘরের মাঠে ২২ বছরে এটি প্রথম জয়। পোর্টম্যান রোডে লিয়াম ডেলাপের ১২তম মিনিটের পেনাল্টি দলকে এগিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটে ওমারি হাচিনসন তার সাবেক দলের বিপক্ষে গোল করে বহু বছরের আক্ষেপ ঘুচানো জয় নিশ্চিত করেন। ইপসউইচের কোচ কিয়েরান ম্যাককেনা এই জয়কে ক্লাবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করে সবাইকে স্মরণীয় সাফল্য উদযাপনের আহ্বান জানিয়েছেন।

# ঘরের মাঠে লজ্জার হার ম্যানইউর অবনমন শঙ্কায় রেড ডেভিল

**স্পোর্টস ডেস্ক :** বছরের সবশেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে নিউক্যাসেল ইউনাইটেডের কাছে হেরেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। ম্যাচের ২০ মিনিটের মধ্যেই আলেকসান্দার ইসাক এবং জোয়েলিংটনের গোলে লিড নেয় ম্যাগপাইরা। সেই ২ গোলেই পরবর্তীতে হেরেছে ইউনাইটেড। ১৯৭৯ সালের পর এবারই প্রথম ঘরের মাঠে টানা তিন লিগ ম্যাচ হেরেছে ইউনাইটেড। আর প্রতিপক্ষ নিউক্যাসেলের সঙ্গে এ পর্যন্ত ৩৯তম ম্যাচে হারের রেকর্ড এটি। এছাড়া নিজ মাঠ ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ১১ বছর পর নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে হারের মুখ দেখে রুবেন আমোরিমের ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তবে হারের বিবেচনায় এই মাসে প্রিমিয়ার লিগে তাদের ৫ম। এই হারে ৬২ বছর আগের স্মৃতিতে ফিরে গেলো রেড ডেভিলসরা। এক মাসে লিগে ৫ ম্যাচ হারার স্মৃতি। শেষবার ম্যান ইউ এক মাসে ৫ লিগ ম্যাচ হেরেছিল ১৯৬২ সালে। এদিকে চলতি বছরটি লিগে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করছে ইউনাইটেড। ১৯৮৯ সালের পর বছরের হিসেবে এটিই তাদের সবচেয়ে বাজে অবস্থান। সেবারে ইউনাইটেড বছরকে বিদায় জানায় ১৫তম স্থানে থেকে। এবার ১৪ নম্বরে থেকে।

# ৩৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্থানে ম্যানইউ

**স্পোর্টস ডেস্ক :** ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এক মাসে পাঁচটি ম্যাচ হারল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। মাঠে তারা ২-০ ব্যবধানে হেরেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। সব মিলিয়ে ১৯ ম্যাচে এটা তাদের নবম হার। ড্র করেছে চারটিতে। জয় মাত্র ৬টিতে। এক মাসে পাঁচ ম্যাচ হেরে ১৯ ম্যাচ থেকে মাত্র ২২ পয়েন্ট সংগ্রহ করে পয়েন্ট টেবিলের চতুর্দশতম স্থানে অবস্থান নিয়েছে ম্যানইউ। যা গেল ৩৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। সবশেষ ১৯৮৯ সালে তারা পয়েন্ট টেবিলের ১৫তম অবস্থানে থেকে বছর শেষ করেছিল। অন্যদিকে ১৯ ম্যাচ থেকে ৩২ পয়েন্ট নিয়ে নিউক্যাসল রয়েছে পঞ্চম স্থানে। ম্যানইউর বিপক্ষে এদিন ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই এগিয়ে যায় নিউক্যাসল। এ সময় আলেক্সান্ডার ইসাক হেডে গোল করেন। ১৯ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জোয়েলিনটন। ব্রুনো গুইমারায়েস তাকে অ্যাসিস্ট করেন। এই দুটি গোল ম্যাচের বাদবাকি সময়ে আর শোধ দিতে পারেনি রেড ডেভিলসরা। অবশ্য নিউক্যাসলও পারেনি আর ব্যবধান বাড়াতে। তাতে ২-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে তারা। আর ম্যানইউ আরও একটি পরাজয়কে সঙ্গী করে লজ্জার রেকর্ড গড়ে বছর শেষ করে।

# নাইটহুড পেলেন সাউথগেট

**স্পোর্টস ডেস্ক :** নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন ইংল্যান্ডের সাবেক কোচ গ্যারেথ সাউথগেট। ৫৪ বছর বয়সী এই কোচ গত জুলাইয়ে কোচের পদ ছেড়েছেন। তার আগে ইংল্যান্ডকে নিয়ে গেছেন ইউরোর ফাইনালে। তার অধীনে টানা দ্বিতীয়বার টুর্নামেন্টের ফাইনালে পৌঁছাতে পারলেও শিরোপা মঞ্চে ব্যর্থ হয়েছে ইংল্যান্ড। তাছাড়া তার অধীনে ২০১৮ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও খেলেছে ইংলিশ দল। চূড়ান্ত সাফল্য না পেলেও তুলনার বিচারে ইংল্যান্ডের সফলতম কোচ ধরা হচ্ছে তাকে। ইংল্যান্ডের চতুর্থ কোচ হিসেবে নাইটহুড উপাধি পেলেন সাউথগেট। এর ফলে এখন তার নামের শুরুতে স্যার বসবে। তার আগে স্যার ওয়াল্টার, স্যার আলফ রামসে ও স্যার ববি রবসন নাইটহুড পেয়েছেন।

# নিজ মাঠে চেলসিকে হারিয়ে ২২ বছরের আক্ষেপ ঘোচালো ইপসউইচ

**স্পোর্টস ডেস্ক :** ঘরের মাঠে ফুলহ্যামের কাছে হারের রেশ কাটতে না কাটতেই এবার ইপসউইচ টাউনের বিপক্ষে অপ্রত্যাশিত এক পরাজয় দেখলো চেলসি। প্রিমিয়ার লিগে ইপসউইচ টাউনের মাঠ থেকে ২-০ গোলের হার নিয়ে ফিরেছে ব্লুজরা। ১৯৯৩ সালের পর এই প্রথম ইপসউইচের কাছে হারলো চেলসি। শুধু ৩১ বছরের আক্ষেপ ঘুচানো নয়, ইপসউইচের ঘরের মাঠে ২২ বছরে এটি প্রথম জয়। ১২তম মিনিটে লিয়াম ডেলাপের পেনাল্টি থেকে গোল দলকে এগিয়ে নেয়। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটে সাবেক চেলসি তারকা ওমারি হাচিনসন গোল করে বহু ব্যবধান বাড়িয়ে দেন। এই জয়ে পয়েন্ট তালিকায় ১৮তম স্থানে উঠে এসেছে দলটি। স্কাই স্পোর্টসকে ইপসউইচের কোচ কিয়েরান ম্যাককেনা বলেন, 'ক্লাব, খেলোয়াড় এবং ভক্তদের জন্য এটি একটি বিশেষ রাত। ২২ বছরে প্রিমিয়ার লিগে পোর্টম্যান রোডে প্রথম হোম জয় এবং চেলসির বিপক্ষে এটি অর্জন করা ছিল অসাধারণ।' ম্যাচটিতে জয় পেলে পয়েন্ট তালিকার দুইয়ে উঠে যেতো তারা। এখন ১৯ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে পড়ে রয়েছে চারেই।

# ওলমোর জন্য অর্ধেক মূল্যে ভিআইপি আসন বিক্রি করছে বার্সা!

**স্পোর্টস ডেস্ক :** বার্সেলোনার আপিল প্রত্যাখ্যান করেছে উচ্চ আদালতও। ফলে হুমকির মুখে পড়েছে দানি ওলমো ও পাউ ভিক্তরের চুক্তি। তাতে একটি লিভার সক্রিয় করা ছাড়া কোনো বিকল্প থাকছে না তাদের। এরজন্য ন্যু ক্যাম্পের ভিআইপি আসনগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে ফুটবল ক্লাব বার্সেলোনা। সেটাও অর্ধেক মূল্যে! গত সোমবার ওলমো ও ভিক্তরকে নিবন্ধন করানোর পরিকল্পনায় উচ্চ আদালতে আপিল করেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু আরও একবার ধাক্কা খেল তারা। এর আগে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল বার্সেলোনার বাণিজ্যিক আদালত ১০। তাই বাধ্য হয়েওপ্ল্যান ব্বিতেই হাঁটছে ক্লাবটি। গত সোমবার অনুষ্ঠিত বোর্ডের সাধারণ সভায়ওপ্ল্যান ব্বি অনুমোদিত হয়। যেটা হলো স্পটিফাই ক্যাম্প ন্যুয়ের ভিআইপি আসনগুলো বিক্রি করে দেওয়া। প্রাথমিকভাবে ২০০ মিলিয়ন ইউরো সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকলেও, একটি কাতারি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে আগামী ২০ বছরে ১০০ মিলিয়ন ইউরো আয়ের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে।

## তথ্যপ্রযুক্তি

# আকাশপথে চলবে এয়ার ট্যাক্সি

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :** অ্যাপ ক্যাবের দৌলতে স্মার্টফোনের সাহায্যে সহজেই অনেক শহরে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। এবার যানজট উপেক্ষা করে আকাশপথেই ট্যাক্সি চালানোর উদ্যোগ চলছে। অনেক স্টার্টআপ কোম্পানি বিদ্যুতচালিত ট্যাক্সির কনসেপ্ট ও মডেল সৃষ্টি করছে এমন যানের বাজারও বাড়ছে, অনেক কোম্পানি প্রতিযোগিতায় নেমেছে। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ টোমাস এম ফ্রিসাখার বলছেন, আমার মতে, কয়েক ডজন থেকে শুরু করে হয়তো একশোরও বেশি কোম্পানির মধ্যে কয়েকটি টিকে যাবে। মার্কিন বিমানবাহিনী অদূর ভবিষ্যতে পরিবহণের মাধ্যম হিসেবে এয়ার ট্যাক্সি চালু করার পরিকল্পনা করছে। এশিয়ার গাড়ি কোম্পানি হিউন্ডে ও এক্সপেং-ও সেই ব্যবসায় পা রাখতে চায়, তারা ইলেকট্রিক গাড়িতে একই ধরনের ব্যাটারি ব্যবহার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক এয়ার ট্যাক্সি কোম্পানি ২০২৫ সালে নিউ ইয়র্ক শহর থেকে নেওয়ার্ক বিমানবন্দরে যাত্রী পরিবহণ শুরু করতে পারে। জার্মানির অটোমোবাইল ক্লাব এডিএসি আকাশপথে উদ্ধারকাজের জন্য ভোলোকপ্টার ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। ভোলোকপ্টার কোম্পানির কর্মকর্তা অলিভার রাইনহার্ট বলেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমাদের আকাশযানের দাম হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক কম। ধারাবাহিক রক্ষণাবেক্ষণের খরচও কম। আকাশপথে পরিবহণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিধি-নয়ম অত্যন্ত কড়া। কোনো আকাশযান উৎপাদন শুরুর আগে অনেক পরীক্ষায় সেটিকে পাশ করতে হয়। দুর্ঘটনার ঝুঁকি একশো কোটি ফ্লাইট আওয়ার্সে মাত্র এক বার। অলিভার রাইনহার্ট দাবি করেন, তাদের নিরাপত্তার বিধিনিয়মও হুবহু ইউরোপে যে কোনো যাত্রীবাহী বিমানের মতো। ইউরোপীয় ইউনিয়নের এভিয়েশন সেফটি এজেন্সি ইউরোপের আকাশে বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে। এয়ার ট্যাক্সি চালানোর জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়েছে। পাইলটদের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসছে। তাদের নতুন সার্টিফিকেশন ও প্রশিক্ষণ কোর্স করতে হচ্ছে। ইএএসএ প্রধান জুসেপে স্কানাপেভো বলেন, আমরা যে সব বিধিনিয়ম প্রকাশ করেছি, তার আওতায় আমরা ধরে নিচ্ছি যে বিমান বা হেলিকপ্টরারের জন্য কমার্শিয়াল পাইলট লাইসেন্স আছে, এমন ব্যক্তি সেই যান চালাবেন। তার জন্য নির্দিষ্ট জ্ঞান, দক্ষতা ও ক্ষমতার প্রয়োজন। ভোলোকপ্টারই প্রথম কোম্পানি হিসেবে পাইলট প্রশিক্ষণের অনুমোদন পেয়েছে। এখন তারা এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি স্থির করছে। অলিভার রাইনহার্ট বলেন, আমাদের কমার্শিয়াল লাইসেন্স পাওয়া এমন পাইলটের প্রয়োজন, যিনি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী বিমান অথবা হেলিকপ্টার চালিয়েছেন। তাঁকে শুধু নতুন যান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো, তুষারপাত, বজ্রবিদ্যুতসহ বৃষ্টি ও উত্তাল বাতাসের মতো জরুরি পরিস্থিতিতেও পাইলটকে এয়ার ট্যাক্সি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, প্রযুক্তিগত সমস্যা ও সিস্টেমে গোলোযোগও সামলাতে হবে। পাইলটদের জন্য টেকঅফ ও ল্যান্ডিং-ও বিশেষ স্ট্রেসের কারন। এভিয়েশন বিশেষজ্ঞ টোমাস এম ফ্রিসাখার মনে করিয়ে দেন, যে পরিসংখ্যান অনুযায়ী টেকঅফ ও ল্যান্ডিং পর্যায়েই সবচেয়ে বেশি অঘটন ঘটে। এয়ার ট্যাক্সি সত্যি বড় আকারে চালু হলে সম্পূর্ণ নতুন এয়ার রুট এবং নতুন ট্রাফিক বিধিনিয়মের প্রয়োজন হবে। ইউরোপের আকাশে নতুন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হিসেবে ইউ-স্পেস সিস্টেম কার্যকর করা হচ্ছে। স্কানাপেভো বলেন, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে আমরা কিছু নতুন নীতি তুলে ধরছি। কিন্তু 'হাই স্পেস' প্রত্যেক সদস্য দেশের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। প্রশ্ন হলো, বাস্তবে গোটা বিষয়টা ঠিক কেমন হবে এবং কীভাবে কাজ করবে? জার্মান এয়ারোস্পেস সেন্টারের বিয়াংকা শুখার্ট বলেন, উড়াল স্থির হলে ভার্টিপোর্টে এয়ার ট্যাক্সি অপেক্ষা করবে, সরাসরি সেই যানে উঠে আকাশপথে একই শহর, পাশের শহর অথবা পছন্দ অনুযায়ী অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায়। বাজারে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের ২০০টি শহরে এয়ার ট্যাক্সিব্যবহার করা হতে পারে।

# বাংলাদেশ থেকে ১ কোটির বেশি ভিডিও সরালো টিকটক

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :** কমিউনিটি গাইডলাইনস লঙ্ঘন করায় বাংলাদেশ থেকে টিকটক ১ কোটি ২১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৪৫টি ভিডিও সরিয়ে ফেলেছে। টিকটক সম্প্রতি ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকের কমিউনিটি গাইডলাইনস এনফোর্সমেন্ট রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। যেখান থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত সময়ের তথ্য এই প্রতিবেদনটিতে উঠে এসেছে। যেখানে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে মোট ১ কোটি ২১ লাখ ৫৮ হাজার ৭৪৫টি ভিডিও সরিয়ে ফেলা হয়েছে যা প্রথম প্রান্তিকে ছিল ৭১ লাখ ৭১ হাজার ৮৩২।

এছাড়াও বাংলাদেশে সক্রিয়ভাবে ভিডিও অপসারণের হার ৯৯.৬ শতাংশ যেখানে ৯৭.২ শতাংশ ভিডিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণ করা হয়েছে। প্রতিবেদন অনুযায়ী মুছে ফেলা ভিডিওগুলোর মধ্যে ৩১ শতাংশ কনটেন্ট ছিল সংবেদনশীল বিষয়বস্তু সম্পর্কিত যা টিকটকের কনটেন্টের নীতিমালার সাথে সঙ্গত নয়। এ ছাড়া এই ভিডিওগুলোর মধ্যে ১৫.১ শতাংশ ভিডিও প্ল্যাটফর্মের সুরক্ষা মানদণ্ড লঙ্ঘন করে, এবং ৪.৭ শতাংশ ভিডিও সরানো হয় গোপনীয়তা এবং সুরক্ষার নির্দেশনা ভঙ্গ করার জন্য।

# এবার যোগ্যতা থাকলেই চাকরি দিবে গুগল

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :** বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বেতন দেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পঞ্চম অবস্থানে থাকা গুগলে চাকরি পাওয়াটা সবার কাছে স্বপ্নের মতো। শুধুমাত্র শিক্ষানবীশদেরই বেতন বছরে প্রায় ৮০ হাজার ডলারের মত। ছয় অঙ্কের বেতন দিয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারদেরকে, যে সংখ্যা প্রায় এক লাখ ২০ হাজার ডলারের সমান। গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশিরাও এই বিশাল প্রযুক্তি নির্ভর প্রতিষ্ঠানটিতে নিজেদের জায়গা করে নিচ্ছে। মেধার ভিত্তিতে যথেষ্ট যাচাই-বাছাইয়ের মধ্য দিয়ে তারা উতড়ে যাচ্ছে গুগলের পরীক্ষায়। শামিল হতে পারছে চূড়ান্তভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় চার হাজার জনশক্তির মধ্যে, যাদেরকে প্রতিবছর খুঁজে বের করা হয় প্রায় ২৫ লাখ আবেদনকারীর মধ্য থেকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে গুগলের মূল সংস্থা অ্যালফাবেটের সিইও সুন্দর পিচাই এসব বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলেছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'এন্ট্রি লেভেল'-এর চাকরি বা গুগলে শুরুর সময়ের চাকরির জন্য কেমন কর্মী খোঁজে সংস্থাটি বা আবেদনকারীদের মধ্যে কী কী খোঁজে গুগল। সুন্দর পিচাই বলেছেন, গুগল খোঁজে 'সুপারস্টার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার', তার সঙ্গে প্রয়োজন নতুন কিছু শেখার ইচ্ছে এবং নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার মানসিকতা। গুগলে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিকেও মূল্যবান কিছু মনে করা হয় বলেও জানিয়েছেন পিচাই। এর সঙ্গে বিনা মূল্যে খাবার দেওয়ার বিষয়টিকেও সামনে এনেছেন তিনি। তার মতে, এটা দলগত ভাবনা তৈরি ও সৃজনশীল চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে। সুন্দর পিচাই নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাও তুলেছেন সাক্ষাৎকারে। গুগলে তার শুরুর দিনগুলোতে ক্যাফেটেরিয়ায় অনেকটা সময় কাটাতেন বলে জানান সুন্দর পিচাই। সেখানে কাজসংক্রান্ত নানা আলোচনাও হতো বলে স্মৃতিচারণা করেন সুন্দর পিচাই। ক্যাফে স্বতঃস্ফূর্ত মিথস্ক্রিয়া এবং নতুন ধারণা বিকাশের ক্ষেত্রে কাজ করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, গুগলের এ ধরনের উদ্যোগের সুবিধা খরচের চেয়ে অনেক বেশি। এটি গুগলের সহযোগিতামূলক পরিবেশকে উৎসাহিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ বছরের জুনের হিসাবে ১ লাখ ৭৯ হাজারের বেশি কর্মচারী কাজ করছেন গুগলে। সেরা প্রতিভাকে আকর্ষণ করার ক্ষেত্রে এখনো শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছে মার্কিন প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানটি। সুন্দর পিচাই বলেন, প্রায় ৯০ শতাংশ চাকরীপ্রার্থী, যারা গুগলে চাকরির অফার পান, তারা তা গ্রহণও করেন। এটি প্রতিযোগিতামূলক চাকরির বাজারে কোম্পানির দৃঢ় আবেদন ও অবস্থানের প্রতিফলন। শুরুর পর্যায়ের চাকরির (এন্ট্রি-লেভেল) ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থীদের অবশ্যই নিজেদের মধ্যে আলাদা কিছু থাকতে হয়, আলাদা কিছু করতে হয়। গুগলের সাবেক নিয়োগকারী কর্মকর্তা নোলান চার্চ গণমাধ্যম বিজনেস ইনসাইডারকে বলেন, চাকরিপ্রত্যাশীদের ভালোভাবে প্রস্তুত হতে হবে। এর মানে হলো শুধু গুগলের মূল্যবোধগুলো বোঝা নয়, বরং কোম্পানির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের নির্দিষ্ট উপাদানগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার।

# ফোনের গ্যালারির স্টোরেজ খালি করবেন যেভাবে

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :** ফোনের স্টোরেজ পূর্ণ হয়ে অনেকের ফোন হ্যাং করে। এমন অবস্থায় কোন ছবিগুলো রাখবেন, আর ডিলিট করবের তা নিয়েও ঝামেলায় পরতে হয়। এই পরিস্থিতিতে জেনে নেওয়া যাক কীভাবে ফোন ঠিক রেখে হাজার হাজার অপ্রয়োজনীয় ছবি ডিলিট করা যায়।

১. ছবি নিরাপদে গুছিয়ে রাখার সহজ উপায় হল ফটো স্টোরেজ সফটওয়্যার-এর ব্যবহার। আইফোন হলে অ্যাপল ফটো এবং অ্যান্ড্রয়েডের জন্য গুগল ফটো অ্যাপ। দুই অ্যাপেই ছবি সুরক্ষিত রাখা যায়, এবং অনলাইনে আদান-প্রদান করা যায়। এর ফলে ফোনে থাকা ছবি অনায়াসে ডিলিট করে এখানে জমা করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে অ্যাপেলে ৫ জিবি আইক্লাউড স্পেস থাকে বিনামূল্যে, এরপরে বাড়তি জায়গার প্রয়োজন হলে টাকা দিয়ে তা কিনতে হয়। গুগল ড্রাইভে ১৫ জিবি ফটো জমিয়ে রাখা যায়।

২. বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে মোবাইলে অটো ডাউনলোড হতে থাকে অপ্রয়োজনীয় ছবি-ভিডিও। ফলে ফোনের সেটিংসে গিয়ে 'অটো-ডাউনলোড' অপশন বন্ধ করুন এবং এই ধরনের সব অপ্রয়োজনীয় ছবি ভিডিও মুছে ফেলুন। ৩. ক্যামেরা, ডাউনলোড, হোয়াটসঅ্যাপ ইমেজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছবিগুলো বিভিন্ন অ্যালবাম তৈরি করে রাখুন। এতে অপ্রয়োজনীয় ছবি ডিলিট করতে সুবিধা হবে। ছবি খুঁজে পাওয়াও সহজ হবে।

৪. অ্যাপেল হোক বা গুগল ফটো পছন্দের ছবিতে ফেভারিট অপশন ব্যবহার করুন। যে ছবিগুলো আপনার কাছে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সেখানে এই ফেভারিট অপশন ব্যবহার করুন। পরে প্রয়োজন শেষ হলে তা ডিলিট করে দিন। এর পাশাপাশি মাসে একটি দিন নির্দিষ্ট করে রাখুন যে দিন অপ্রয়োজনীয় সব ছবি মোবাইল থেকে সময় নিয়ে মুছে ফেলুন এর ফলে আপনার ফোন হ্যাং হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

# অ্যাপ ডাউনলোডে যেসব সতর্কতা প্রয়োজন

**তথ্যপ্রযুক্তি ডেস্ক :** নানান কাজে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীরা ফোন অ্যাপ ব্যবহার করেন। গুগল প্লে স্টোরে হাজার হাজার অ্যাপের ভিড়ে নকল অ্যাপের সংখ্যাও কম নয়। এসব অ্যাপের মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা প্রতারণা করে যাচ্ছে। তাই অ্যাপ ডাউনলোডের সময় সতর্ক থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ অনিরাপদ অ্যাপ ব্যবহারের ফলে ডিভাইস এবং ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। গুগল প্লে বা অ্যাপ স্টোর থেকে অ্যাপ ডাউনলোডের সময় কয়েকটি বিষয়ের দিকে খেয়াল রাখুন-

১. রিভিউ এবং রেটিং চেক করুন
অ্যাপ ডাউনলোড করার আগে তার রিভিউ এবং রেটিং পরীক্ষা করা উচিত। ব্যবহারকারীরা যে অ্যাপটি ব্যবহার করেছেন, তারা তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করে। অধিকাংশ পজিটিভ রিভিউ সহ অ্যাপ সাধারণত নিরাপদ হতে পারে, তবে কিছু ক্ষেত্রে জাল রিভিউও থাকতে পারে। তাই রিভিউগুলো ভালো করে পড়ুন এবং যদি সম্ভব হয়, একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে অতিরিক্ত তথ্য খুঁজুন।

২. ডেভেলপারের পরিচিতি : অ্যাপটির ডেভেলপার সম্পর্কে জানুন। পরিচিত ও বিশ্বস্ত ডেভেলপারের তৈরি অ্যাপ সাধারণত নিরাপদ হয়। নতুন বা অজ্ঞাত ডেভেলপারদের অ্যাপ ডাউনলোড করার সময় সতর্ক থাকা উচিত। ডেভেলপারের ওয়েবসাইটে গিয়ে তাদের পণ্য ও পরিষেবার সম্পর্কে জানতে পারেন।

৩. অনুমতির বিবরণ : অ্যাপ ইনস্টল করার সময় যে সমস্ত অনুমতি চাওয়া হচ্ছে, সেগুলো পরীক্ষা করুন। অনেক সময় অ্যাপ এমন সব অনুমতি চাইতে পারে, যা তার কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। যেমন, একটি সাধারণ গেম যদি আপনার যোগাযোগ তালিকা বা অবস্থান জানতে চায়, তাহলে সেটি সন্দেহজনক হতে পারে।

৪. নিরাপত্তা স্ক্যান: গুগল প্লে এবং অ্যাপ স্টোর সাধারণত নিজেদের নিরাপত্তা স্ক্যানিং ব্যবস্থা রয়েছে, তবে আপনার ডিভাইসের সুরক্ষার জন্য একটি ভালো অ্যান্টিভাইরাস অ্যাপ ব্যবহার করা উচিত। এটি নতুন অ্যাপ ইনস্টল করার পর সেগুলি স্ক্যান করতে সাহায্য করবে এবং বিপজ্জনক ফাইলগুলো শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।

৫. সিকিউরিটি আপডেট : অ্যাপগুলো নিয়মিতভাবে আপডেট করা প্রয়োজন, কারণ আপডেটগুলো সাধারণত সুরক্ষা ত্রুটি এবং বাগ ফিক্স করে। ডাউনলোড করা অ্যাপের জন্য আপডেট চালিয়ে যান এবং নিশ্চিত করুন যে সবকিছু সর্বদা আপডেট রয়েছে।

৬. ফিশিং ও স্ক্যাম থেকে সাবধান : অনেক সময়, ব্যবহারকারীদের নকল অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে নিয়ে যেতে ফিশিং প্রচেষ্টা হতে পারে। এ ধরনের সাইটগুলোতে প্রবেশ করলে আপনার ব্যক্তিগত তথ্য চুরি হতে পারে। ডাউনলোড লিঙ্ক সবসময় অফিসিয়াল স্টোর থেকে নেয়া উচিত।

৭. ডিভাইসের নিরাপত্তা সেটিংস : ডিভাইসে সঠিক নিরাপত্তা সেটিংস প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অজানা উৎস থেকে অ্যাপ ইনস্টল করা নিষিদ্ধ করুন এবং শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

৮. ব্যবহারকারীর তথ্য সুরক্ষা : আপনার ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত রাখা গুরুত্বপূর্ণ। যদি অ্যাপটি আপনার তথ্য সংগ্রহ করে, তাহলে সেটি কিভাবে ব্যবহার হবে, তা জানুন এবং প্রয়োজনমতো অনুমতি সীমাবদ্ধ করুন।